সাপ্তাহিক

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১৪ || সোমবার || পৌষ ১৯ || ১৪২৮ || জমাদিউল আঃ ৩০ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 14 || 3 January || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রশ্নে ব্লিনকেনকে মোমেনের চিঠি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি জে ব্লিনকেনকে চিঠি লিখে নিষেধাজ্ঞা প্রশ্নে (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

৩ কারণে এবছরই শেষ হবে করোনা

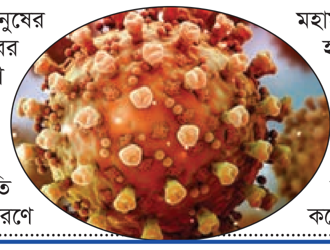

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অর্ধকোটির বেশি মানুষের প্রাণহানি আর অর্থনৈতিক ক্ষতির দুই বছরের ধাক্কা পার করে আরেকটি নতুন বছরে করোনা মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে মানুষকে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের নতুন রূপ চোখ রাঙালেও দেশি ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, চলতি বছরেই শেষ হবে এই বিভীষিকা। তিনটি কারণে মহামারির অবসানের আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এগুলো হলো- শুরু থেকে চলমান সংক্রমণে অসংখ্য আক্রান্তের শরীরে করোনার অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া, ২০২২ সালের শেষ নাগদ বিশ্বের অর্ধেক সংখ্যকের বেশি মানুষের টিকার আওতায় আসা এবং করোনার নতুন ধরন এলেও তার প্রাণঘাতী হয়ে ওঠার ক্ষমতা কমে যাওয়া। আশার পিঠে আশঙ্কাও রয়েছে। করোনার কয়েকটি ধরনের পর (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

২০২২ সালে করোনা হার মানবে ডব্লিউএইচওর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান তেদরোস আধানম গেব্রেয়াসুস বলেছেন, তিনি আশা করছেন, ২০২২ সালে করোনাভাইরাসের মহামারি হার মানবে। তবে এ জন্য বেশ কিছু শর্ত উল্লেখ (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

প্রবাসীরা বছরে ২২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠালেন

গত ছয় মাস ধরে টানা কমেছে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

কেন বাইডেনের জনপ্রিয়তা কমছে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট হবার পর জো বাইডেনের এখনো এক বছর পার হয়নি কিন্তু দিন দিন কমছে তার জনপ্রিয়তা । সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোতে দেখা যায়, বাইডেনের ব্যাপাওে আমেরিকান ভোটারদের সমর্থন বা এ্যাপ্রুভাল রেটিং গত কয়েক মাস ধরেই ৪০ শতাংশের কোঠায় ওঠানামা করছে। তারা মনে করছেন জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হবার পর তিনি সমাজে কোনো অর্থবহ পরিবর্তন আনতে পারেননি । ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়ে অনেক প্রত্যাশা জাগিয়ে যে বাইডেন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন-তাকে নিয়ে কেন আমেরিকান ভোটাররা হতাশ? বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাজলি কিবরিয়া বলছিলেন, আফগানিস্তান (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নিউইয়র্কে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় ১৫ ডলার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সর্বত্রই শ্রমিকদের মজুরি বাড়ছে। আগামী বছরের শুরুতেই শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হবে প্রতি ঘণ্টায় ১৫ ডলার। মজুরি বাড়ার খবরে স্বস্তি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

এই অবস্থা চলতে পারে না

নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র এ্যারিক

রহমান মাহবুবঃ নিউইয়র্কের নতুন মেয়র এ্যারিক অ্যাডামস বলসেছেন , আমরা সঙ্কট কতৃক নিয়ন্ত্রিত হতে পারি না। সঙ্কট মোকাবেলা করে পরস্পরের প্রতিশ্রুতির বন্ধ নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। টাইম স্কয়ারে নতুন বছরের বল পড়ার পরপরই সংক্ষিপ্ত আনুষ্টানিকতায় একহাতে পারিবারিক বাইবেল ছুঁয়ে এবং আরেক হাতে প্রয়াত (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

টাইমস স্কোয়ারে শপথ নিচ্ছেন মেয়র এ্যারিক অ্যাডামস

যুক্তরাষ্ট্রে আলো ছড়ানো বাংলাদেশী এক দম্পতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সৌরশক্তি আর রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে ব্যাটারিবিহীন অবস্থায় চালানো যাবে–পরবর্তী প্রজন্মের এমন 'ইন্টারনেট অব থিংস' ডিভাইস তৈরিতে গবেষণা করে বিশ্ব মি-ডিয়াতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন এক বাংলাদেশী। চলতি বছরে বিশ্বের জনপ্রিয় প্রভাবশালী সাম-য়িকী ফোর্বস ম্যাগাজিনে বিজ্ঞান ক্যাটাগরিতে 'থার্টি আন্ডার থার্টি'-এ জায়গা করে নিয়েছেন প্রকৌশলী (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এলো মাছ!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এলো জীবন্ত মাছ! শুনতে অবাক করার মত হলেও সম্প্রতি ঘটেছে অদ্ভুদ এই ঘটনা। ঘটনার বিস্তারিত সম্পর্কে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের টেস্কারকানা শহরে গত বুধবার নজিরবিহীন এই ঘটনার সাক্ষী হয়েছে অনেকে। এতে অনেকে হয়েছেন অবাক, গিয়েছেন অনেকে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে
একাউন্টিং
সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge-Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York, Virginia & CT
OUR MOST POPULAR COURSES:
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
We provide guaranteed job assistance · Interactive courses
No IT experience required · Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930 · NY (347) 658-9284
VA (571) 457-0371 · CT (860) 894-0412
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
admin@qateksolutions.com · www.qateksolutions.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে
BANGLA CDPAP SERVICES
BANGLA HOME CARE
PASHMINA
Comfort Pharmacy
518 McDONALD AVENUE
BROOKLYN OFFICE
Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE
HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।
• Highest Rate • Home Care Services
• CDPAP Services • MLTC Related Supports
• Medicaid Apply, Renewal & Code Removal
BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218
FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

১৫ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হলেন জ্যাক রিকো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র ১৫ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হলেন মার্কিন কিশোর জ্যাক রিকো। তার গ্রেড পয়েন্ট ৩.৭৮। গ্র্যাজুয়েশনের আগে আরও চারটি ডিগ্রিও অর্জন করেছেন তিনি। ডেইলি মেইলের খবরে আরও জানানো হয়েছে, এ বছরের ১৪ ডিসেম্বর তিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। এখন মাস্টার্সে ভর্তি হতে যাচ্ছেন রিকো। তাকে শিশু প্রডিজি আখ্যা দিয়ে ডেইলি মেইল জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্ম রিকোর। মায়ের কাছেই তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রথম দিকে পড়ালেখা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতেন কিন্তু চার বছর বয়সে ঠিকমতো পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি ১১ বছর বয়সে তিনি ফুলারটন **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

ব্রুকলীন ও চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আওয়ামীলীগের বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে নিউইয়র্ক ব্রুকলীন আওয়ামী লীগ ও চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আওয়ামীলীগ। গত ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে ব্রুকলীনের ৪৭৫ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউর একটি মিলনায়তনে এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা শেষে কেক কাটা হয়।

নিউইয়র্ক ব্রুকলীন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম নজরুলের সভাপতিত্বে এবং চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইসমত হক খোকনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এন আমিন। প্রধান বক্তা ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান, সহ সভাপতি সাইকুল ইসলাম, এম আলমগীর, আওয়ামী লীগ নেতা সালাউদ্দিন বিপ্লব, আলা উদ্দিন, ছায়দুল কাদের, সাইফুল ইসলাম চেয়ারম্যান, দুলাল বিল্লাহ, হাজী ইদ্রিস আলম, মাইনুল আবেদীন, সাইফুল ইসলাম শামীম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুসহ শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা **পালন করা হয়।**

বক্তারা বলেন, যে আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিলো তাকে ভুলুণ্ঠিত করার জন্যই ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটনো হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত, উন্নত সমৃদ্ধ করতে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY (JBBA)
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক (জেবিবিএ)
Election-2022
January 09, 2022- SUNDAY
Giash-Tareq Panel
গিয়াস-তারেক পরিষদে ভোট দিন
Giash Ahmed
President
Immigrant Elder Home Care LLC
Mohammad Tareq H. Khan
General Secretary
Global NY Travels Inc
Mollah MA Masud
Vice President
Dhaka Driving School
Mohammed Hassan (Zilani)
Vice President
Golden Image Digital Photo Fair
Md Mofizur Rahman
Joint Secretary
Blue Green Insurance Inc
S. M. Abul Hasan
Treasurer
Unique Opportunity USA Inc
Atiqul Islam (Zakir)
Organizing Secretary
Print Fair Inc
Jafar Ullah Milan
Cultural & Ent. Secretary
Milan 74 Corp.
Belal Ahmed
Publicity & Publication Secretary
NY Car & Limo Services Inc
MD Z Rahman (Akash)
Office Secretary
Aasha Home Care
Abdul Alim
EC Member
Merit Kabab Place
Dr. Barnali Hasan
EC Member
Efficient Medical Care PC
S. Q. Alam
EC Member
Sharif Distrubutor Inc.
Khaled Akhtar
EC Member
Massive Wireless
Rocky Aaliyan
EC Member
Star Furniture
শাহ্ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান
নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
(গিয়াস-তারেক প্যানেল)
রবিবার, ০৯ জানুয়ারী ২০২২
সময়: সকাল ১১টা- রাত ৮টা
Place: Bangladesh Plaza, Basement
আসেফ বারী টুটুল
কনভেনর
নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
(গিয়াস-তারেক প্যানেল)

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : Abu Taher
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রাখাইন বসতি 'নিশ্চিহ্ন' ছয়আনি পাড়ার ষোলো আনাই সংকট

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার তিন শতাব্দী প্রাচীন রাখাইন বসতি 'নিশ্চিহ্ন' হয়ে যাওয়ার যে খবর শনিবারের সমকালে প্রকাশ হয়েছে, তার সরলরৈখিক ব্যাখ্যা কঠিন। স্বীকার করতে হবে- দেশের বিভিন্ন আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে যে 'ধ্রুপদি' পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভূমিহীন হতে থাকে, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলাতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সমকালের আলোচ্য প্রতিবেদনেই ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, এই দুই জেলায় ১৯৪৮ সালের ২৪২টি রাখাইন পাড়া এখন ৩০টিতে এসে ঠেকেছে। ছয়আনি পাড়া সেই তালিকার সর্বশেষ অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু এই গ্রামের বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়টি অতীতের অন্যান্য অঘটনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার অবকাশ নেই। জানা যাচ্ছে, কলাপাড়া এলাকায় পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ইতোমধ্যে যে সাড়ে চার হাজার একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে ছয়আনি পাড়ার সাড়ে পাঁচ একর জমিও রয়েছে। যদিও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে ওই এলাকার আরও ১০টি গ্রামের সাড়ে তিন হাজার পরিবারকে, আলোচ্য বসতির রাখাইন পরিবারগুলোর সংকটের সঙ্গে তা তুল্য নয়। বাঙালি জনগোষ্ঠীর অন্যান্য গ্রামবাসী অধিগ্রহণের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থে অন্যত্র নিজস্ব বসতি নির্মাণ বা বিশেষ গৃহায়ন প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারলেও রাখাইন ছয় পরিবার তা থেকে বঞ্চিত।

আমরা জানি, দেশের প্রায় সর্বত্র আদিবাসী জনবসতিগুলোর ভূমি বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর হলেও তাদের কাছে মালিকানাস্বত্বের আনুষ্ঠানিক দলিলপত্র থাকে না। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক দলিলপত্র তৈরি করতে গেছে, দেখা গেছে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর কিছু 'চালাক' মানুষ আগেই কাগুজে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে বসে রয়েছে। আর 'বোকা' মানুষগুলো নিজভূমেই পরবাসী হয়ে পড়েছে। আদালতের দ্বারস্থ হলেও আর্থসামাজিক বাস্তবতায় তাদের পক্ষে বছরের পর বছর মামলা পরিচালনা সম্ভব হয় না। বস্তুত বৃহত্তর অর্থে পটুয়াখালী-বরগুনার রাখাইন পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে এবং সুনির্দিষ্টভাবে ছয়আনি পাড়ার ছয়টি পরিবারের 'ভাগ্যে' সেটাই ঘটেছে। ফলে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ যখন ভূমি অধিগ্রহণের সময় স্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ ও হস্তান্তর করেছে, তখন এই পরিবারগুলো প্রাপক হিসেবেই বিবেচিত হয়নি। ছয়টি পরিবারকে মোট ৯১ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে শুধু অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময় মূল্য হিসেবে। এই অর্থ দিয়ে তারা যদি নতুন জমি কিনতে যায়, তাহলে অস্থাবর সম্পত্তি পাবে কোথায়? আর শুধু অস্থাবর সম্পত্তি কিনে বাড়ি ভাড়া করেই বা কতদিন চলবে? পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার অবিবেচনাপ্রসূত ও অসংবেদনশীল 'নিয়ম' থাকার কারণে ছয়আনি পাড়ার রাখাইন পরিবারগুলো স্পষ্টতই ষোলো আনা সংকটের মুখে পড়েছে।

আমরা মনে করি, কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে আদিবাসী পরিবারগুলোর পক্ষে এই সংকট এড়ানো কঠিন ছিল না। যে কোনো প্রকল্প প্রণয়নের সময়ই সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে সেখানকার আদিবাসী সম্প্রদায় এবং তাদের ভূমি সংকটের বিষয়টি আগেই স্পষ্ট হওয়ার কথা। তারপরও ভূমির আনুষ্ঠানিক মালিকানার দলিলপত্র সাপেক্ষে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিনিময় মূল্য প্রদানের নিয়ম নির্ধারিত হলো কেন? ছয়আনি পাড়ার পরিস্থিতিতে এটা প্রকট যে, পায়রা সমুদ্রবন্দরের কারণে বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন নিয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনারই অভাব রয়েছে। সমকালের আলোচ্য প্রতিবেদনে উদ্ধৃত পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ হাফিজা খাতুনের সঙ্গে আমরা একমত যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দলিলপত্রাদি তৈরিতে সহায়তা করার জন্য ভূমি অধিগ্রহণের আগেই কোনো সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া যেত। তাতে করে কেবল রাখাইন জনগোষ্ঠী নয়, সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠীর অনেকেও নিজের শেষ সম্বল নিয়ে অনিঃশেষ হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেত। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমিসংক্রান্ত মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই নেওয়া যেত।

আমরা চাই, পায়রা বন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিগৃহীত ভূমির ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে বিলম্বে হলেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশেষত ছয়আনি পাড়ার সদ্য সাবেক বাসিন্দারাসহ রাখাইন জনগোষ্ঠীর প্রতি দেওয়া হবে বিশেষ মনোযোগ। কারণ তারা গরিবের মধ্যেও গরিব, নির্যাতিতের মধ্যেও নির্যাতিত। রাষ্ট্র যদি সংবেদনশীলতার সঙ্গে তাদের পাশে না দাঁড়ায়, তাহলে তারা যাবে কোথায়? আমরা জানি, পায়রা বন্দর সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর একটি। কিন্তু উন্নয়ন করতে হবে নাগরিক অধিকার সমুন্নত রেখেই।

নতুন বছরে অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশ সংকট মোকাবেলা করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক বিরল সংস্কৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনীতির বেলায় কথাটি আরো বেশি প্রযোজ্য। বঙ্গবন্ধু যে লড়াকু মন আমাদের দিয়ে গেছেন তার ওপর ভরসা করেই দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে আজকের বাংলাদেশ। তাই বিশ্বব্যাপী এই করোনাকালেও বাংলাদেশের অর্থনীতি সঠিক পথেই রয়েছে। ২০২০ সালের চেয়ে ২০২১ সালে আমাদের অর্থনীতি বেশ চাঙ্গা ছিল বলা চলে। প্রবৃদ্ধির বিচারে সদ্যঃসমাপ্ত বছরটি খুবই আশাজাগানিয়া ছিল। এর আগের বছরও যখন সারা বিশ্বের অর্থনীতি সাড়ে ৩ শতাংশ হারে সংকুচিত হয়েছিল, তখনো আমাদের অর্থনীতি ৫ শতাংশের আশপাশেই বেড়েছিল। সেই সাফল্যের ওপর ভর করে গেল বছর আমাদের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের বেশি হতে পেরেছে বলে আমার বিশ্বাস। যদিও পুরো তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবু এ কথা বলা চলে যে কৃষি, প্রবাস আয়, রপ্তানি, আমদানিসহ সব ক্ষেত্রেই আমরা ভালো করেছি।

কৃষি বরাবরই ভালো করেছে। বৃষ্টির কারণে পেঁয়াজ ও সবজির সরবরাহ খানিকটা ব্যাহত হলেও বছর শেষে কৃষির উৎপাদন বেশ সন্তোষজনকই বলা চলে। চালের মজুদ যথেষ্ট। তবু মানুষের হাতে নগদ টাকা বেশি থাকায় চাল ও নিত্যপণ্যের দাম খানিকটা বেশি। ডলারের দাম বেশি বলে আমদানি করা নিত্যপণ্যের দাম কিছুটা বেড়েছে। সে কারণে মূল্যস্ফীতিও কিছুটা বাড়ন্ত। তবে একেবারে লাগামহীন নয়। সরবরাহ চেইনের অপর্যাপ্ততার কারণে সারা বিশ্বেই মূল্যস্ফীতি বাড়ন্ত। বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়েছে। সে কারণে প্রান্তিক মানুষের জীবনচলা খানিকটা চাপের মধ্যে রয়েছে। জীবিকার সুযোগ বাড়ছে। পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার গতিও বাড়ছে। যদি করোনার নতুন ওমিক্রন ঢেউ অতি প্রবল না হয়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের ধারা অটুটই থাকবে। আর সে কারণে টিকা দেওয়ার গতি ধরে রাখতে হবে। বুস্টার ডোজও সচল রাখতে হবে।

গত বছর পাঁচ লাখেরও বেশি শ্রমিক বিদেশে গেছেন কাজের সুযোগ পেয়ে। বছর শেষে মালয়েশিয়ার বাজার খোলার সংবাদ মিলেছে। ব্রিটেন প্রচুর কেয়ার-গিভার নেবে জানিয়েছে। তাই সামনের বছর প্রবাস আয়ে আরো গতি আসবে বলে মনে হয়। রপ্তানি খুব ভালো করছে। নতুন অর্ডার এসেছে প্রচুর। সারা বিশ্বেই ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে জনমত প্রবল। তাই আমাদের রপ্তানি পণ্যের চাহিদা ইতিবাচক থাকবে বলে আশা করা যায়। চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে গত অর্থবছরের একই সময় থেকে আমদানি মূল্য বেড়েছে ৫৪ শতাংশ। মূলধনী পণ্যের আমদানি বেড়েছে ৩০ শতাংশ। সুতার আমদানি বেড়েছে শতভাগেরও বেশি। তার মানে শিল্প খাতে নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে আগামী বছর প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান দুই-ই বাড়বে।

পুঁজিবাজারের সূচক ও পরিমাণ দুই-ই বেড়েছে গেল বছর। এ সম্পর্কিত রেগুলেটরদের নজরদারি ও সংস্কারমুখী কর্মমুখরতা এই বাজারকে সচল রাখতে সাহায্য করেছে। এশিয়ায় আমাদের পুঁজিবাজারের সচলতা চোখে পড়ার মতো ছিল গেল বছর। এই বাজারে বন্ডসহ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা লক্ষণীয় ছিল। সব অংশীজন সম্মিলিতভাবে সচেষ্ট থাকলে আমাদের পুঁজিবাজার আগামী দিনে আরো ভালো অবস্থানে যাবে। তবে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা রোধ করার জন্য রেগুলেটরদের আরো সতর্ক থাকতে হবে। ব্যাংকিং খাত সংকটকালে বেশ ভালো করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে প্রচুর তারল্য থাকার জন্য নীতি হারগুলো কমিয়েছে, সুদে ভর্তুকি দিয়েছে, প্রভিশন কমিয়েছে, দেয় ইনস্টলমেন্টের মাত্র ১৫ শতাংশ শোধের সুযোগ দিয়ে ঋণকে অখেলাপি রেখেছে। এসবের কারণে ব্যাংকের সার্বিক লাভ বেড়েছে। তবে এসব নীতি সহায়তার সুযোগ বড় উদ্যোক্তারা যতটা নিতে পেরেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা ততটা নিতে পারেননি। সে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালুসহ নতুন নতুন সমর্থনমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। এসবের ইতিবাচক প্রভাব ব্যক্তি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির ওপর পড়তে শুরু করছে। দুই বছর বাদে গত নভেম্বরে এই হার ১০.১১ শতাংশ হয়েছে। ডিসেম্বরে নিশ্চয় এ হার আরো বেড়েছে। তা থেকেই অনুমান করা যায় যে বছর শেষে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির যে সময়োপযোগী সমন্বয় ঘটেছে তার সুফল আমাদের অর্থনীতির ওপর পড়তে শুরু করেছে। করোনা সত্ত্বেও অর্থনীতি তাই চাঙ্গা হতে পেরেছে।

আমরা গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের নমিনাল মাথাপিছু আয়ের বিচারে এশিয়ার মধ্যে পয়লা নম্বরের দেশ হিসেবে স্বীকৃত। বড় অর্থনীতির ৪১টি দেশের মধ্যে গেল বছর মাত্র আটটি দেশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ এদের একটি। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার সবার ওপরে। রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধির বিচারেও আমরা আমাদের পড়শিদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছি। খাদ্য উৎপাদন সূচক, বিশ্ব ক্ষুধা সূচক এবং মুদ্রামানের স্থিতিশীলতায় আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় এক নম্বর। দারিদ্র্য নিরসন, গড় আয়ু, শিশু ও মাতৃমৃত্যু, নারীর আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ এবং সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নেও এ অঞ্চলে আমরাই সেরা। তা ছাড়া মোবাইল আর্থিক সেবা, এজেন্ট ব্যাংকিং, ক্ষুদ্রঋণ ও তরুণ উদ্যোক্তাদের (বিশেষ করে নারী) অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের মাত্রার বিচারেও বাংলাদেশ আশপাশের দেশগুলো থেকে অনেকটাই এগিয়ে। এ ক্ষেত্রেও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ী নেতৃত্বের অবদান অসামান্য।

করোনার নানামুখী চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অর্থনীতি ২০২২ সালে স্বস্তির মধ্যেই থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রবাস আয় বাড়াতে এ ক্ষেত্রে দেওয়া ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ২০২২ সালে আরো ১ শতাংশ বাড়ানো যেতে পারে। পাশাপাশি ডলারমূল্যের উঁচু সুদের প্রবাসী ও অন্য বন্ডগুলো বর্তমানে যেভাবে আছে তা থাক। তবে এক কোটি টাকার ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে সেসবের সুদের হার কমানো যেতে পারে।

এক. কৃষি বরাবরের মতোই আমাদের জীবন-জীবিকার রক্ষাকবচ হিসেবে তার শক্তিমত্তা দেখিয়ে যাবে। খাদ্য উৎপাদনে আমরা আমাদের সাফল্য ধরে রাখতে পারব বলে মনে হয়। বিশেষ করে চাল, মাছ, মাংস, সবজি, ডিম ও মুরগি সরবরাহে যদি বাজারব্যবস্থা সুশৃঙ্খল রাখতে পারি, তাহলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেই রাখতে পারব।

দুই. টিকা কর্মসূচির গতি বাড়াতে পারলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর করোনার নেতিবাচক প্রভাব থেকে আমরা অনেকটাই মুক্ত থাকতে পারব। ফের লকডাউন দেওয়ার আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

তিন. আমাদের রপ্তানির গতি অটুট থাকবে বলে মনে হয়। সে জন্য এই খাতে দেওয়া নীতি সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখাই শ্রেয় হবে। ছোট-বড় উদ্যোক্তাদের ঋণ শ্রেণীকরণে যে ছাড় বছর শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দিয়েছে তা আরো বছরখানেক অব্যাহত রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

চার. প্রবাস আয় বাড়াতে এ ক্ষেত্রে দেওয়া ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ২০২২ সালে আরো ১ শতাংশ বাড়ানো যেতে পারে। পাশাপাশি ডলারমূল্যের উঁচু সুদের প্রবাসী ও অন্য বন্ডগুলো বর্তমানে যেভাবে আছে তা থাক। তবে এক কোটি টাকার ঊর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে সেসবের সুদের হার কমানো যেতে পারে। এর ফলে প্রবাস আয়ের প্রবাহ বাড়বে। ডলার-টাকা বিনিময় হার স্থিতিশীল হবে। টাকার মূল্যের ওপর যে চাপ রয়েছে তা কমে যাবে।

পাঁচ. মেগাপ্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের গতি আরো বাড়ালে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান দুই-ই বাড়বে। পদ্মা সেতু ২০২২ সালের মাঝামাঝি চালু হলে দক্ষিণ বাংলার অর্থনীতির চেহারাই বদলে যাবে। জাতীয় অর্থনীতিতে ১ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি যুক্ত হবে। ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। প্রায় একই রকম স্বস্তি মিলবে ২০২২ ঢাকা শহরে মেট্রো রেল চালু হওয়ার পর।

ছয়. দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য আরো দ্রুত মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্প পার্ক, আড়াইহাজারে জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ মেগাপ্রকল্পগুলোর অন্তত কয়েকটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চালু করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণের জোয়ার আসবে। আমরা ডাবল ডিজিট প্রবৃদ্ধির পথে হাঁটতে থাকব।

তবে এসব স্বস্তি ও স্বপ্নপূরণে আমাদের অবিরাম মানুষের ওপর বিনিয়োগ করে যেতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে আমাদের সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নেওয়ার মতো দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং উন্নত প্রযুক্তির প্রসারে আমাদের নিরন্তর মনোযোগী থাকতে হবে। একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমাদের সবুজ অর্থনৈতিক কৌশলকে আরো বেগবান করতে হবে। সব শেষে সমাজকে দুর্নীতি ও সহিংসতামুক্ত রাখতে আমাদের সবাইকে আরো বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। সমাজে শান্তি বিরাজ করলে অর্থনীতিতেও বিনিয়োগ বাড়বে। আমাদের রয়েছে বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধুকন্যার গণমুখী নেতৃত্বের এক অসাধারণ পরম্পরা। আগামী দিনের বাংলাদেশ নিশ্চয় এই পরম্পরার সুফল পাবে।

লেখক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ফজর	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৭
সূর্যোদয়	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৮	৭.১৮
জোহর	১২.০১	১২.০১	১২.০২	১২.০২	১২.০৩	১২.০৩	১২.০৩
আসর	৩.০১	৩.০১	৩.০২	৩.০৪	৩.০৫	৩.০৬	৩.০৬
মাগরিব	৪.৪৩	৪.৪৪	৪.৪৫	৪.৪৬	৪.৪৭	৪.৪৮	৪.৪৯
এশা	৬.০৪	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

শব্দের বিতর্কে বিভাজনের দেয়াল

গোলাম কবির

অভিবাদন জ্ঞাপন মানবসভ্যতার পরিশীলিত আচরণের প্রাচীন বিধি। শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সম্মান জানানোর সর্বজনীন রীতি। ভাষা ও অঞ্চলভেদে অভিবাদন বা সম্ভাষণ জানানোর অভিব্যক্তি পৃথক হলেও এর মর্মকথা অভিন্ন।

স্বয়ং বা যান্ত্রিক সাক্ষাতে এবং বিদায় নেওয়ার সময় ছোট্ট একটি বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করে মানুষ তার আন্তরিকতা প্রকাশ করে। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে মাস পহেলা বেতার ভাষণ শেষে উচ্চারণ করতেন 'খোদা হাফেজ'। এ নিয়ে তখন কোনো গুঞ্জন শোনা যায়নি। সাক্ষাতে কিংবা বিদায় বেলায় মুসলমানরা বলেন : আসসালামু আলাইকুম। এর অর্থ পরস্পরের শান্তি কামনা। একটি ইংরেজি কবিতায় পড়েছিলাম বিধাতা মানুষকে কত কিছুই না দিয়েছেন, তবে শান্তি বা প্রশান্তি উপলব্ধির বিষয়টি নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। এ উপলব্ধি দুর্লভ। সুতরাং এই অভিবাদনের মধ্যে গভীর তাৎপর্য আছে। ধর্মের দিক থেকে এবং বোধের অন্তহীনতায়।

সনাতন সমাজে নমস্কার জ্ঞাপন করে অভিবাদন জানানো হয়। এটা সর্বভারতীয়। যাবার বেলায় বা বক্তব্য শেষে 'এখন আসি' বা 'ভালো থাকুন' বলা হয়। কোথাও আলবিদা বলা হয়। জনান্তিকে বলে রাখি, 'আলবিদা' শব্দটি প্রয়োগ করে একটা গান বহুল প্রচারিত এবং সমাদৃত। নমস্কার জানিয়ে সম্ভাষণ জ্ঞাপন বহু পুরনো, তবে বিষয়টি অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলেন মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ। জোড়া দুই হাত তুলে নমস্কার জ্ঞাপনে সশ্রদ্ধ বিনয়ের প্রকাশ ঘটে।

ইউরোপীয়রা সময়জ্ঞাপক অভিবাদন জানাতে অভ্যস্ত, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং ইত্যাদি। আর শেষে গুড বাই অথবা কেবল 'বাই'। আরবি, সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষায় অভিবাদন জ্ঞাপনে সৌজন্য এবং সৌহার্দ্য প্রদর্শনের যে অভিব্যক্তি ঘটে আসছে দীর্ঘকাল, তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কেউ কেউ ধর্ম-নির্বিশেষে 'আদাব' দিয়ে সম্ভাষণ জানান। এটি এক ধরনের সালাম-নমস্কারের সমন্বিত রূপ। তবে বহুল প্রচলিত নয়। গোল বেধেছে দীর্ঘকাল ধরে বহুল প্রচলিত 'খোদা হাফেজ', 'আল্লাহ হাফেজ' রূপান্তরে। গভীরে না গিয়ে বোধের ক্ষেত্রে খোদা আল্লাহ শব্দের সমার্থক। 'আল্লাহ হাফেজ' প্রচারকারীদের যুক্তি হলো আল্লাহ অভিব্যক্তিটি পবিত্র কোরআনের। এ নিয়ে অশ্রদ্ধা করার কী আছে। এটি যে আরবি ভাষার তা অস্বীকার করবে কে? বহু প্রাচীন ভাষা আরবি। আরবিভাষী মানুষের সহজবোধগম্যের উদ্দেশ্যে সেই ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ। এটা স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেছেন। তা ছাড়া আল্লাহ অভিব্যক্তিটি কোরআন বা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের আগেই ছিল। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতার নামই তো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব।

সব ভাষার স্রষ্টা আল্লাহ–এটা কোরআনের কথা। সৃষ্টিজগৎ যে ভাষায়ই কথা বলুক সৃষ্টিকর্তা বুঝতে পারেন। তিনি তো 'লাতিফুন খাবির'–সূক্ষ্মদর্শী। উপরন্তু আল্লাহ তো সর্বসৃষ্টির মাঝে বিরাজ করছেন। তাঁর ঘোষণা–'ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ।' তিনি সবার অতি নিকটতম স্থানে বিরাজমান। তাহলে 'খোদা', 'আল্লাহ' নিয়ে বাহাস কেন? এর মূল কারণ সৌদি আরব-ইরান দ্বন্দ্ব। বাইরে থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, শিয়া-সুন্নি মতবাদ তাদের পৃথক করেছে। আসলে তা নয়, দ্বন্দ্ব আধিপত্যের। ওয়াহাবিরা হেজাজ দখল করে দেশের নাম ব্যক্তির নামে চালু করল। মুসলিম ঐক্য আর মৌলিক ইসলামের নামে বিভাজিত করল মুসলমানদের। জিইয়ে রাখল রাজতন্ত্র।

জেনারেল আইয়ুব খান সম্ভবত কোনো ইজমকে সামনে রেখে ভাষণ শেষে 'খোদা হাফেজ' বলতেন না, তবে সরল মানুষের সমর্থনের জন্য ছিল তাঁর সেই কৌশল। জেনারেল জিয়াউল হক ওয়াহাবিদের ফাঁদে পড়ে শুরু করলেন 'আল্লাহ হাফেজ'। এটা ইসলামপ্রীতি নয়, ভাষাকে শিখণ্ডী রেখে সরল মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা।

> **সনাতন সমাজে নমস্কার জ্ঞাপন করে অভিবাদন জানানো হয়। এটা সর্বভারতীয়। যাবার বেলায় বা বক্তব্য শেষে 'এখন আসি' বা 'ভালো থাকুন' বলা হয়। কোথাও আলবিদা বলা হয়। জনান্তিকে বলে রাখি, 'আলবিদা' শব্দটি প্রয়োগ করে একটা গান বহুল প্রচারিত এবং সমাদৃত।**

এখানকার ওয়াহাবিবাদীরা তাদের স্বপ্নস্থান পাকিস্তানের খায়েশ পূরণ করার জন্য 'আল্লাহ হাফেজ'সহ নামাজ-রোজা অভিধাকে 'সালাত', 'সিয়ামে' রূপান্তরের উন্মাদনায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ বিষয়টি খতিয়ে না দেখে আল্লাহর ভাষা ভেবে তা গ্রহণ করছে। তাদের ভাবার অবকাশ কম, তাই ওয়াহাবিদের উত্তরসূরিরা ইসলামের নামে বাজিমাত করতে উদ্যত। ওয়াহাবি ও তাদের অনুসারীদের ইসলামপ্রীতি অপেক্ষা ক্ষমতাপ্রীতি যে প্রধান তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মুক্তিযুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত তার সিলসিলা বজায় আছে। এইতো সেদিন আমরা দেখলাম তাদের তাণ্ডব। ধর্ম মানুষের স্পর্শকাতর অনুভূতি। একে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নব্য আধিপত্যবাদীরা নানা কৌশলের ছক আঁকছে। আরবি-ফারসি দ্বন্দ্ব তুলে এরা নতুন করে ক্ষমতার প্রতি ধাবিত। বাংলা তথা ভারতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক আধ্যাত্মিক মনীষীর আগমন ঘটেছে। তাঁরা নামাজ-রোজাকে আরবি ভাষার 'সালাত', 'সিয়াম' প্রবর্তনের খায়েশ করেননি। আমরা হঠাৎ করে অতি মুসলিম সেজে প্রকারান্তরে আল্লাহর মাহাত্ম্য খর্ব করছি। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী বিরাজমান তা মনে রাখছি না। আমরা বোঝার চেষ্টা করছি না, মুসলিম ঐক্যের ধোয়া তুলে যারা হেজাজ দখল করেছিল, শোনা যায়, তারা তলে তলে সেই ইহুদিদের সঙ্গে সখ্য রাখছে। এই যে জেরুজালেমবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে তার তেমন প্রতিক্রিয়া ওয়াহাবিবাদী বা তাদের পদলেহীদের নেই। আগেই বলেছি, সব ভাষা আল্লার সৃষ্টি। চারটি স্বীকৃত প্রধান আসমানি কিতাবের মধ্যে তাওরাত হিব্রু ভাষায় অবতীর্ণ। ইহুদিদের আমরা অভিশপ্ত ভেবে এসেছি, অথচ তাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষাও আল্লাহর। সুতরাং ভাষা নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখার অবকাশ আছে। মনে রাখা দরকার, মুখে উচ্চারণ, অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস কোনোটিই স্রষ্টার কাছে উপেক্ষার নয়।

বিশেষজ্ঞরা জানেন, 'তাফসিরে জালালাইন' অন্যতম তাফসির গ্রন্থ। তাঁরা এ-ও জানেন, জালালাইন তাফসিরের হাসিয়া বা টীকা ফারসি ভাষায় রচিত যদিও ইদানীং এর আরবি টীকাও পাওয়া যায়। তা ছাড়া ইসলামসংক্রান্ত প্রচুর গ্রন্থ ফারসি ভাষায় রচিত যদিও ইদানীং এর আরবি টীকাও পাওয়া যায়। সুদীর্ঘকাল এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। এখন দেখছি, মক্কারবাজরা নতুন কৌশলে মেতে উঠেছে। তারা কি জানে না, 'ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকেরিন' আল্লাহ অধিকতর কৌশলী। তিনি বোঝেন, কার স্বার্থে এই নব্য আয়োজন। সুতরাং ফারসি শব্দ আর আরবি শব্দের বিতর্ক তুলে মানুষে মানুষে বিভাজনের দেয়াল তোলা মানবধর্ম অস্বীকারের শামিল। আমরা এই সহজ বিষয়টি বুঝলে মানবতা মুক্তি পাবে এবং ওয়াহাবিদের অপকৌশল নস্যাৎ হবে।

লেখক : সাবেক শিক্ষক
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

Emirates

QATAR AIRWAYS القطرية

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

এগিয়ে যাওয়ার পথে আলোর মাঝে যেন অন্ধকার

রিন্টু আনোয়ার

সরকারের উন্নয়নযজ্ঞে কোনো অপকর্ম যাতে না ঘটে, তা দেখভালের জন্য সরকারেরই বিশাল একটি সংস্থা রয়েছে, যার নাম 'বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' (আইএমইডি)। অথচ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে লুটপাট-দুর্নীতির ফিরিস্তি বিশাল। আর এই প্রকল্পে দুর্নীতি নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে সেটা এখন লাগামহীন হয়ে পড়েছে। টাকা মারার জন্যই প্রকল্প, অবস্থাটা এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা তাদের অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতির অভিযোগ করেছে বহুবার। বলতে গেলে, প্রকল্প আর দুর্নীতি এক হয়ে গেছে এখন। যেখানে প্রকল্প সেখানেই দুর্নীতি। এই দুর্নীতি ও লুটপাটের বেশির ভাগই করছে সরকারি দলের লোকজন এবং দলবাজ কর্মকর্তারা। এ অবস্থায় প্রত্যাশিত উন্নয়ন কিভাবে হবে? আইএমইডি সংস্থা তা হলে করছেটা কী? উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না কেন? প্রচার আছে, সবাইকে নৈতিকতা শেখানোর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি আজ নিজেই নাকি অনৈতিকতার পঙ্কিলে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। তাই দুর্নীতি-লুটপাট কর্তৃত্ববাদী শাসনে চলছে এখন দুর্নীতি-লুটপাটের মহোৎসব।

রাজনৈতিক কারণে দুর্নীতি দমন করা না গেলেও অন্তত নিয়ন্ত্রণে থাকলে দেশের সামনে আলোর ঝলকানি সাদা চোখেই স্পষ্ট। করোনা নামের বৈশ্বিক মহামারীর মাঝেও বিভিন্ন সূচকে মাত্রা যোগ হচ্ছে। এই মড়ক-দুর্বিপাকেও গত অর্থবছরের চেয়ে উন্নয়ন ব্যয়ে গতি এসেছে। দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সহায়তা এসেছে আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি। কিন্তু গোলমাল অন্যখানে। কার্যত রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও প্রশাসনিক-সামাজিক-পারিপার্শ্বিক নানা মন্দ ঘটনা পিছু টেনে ধরছে।

করোনার ধকলের মধ্যেও চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ। তা ৬ দশমিক ৮ শতাংশের বেশিতে ঠেকবে বলে সুসংবাদ দিয়েছে ম্যানিলাভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি। তাদের বিশ্লেষণ হচ্ছে- মহামারী করোনার ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশটির অর্থনীতি; যে কারণে বাংলাদেশের আমদানি ও রফতানি দু'টিই আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে। এর উল্টো ফলও আছে। আমদানির উল্লম্ফনে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে। আর ধারণা বা শঙ্কাকে অমূলক করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান কেবল বাড়েনি, নতুন রেকর্ডও করেছে বাংলাদেশ। গত নভেম্বরে এক লাখ দুই হাজার ৮৬৩ জন বিদেশগামী কর্মীকে ছাড়পত্র দিয়েছে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-বিএমইটি। বিএমইটির হিসাব বলছে, ২০১৭ সালের মার্চে এক লাখের বেশি কর্মী বিদেশে গেছেন। ওই বছর মোট গিয়েছিলেন ১০ লাখ আট হাজার ৫২৫ জন, যা ছিল দেশের জন্য রেকর্ড। পরের বছর ২০১৮ সালে সাত লাখ ৩৪ হাজার এবং ২০১৯ সালে সাত লাখ কর্মী বিদেশে যান। কিন্তু মহামারীর কারণে ২০২০ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান থমকে যায়। ওই বছর মাত্র দুই লাখ ১৭ হাজার কর্মী বিদেশে যান। এর মধ্যেই আবার খুলেছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। লিবিয়াসহ কয়েকটি দেশে কর্মী পাঠানোর চেষ্টাও চলছে। এটি সাফল্যের মুখ দেখলে আগামী দিনগুলোতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আলোড়ন তৈরি হবে।

শত ধরনের পণ্য দেশে উৎপাদন হলেও আমদানি হচ্ছে তার চেয়ে বেশি। বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে আমদানি ব্যয় বাড়লে অর্থনীতির জন্য ভালো খবর। আমদানি বাড়া মানে, বিনিয়োগ বাড়া। আর বিনিয়োগ বাড়া মানে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। এর বিপরীতে শঙ্কার বিষয় হচ্ছে, আমদানির নামে দেখানো ব্যয় পাচারের উদ্দেশে বিদেশ চলে যাচ্ছে কি না। এ ছাড়া, আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা বাড়ছে। এতে এরই মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়েছে। আলোর সাথে আঁধারের এই সমান্তরাল যাত্রার মধ্যে সম্ভাবনার মধ্যে শঙ্কাও উঁকি দেয়। করোনার ধাক্কা সামলে সিনা টান করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তৈরী পোশাক খাত। আগের চেয়ে বেড়েছে ক্রয়াদেশ। বিশেষ করে গত বছরের এই সময়ের চেয়ে এই বছরের এই সময়ে রফতানি বেড়েছে ১০০ কোটি ডলার শতাংশের হিসাবে যা ৪১ দশমিক ৬৬।

মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতির বিপর্যস্ত সময়ে বাংলাদেশ জাতীয় প্রবৃদ্ধির (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন

DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S

DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

SHARIF TAX SERVICE

IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER

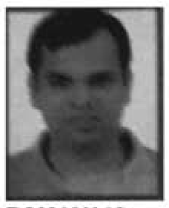

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

১৫ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হলেন জ্যাক রিকো

(৩ পাতার পর)

কলেজে ভর্তির জন্য একটি পরীক্ষা দিয়েছিলেন, পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ নম্বর। এ কারণে তিনি কলেজ পর্যায়ের কোর্সে ভর্তি হন। দুই বছরের মধ্যে তিনি আরও চারটি ডিগ্রি কোর্স করেন। তখন পর্যন্ত তার স্নাতকও শেষ হয়নি। ১৪ বছর বয়সে তিনি নেভাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু করেন এবং ১৪ ডিসেম্বর ১৫ বছর বয়সে স্নাতক হন। এক সাক্ষাৎকারে রিকো বলেন, আমি সত্যিকার অর্থেই ক্লাসগুলো করতে পছন্দ করতাম। আমার ক্লাসগুলো ছিল ইতিহাস ও ফিল্ম নিয়ে। প্রতিটি ক্লাসেই আমি শিখেছি নতুন নতুন জিনিস।

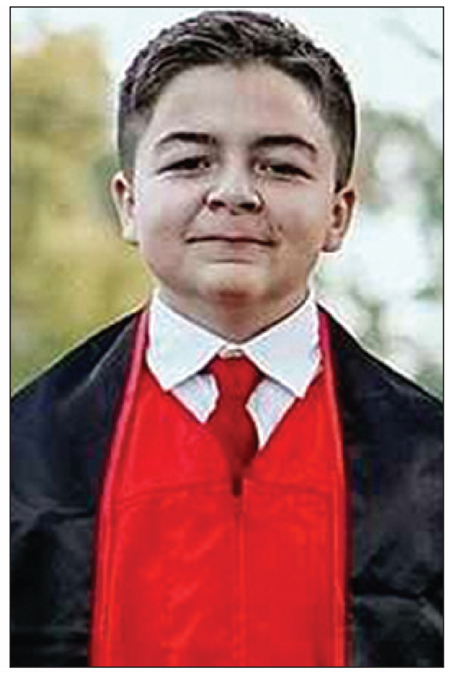

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে কামরুল হাসানের প্রশ্নঃ

আজ আমি একটি বিশেষ প্রয়োজনে আপনার এ বিভাগের একটি প্রশ্ন উত্থাপন করছি। গত ২/৩ মাস আগে এই বিভাগে একটি খবর পড়েছিলাম। ইমি-গ্রশন বিষয়ক সেই খরবটি সম্পর্কে আমি আবার জানতে চাচ্ছি।

বিষয়টি হচ্ছে, বায়োমেট্রিক্স সাক্ষাতকারের পুনর্নির্ধারণের জন্য নতুন প্রক্রিয়া। এই বিষয়ে আপনার পুনরায় লেখা আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করবে।

কামরুল হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ আপনার জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে এ সপ্তাহে বায়োমেট্রিক্স সাক্ষাতকারের পুনর্নির্ধারণের নতুন প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হোল।

অধিকাংশ আবেদনের ক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস বায়োমেটিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট চাই। উল্লেখ্য যে, আপনার সাক্ষাতকারের তারিখ রক্ষা করা এ কারণে জরুরী যে বায়োমেট্রিক/ ফিঙ্গারপ্রিন্টস দিতে ব্যর্থ হলে, আপনার আবেদন বিলম্বিত বা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। আপনি যদি মেইন এর মাধ্যমে ইউএসসিআইএস -এ আবেদন করেন, তবে ইউএসসিআইএস মার্কিন পোস্টাল সার্ভিস এর মাধ্যমে আপনার সাক্ষাতকারের নোটিশ জানিয়ে দেবে।

আপনি যদি ইলেকট্রিক্যাল ই-মেইন ইউএসসিআইএস-ও অন্তরূপভাবে অনলাইন সিস্টেমে সাক্ষাতকারের নোটিশ জানাবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বায়োট্রিক খুবই জরুরী, কেননা বায়োট্রিক্স ছাড়া ইউএসসি-সআইএস কোন আবেদন অনুমোদন করবে না। ইমিগ্রেশন যদি আবেদন প্রত্যাখ্যাত করে তবে অবশ্যই নতুন করে ফিস দিয়ে পুনরায় আবেদন করতে হবে। তাই প্রথমত বায়োমেট্রিক নির্ধারিত তারিখ এবং সময় রক্ষা করা উচিত। যদি সম্ভব না হয় তবে অবশ্যই আবেদনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।

কীভাবে সাক্ষাতকারের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা যাবে?

সাক্ষাতকারের তারিখ পুনঃ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ইউএসসি-সআইএস সেন্টারে কল করতে হবে হবে নির্ধারত সময় এবং তারিখের পূর্বেই। ফোন নম্বর ৮০০-৩৭৫-৫২৮৩। তারিখ পুনঃ নির্ধারণের জন্য অবশ্যই ভাল কারণ দেখাতে হবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউএসসিআইএস বর্তমানে মেইলের মাধ্যমে তারিখ পুনঃনির্ধারণ আবেদন গ্রহণ করছে না। অবস্থা বিচেনা করে ইউএসসিআইএস- তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে সময় পার হয়ে যাওয়ার পর কোন আবদন পেলে। তবে সম্ভব হলে এরকম পরিস্থিতি বাস্তবে যাওয়ার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

কীভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করা যায়?

সম্প্রতি আমরা একজন কেসের কথা জেনেছি যে, তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এ কারণে যে, ইমিগ্রেশনের পাঠানো চিঠির তারা জবাব দেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টরা চিঠি পান না, তাদের ঠিকানা পরিবর্তন করার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ইউএসসিআইএসকে চিঠি দিয়ে জানায় বা স্থানীয় পোস্ট অফিসে ঠিকানা পরিবর্তনের ফর্ম পূরণ করে দেয়। ইউএসসিআইএস এর পরামর্শ হচ্ছে ঠিকানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নতুন ঠিকানা জানিয়ে দেয়া। এই কাজটি করতে হবে সঠিকভাবে। মনে রাখা দরকার যে, মার্কিন পোস্টাল সার্ভিসে ঠিকানা।

ঠিকানা পরিবর্তন করা মানেই অটোমেটিক্যাল ইউএসসি-সআইএস-এ ঠিকানা পরিবর্তন

করা যাবে না। পোস্টাল সার্ভিস লিজ থেকে আপনার ঠিকানা। পরিবর্তনের কথা ইউএসসি-সআইএ কে জানাবে না। এছাড়া পোস্টাল সার্ভিস নতুন ঠিকানায় আপনার চিঠি পাঠাবেনা। ইউএসসিআইএস-এ পরামর্শ হচ্ছে আপনার বর্তমান ঠিকানা ইউএসসি-সআইএস এবং ইউএসপিএস উভয়কে জানিয়ে দেয়া।

ঠিকানা পরিবর্তনের যথার্থ পন্থা কী?

সাবধানরত দুই ভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করা যায়।

ফর্ম অন লাইনে ফাইল করলে আপনার বর্তমান ইউএসসি-সআইএস-এর অন লাইন একাউন্টের মাধ্যমে অথবা ফর্ম এ আর-১১, এ্যালিয়নের ঠিকানা পরিবর্তনের কার্ড, লনলাইনে ঠিকানা পরিবর্তনের পেজ ফাইল করার মাধমে। এধারা-১১ ফর্ম অন লাইনে পূরণ করলে ঝুলে থাকা সব আবেদন হাল নাগাদ হয়ে যাবে। এধারা-১১ ফর্ম মেইলে পাঠাতে হবে না।

নোটঃ আপনি যদি এটর্নীর মাধ্যমে আবেদন করেন তবে অবিলম্বে তার অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনার হয়ে আপনার এটর্নী তখন ইউএসসিআইএস-এ ঠিকানা পরিবর্তন করে দেবেন। তবে এটাও জরুরী যে, আপনার সর্বশেষ যোগাযোগের তথ্য এটর্নীর জানা থাকতে হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউএসসি-সআইএস- আপনার এটর্নীর সঙ্গে প্রয়োজনে যোগাযোগ করবে। ইমিগ্রেশনের কিছু কিছু তথ্য জানা খুব জরুরী এবং যার উত্তর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেয়া আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অথবা তথ্য দিতে ব্যর্থ হলে ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন বন্ধ করে দিতে পারে বা প্রত্যাখান করতে পারে। মনে রাখতে হবে যে আপনার আবেদন একবার বন্ধ বা প্রত্যাখ্যাত হলে শুধু আপনি ফিস হারাবেন না, সময় এ ব ং অগ্রাধিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে প্রয়োজনবোধে একজন ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে আলোচনা করতে পারেন। যিনি আপনার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে আপনার সাহায্যে আসতে পারেন এবং আপনাকে নানাভাবে ইমিগ্রেশন বিষয়ে সচেতন করতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ভোট সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার

মো: হারুন-অর-রশিদ

ফরাসি দার্শনিক চার্লস লুই দ্য মন্টেস্কু রচিত 'দ্য স্পিরিট অব লজ' বইয়ে বলেছেন, "প্রজাতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র যেকোনো ক্ষেত্রের ভোটেই, দেশের প্রশাসক হও অথবা প্রশাসনের অধীনে থাকো- এই দু'টি অবস্থার মধ্যেই পর্যায়ক্রমে ভোটারদের থাকতে হয়। নিজেদের দেশে কোন সরকার আসবে তা বাছাই করার 'মালিক'বা 'মাস্টার' হিসেবে কাজ করে ভোটাররাই, ভোট দিয়ে একটি সার্বভৌম (অথবা শাসক) ব্যবস্থাকে চালু রাখে জনসাধারণই।" হয়তো এ কারণেই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, 'বুলেটের চেয়ে ব্যালট বেশি শক্তিশালী।'

গেটিসবার্গ বক্তৃতায় লিংকন গণতান্ত্রিক সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সরকার হচ্ছে জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য।' দুর্ভাগ্যবশত সরকার নির্বাচনে আজকের বাংলাদেশে আব্রাহাম লিংকনের এ উক্তিটি অকার্যকর। কারণ ২০১৪ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচনব্যবস্থাকে নিজেদের ইচ্ছাশক্তির কাছে জিম্মি করে ফেলেছে। জনগণের ভোটের মূল্য নেই। সরকার যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করতে পারে। জনগণের ভোট দেয়ার প্রয়োজন হয় না, সরকারি দলের লোকজনই ইচ্ছে মতো ভোট দিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে পারে। অনেক সময় মোট ভোটারের চেয়েও বেশি ভোটে প্রার্থীকে 'বিজয়ী' হতে দেখা যায়। গণতন্ত্রের এই জোয়ার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সব নির্বাচনেই দেখা যাচ্ছে। গণতন্ত্রের এ কী বেহাল দশা!

অথচ বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবির মতে, 'নির্বাচকমণ্ডলী হলো প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি।' তিনি আরো বলেছেন, 'গণতন্ত্রে ভোটাধিকার একটি অতি মূল্যবান অধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বটে।' নাগরিকের এই অধিকারকে 'মৌলিক' অধিকার হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২(১) অনুচ্ছেদেও উল্লেখ আছে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আজ মানুষ শুধু ভোটাধিকার বঞ্চিত নয়; মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। 'বাংলাদেশ' পৃথিবীর একমাত্র সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে সংসদে কোনো কার্যকর বিরোধী দল নেই। সরকারি দলের নির্বাচিত হওয়া নিয়েও আছে ব্যাপক নেতিবাচক প্রশ্ন। আন্তর্জাতিক মহলের কাছেও এ ধরনের নির্বাচনব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। দিনের ভোট রাতে হয়। একদল সন্ত্রাসী কায়দায় মানুষকে ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। হুমকি ধমকি দিয়ে কোনো বিশেষ মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করায় গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে।

গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। নির্বাচন নিয়ে মানুষের কোনো উত্তেজনা-উদ্দীপনা নেই। সংবিধানের আলোকে নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কিন্তু তাদের স্বাধীন অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে তারা সরকারের একান্ত বশংবদে পরিণত হয়েছে। সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে তারা নির্বাচন ব্যবস্থাকে জাদুঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার চরম বিপরীত কর্ম। আবার তাদের মুখ থেকে সব সময় শোনা যায়, তারা নাকি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি! অথচ তাদের এই বৈপরীত্যমূলক কর্ম ও কথা স্বাধীনতাযুদ্ধে বিসর্জিত অগণিত শহীদের রক্ত, মা-বোনের ইজ্জত, সম্ভ্রমের সাথে উপহাস ছাড়া আর কী হতে পারে?

অধিকাংশ রাজনৈতিক দল স্থানীয় নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় বলা চলে, একদলীয় প্রার্থীদের দ্বারা স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও নির্বাচন করছেন। যেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সরকারদলীয় প্রার্থীদের হুমকি-ধমকিকে মোকাবেলা করে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিতে পারছেন এবং ভোটকেন্দ্র পাহারা দিতে পারছেন সেখানেই সরকারদলীয় প্রার্থীদের ব্যাপক ভোটে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হচ্ছেন।

বর্তমান সময়ে অনুষ্ঠিত স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে নিজেরা নিজেরা নির্বাচন করলেও আওয়ামী লীগের কোন্দলে দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণ পর্যন্ত নির্বাচনী সহিংসতায় ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। নির্বাচনী সহিংসতায় এত লোক মারা গেলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটিকে 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি' বলেছেন। প্রশ্ন হলো ৩৭ জনের মৃত্যুর পর এটি ঝগড়াঝাটি হয় কিভাবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে তারা এ নির্বাচনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তার বক্তব্যে মনে হচ্ছে, মারামারি করে যে জিতে আসতে পারবে, সে আমার। আগামী নির্বাচনে তোমাকে আমার কাজে লাগবে।' অর্থাৎ সরকার এখানে তার প্রার্থীদের মধ্যে বাহু শক্তির পরীক্ষা নিচ্ছে। প্রকৃত ব্যাপারটা হচ্ছে এই সহিংসতা হচ্ছে ক্ষমতা দখলের সহিংসতা। এখানে যে নির্বাচিত হতে পারবে, সে তত বেশি লুটপাট করতে পারবে। নিজেদের লুটপাটের দখল দারিত্ব বজায় রাখার জন্য নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া বেশি প্রয়োজন।

নির্বাচনব্যবস্থার সার্বিক চিত্র দেখে মনে হচ্ছে, দেশে নির্বাচনীব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে বা অকার্যকর হয়ে পড়েছে এবং একতরফা নির্বাচনের অপসংস্কৃতি দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের একচেটিয়া নির্বাচন এবং দলের মনোনীত ও বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ায় স্থানীয় নির্বাচনগুলো তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ হবে বলে প্রত্যাশা থাকলেও ঘটে উল্টোটা। নির্বাচনে সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনা সম্পর্কে বিশ্লেষকরা বলছেন, এর মূল কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, নির্বাচন কমিশন ও ক্ষমতাসীন দল একতরফা নির্বাচনটিও শান্তিপূর্ণভাবে করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। ক্ষমতাসীন দল নিজ দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের যেমন নিবৃত করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তেমনি নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব পালন করতে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বছরের জানুয়ারি থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৪৬৯টি সহিংসতায় ৯২ জন নিহত এবং ছয় হাজার ৪৮ জন আহত হয়েছে। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনার দায় কে নেবে? নির্বাচন কমিশন, নাকি সরকার?

এখনকার নির্বাচন সাধারণ মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক ও পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা মনে করে, নির্বাচন মানেই ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর নিশ্চিত বিজয়। তার পরও নির্বাচনী সজ্ঘাতের খেসারত তাদের দিতে হচ্ছে। সাধারণ ভোটাররা মনে করেন, নির্বাচনকে দুর্বৃত্তদের অভয় ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। নির্বাচনে কোনো রাজনীতি নেই। এটি দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্ষমতাশালী হওয়ার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে। এর জন্য ক্ষমতাসীন সরকার ও নির্বাচন কমিশন সমানভাবে দায়ী। সরকার জোর জুলুম করে একটি একতরফা নির্বাচনের আয়োজন করছে। যেখানে জনগণেরও ভোটকেন্দ্রে যাওয়া লাগে না সেখানে নির্বাচন কমিশন বিবৃতি দিচ্ছে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে।

আগামী জাতীয় নির্বাচনের খুব বেশি দেরি নেই। একতরফা ও সজ্ঘাতপূর্ণ নির্বাচনের এই ধারাবাহিকতা যদি চলতে থাকে, তাহলে সে নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্বজনের কাছে আজ এটি প্রমাণিত সত্য যে, একটি মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশনের পক্ষে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়া সম্ভব নয়। কাজেই এখন থেকেই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও সঠিক ব্যক্তিদের দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে তারা যাতে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

আমি রাষ্ট্রের নাগরিক। ভোট আমার সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার। আমার ভোট আমি দেবো এবং আমার পছন্দসই প্রার্থীকেই দেবো। এটিই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সৌন্দর্য। কিন্তু এই অধিকার থেকে যখন রাষ্ট্রের নাগরিকদের বঞ্চিত করা হয় তখন সেই রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদের ভূত চেপে বসে। তাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র 'গণতন্ত্র'কে প্রস্ফুটিত করার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে বাধাহীন ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

মোদি নির্মূলের হুমকি দিয়ে হলেও জিততে চান

গৌতম দাস

প্রশাসনিকভাবে ‘হরিদ্বার’ যদিও একটি জেলা শহর মাত্র, কিন্তু এটি ভারতে হিন্দুদের এক গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। আগে হরিদ্বার ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশের অংশ। কিন্তু গত নভেম্বর ২০০০ সালে উত্তরপ্রদেশের সর্ব-উত্তর অংশকে প্রশাসনিকভাবে উত্তরাখন্ড নামে আলাদা আরেক রাজ্য বলে এর জন্মের ঘোষণা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তাই হরিদ্বার এখন নব-গঠিত উত্তরাখন্ড রাজ্যের ১৩ জেলার একটি। তবুও উত্তরাখন্ড ভারতের ছোট ছোট রাজ্যের কাতারেরই। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার ২৯৪ আসনের চেয়ে উত্তরাখন্ডে মাত্র ৭০ আসনের বিধানসভা, আবার কেন্দ্রের আসন নিয়ে যদি তুলনা করি তবে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ আসনের তুলনায় উত্তরাখন্ডের আসন মাত্র পাঁচটা। তবে এটি একটি জনসংখ্যাগত ধারণা পাওয়ার তুলনা মাত্র।

ওদিকে উত্তরপ্রদেশ মানে কুখ্যাত যোগী আদিত্যনাথ যার বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী; যিনি জনপ্রতিনিধির পরিচয়ের চেয়ে কট্টর ধর্মীয় জবরদস্তির এক শাসক হিসেবে বেশি নাম কামিয়েছেন। পুরানা সেই উত্তরপ্রদেশের এক জেলা হরিদ্বারের তীর্থক্ষেত্র হিসেবে নামের কারণ, এটি হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। ফলে দু’টি নদী যমুনা ও গঙ্গা নদীর প্রবাহের শুরু, হিমালয়ের গা-চুইয়ে আসা পানির উৎস এখান থেকেই। এই নদীর পানিতে স্নান, এর স্বর্গীয় প্রভাব ফেলা এই মিথ সেখানে প্রচলিত। এ কারণে এখানে গঙ্গাকে শুধু গঙ্গা না বলে আগে পবিত্র শব্দ বসিয়ে মানে ‘পবিত্র গঙ্গা’ লেখার রেওয়াজ; যদিও বর্তমানে সারা হরিদ্বারের মানুষের বসবাসের প্রধান সঙ্কটের নাম পানি। খাবার পানি বা চাষাবাদের পানি দু’টিরই সঙ্কট এখানে। নদী দূষিত, পানি প্রাপ্যতা কমে গিয়ে শহর এলাকাগুলোয় হাহাকার উঠেছে।

উত্তরাখন্ডের ভেতরেই হরিদ্বার থেকে মাত্র কুড়ি কিমির বাস-দূরত্বের মধ্যেই আবার আরেক তীর্থের শহর ঋষিকেশ। এ ছাড়া কুম্ভমেলাও এখানেই, যা ১২ বছর পরপর আয়োজন করা রীতি আর এ সময়ে গঙ্গাস্নানে পুণ্য মিলবে- এ বিশ্বাসে বা লোভে এবার সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর নিজের উদ্যোগে এ মেলার আয়োজন চালু রেখেছিলেন। আর তাতে করোনাভাইরাসের সেকেন্ড ওয়েভে ভারতের প্রশাসন ভেঙে পড়ার অন্যতম কারণ। না হাসপাতাল বা অক্সিজেন মিলেছে কিংবা মরার পর সৎকার- কোনোটাই কপালে জোটেনি বাসিন্দাদের। অমিত শাহ পর্যন্ত দল বেঁধে গায়ে গা লাগিয়ে কথিত পুণ্যস্নানের লোভ সামলাতে পারেননি। এমন পুণ্যস্নানের পরে সৎকারবিহীন মৃত্যু এ নিয়ে কিছু বলাও আসলে অস্বস্তিকর।

অর্থাৎ সাধারণভাবে ধর্মীয় ভিজিটর বা ট্যুরিস্টের শহর হরিদ্বার এবং কমবেশি সারা উত্তরাখন্ডই; যার পিছনের অর্থ হলো- বড়লোক ট্যুরিস্ট নয়, পুণ্য আদায়ের লোভে নিম্ন আয়ের যারা এরাই এখানকার প্রধান ভিজিটর। আর এ ফ্যাক্টরের কারণে উত্তরপ্রদেশের যেকোনো নতুন স্থাপনা, অবকাঠামো তা আর এই ঘিঞ্জি তীর্থস্থানগুলোতে নয়; বরং এদেরকে পাশ কাটিয়ে অন্য শহরে স্থাপিত হতে শুরু করেছিল। আর ততই এসব তীর্থস্থান পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের নাম নিয়েছে। আর একপর্যায়ে নবগঠিত উত্তরাখন্ড তেমনই ওসব পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর সমাহার। মানে পিছিয়ে পড়া শহরগুলোকে নিয়ে গঠিত নতুন রাজ্য। এবার সত্যটা বলি, এরই পরিণতি হলো, উত্তরাখন্ড তাই সাধু-সাধ্বীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শহর। স্বভাবতই তাই বিজেপি-আরএসএসের বহু নামি-বেনামি অঙ্গসংগঠনের সক্রিয় তৎপরতার প্রধান শহর এটি। আর এসব ধর্মীয় নেতার প্রধান কাজ রাজনীতিবিদ ও রাজ-নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে প্রকাশ্যে দায় দায়িত্বহীন হুঙ্কার তোলা।

দুই মাস আগে আমার লেখায় ত্রিপুরাকে দেখে বলেছিলাম, মোদি এখন সব হারানো মুসাফির পাবলিক রেটিং যার তলানিতে। সেসব কিছু নিয়ে আর আমাদের জল্পনা-কল্পনাও খুব জরুরি নয়। কারণ যেসব রাজ্যে মোদির ভরাডুবির সম্ভাবনা বলে বিজেপিওই মনে করে তা বোঝার সবচেয়ে সহজ ফর্মুলা হলো যেসব রাজ্যে মুসলমান কোপানোর হুমকি যত বেশি বুঝতে হবে, বিজেপি মনে করে তাদের অবস্থা ওখানে খুবই খারাপ। মোদির কাছে মুসলমান হত্যার উন্মাদনা তোলাটাই হিন্দু-ভোটারদের বিজেপি বাক্সে নিয়ে আসার শেষ ভরসা বা অবলম্বন। তাতে সরাসরি মুসলমান হত্যার উন্মাদনা আওড়ানো যতই কনস্টিটিউশন বা নির্বাচন কমিশনের আইন লঙ্ঘন হোক না কেন, মোদি-অমিত তাতে পিছপা নন!

> **১৯৪৫ সালের আগের আর পরের দুনিয়ার ফারাক এখানেই। দুনিয়াতে কোনো দু’টি জনগোষ্ঠী স্বার্থ-সজ্ঘাতে পড়লে অন্যকে ‘অপরজ্ঞান’ করে তাদের ‘গোষ্ঠীসহ নির্মূলের’ কথা, উগ্র ঘৃণা ছড়ানোর কথা আমরা শুনে থাকি। অপরকে কোনো একটা শব্দ দিয়ে ব্যঙ্গ বা তুচ্ছ করে কথা বলা যেমন পাকিস্তানিদের ‘পাকি’ বলা বা হিন্দুদের ‘মালাউন’ বলা ইত্যাদি, ভদ্র বা আইনি ভাষায় এটিকে বলে ‘এথনিক ক্লিনজিং’-এর উসকানি তোলা বা কথা বলা।**

এসব বিচারে হরিদ্বার- এ তীর্থের শহর মানে পুণ্যলোভীদের খেদমত ও আশ্বাস দেয়ার ভিত্তিতেই সর্বজ্ঞানী, ধর্মজ্ঞানী ভাবধরে মিথিক্যাল গল্প ছড়িয়ে যারা পেটের ভাত জোগাড় করে এমন পান্ডাদের শহর এটা। এই বিশেষ মানসিক স্থিতি ও পরিবেশটা কেমন তা বুঝানোর জন্য এই লেখার শুরু থেকেই প্রায় ৩০০ অক্ষর ব্যয় করলাম। এ ছাড়া নতুন বছর, এই ২০২২ সালে মোদির জন্য নির্ধারক উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখন্ড রাজের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারি-মার্চে।

অতএব বলাবাহুল্য মোদির বিজেপির কাছে হরিদ্বারের কথিত সাধু-সাধ্বীর (স্ত্রীলিঙ্গে সাধ্বী) কদর এখন তুঙ্গে। এদের ভাড়া করে নিয়ে হুঙ্কারের বক্তৃতা দেয়ানোর স্টাইলটা হলো, তারা সরাসরি মুসলমানদের মেরে ফেলবে, কেটে ফেলবে, পিষে ফেলবে- এথনিক ক্লিনজিং করে মুসলমান মুছে দেবে- এসব কথা বলবে তারা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। এদের দিয়ে বলানোতে মোদি আশা করেন, বিরোধীরা যেন আপত্তি না তুলে এই বলে যে, ওরা ‘ধর্মীয় লোক’ কত কিছুই না বলে অথবা এরা, আধুনিক রাষ্ট্র কনস্টিটিউশন না বুঝে বলেছে এই ভেবে বিরোধীরা এটি উপেক্ষা করুক। আবার বিরোধীরা এ নিয়ে আপত্তি তুলে বিজেপির নির্বাচনী ইচ্ছা- হিন্দুভোটের পোলারাইজেশনটা করে দিক, এটাই মোদি-বিজেপির প্রধান খায়েশ। আর সর্বোপরি পুলিশ যেন কোনো অভিযোগ না নেয় বা মামলাকে নিরুৎসাহিত করে এটাই অমিত শাহের এবারের ‘পবিত্র’ নির্বাচনী দায়িত্ব। এরই মধ্যে এক পুলিশ অফিসার সেসব জ্ঞান পাবলিককে বিতরণ করে দিয়েছে মিডিয়ায়। অথচ কাহিনী হলো, এবার ক্রিকেটে পাকিস্তানকে সমর্থন-উচ্ছ্বাস দেখানোতে এক ভারতীয় কাশ্মিরির বিরুদ্ধে ‘দেশদ্রোহিতা’র চার্জ এনেছে।

হরিদ্বারে ‘ধর্মসংসদের’ আয়োজন

এবারের ঘটনার শুরু যেভাবে, গত ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর হরিদ্বারে একটি ধর্মসংসদের আয়োজন করা হয় যার মূল আয়োজক ছিলেন এক বিতর্কিত ধর্মগুরু যতি নরসিংহানন্দ সরস্বতী। এদের নাম এমন বাহারিই হয়ে থাকে। “সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু রক্ষা সেনার প্রবোধানন্দ গিরি, বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী উদিতা ত্যাগী এবং বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়। ভাইরাল একটি ক্লিপে দেখা যায়, প্রবোধানন্দ গিরি বলছেন, ‘মিয়ানমারের মতো আমাদের পুলিশ, সেনা, রাজনীতিবিদ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সব মানুষকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। এবার ‘সাফাই অভিযান’ চালাতে হবে।” এই ভাষ্যটা আনন্দবাজারের। এখানে সাফাই মানে ‘ক্লিনজিং বা ‘নির্মূল’ করা বুঝতে হবে। ভারতের দেয়া বাংলাভাষী বয়ান থেকে সরাসরি তা বোঝার জন্য আনন্দবাজারের ভাষ্যটা এখানে এনেছি। তবে আম-পাঠকদের জন্য একটা সাবধান-বার্তা জানিয়ে রাখি। হরিদ্বারের ওসব ধর্মীয় নেতার সরাসরি সেসব বক্তৃতা ইউটিউবে পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, তা লোমহর্ষক, একটা মানুষ কী করে গোষ্ঠী-ধরে অপর মানুষদের খুন করার আহ্বান জানাতে পারে? কিন্তু সাবধান আমরাও ওই ভিডিও ব্যাপক প্রচার করে হিন্দুদের ‘অপর’ বলে তাদেরও খুনাখুনির উসকানি দিতে পারি না। সেটি আইনি চোখেও পালটা ‘অপরাধ’ হবে। তাদের মতোই দায়দায়িত্বহীন কাজ হবে। এমন প্রত্যেক ইউটিউব ভিডিওওর শুরুতে সে কথা স্পষ্ট বলা আছে; পাবেন। পড়ে নিতে পারেন। তারা অপরাধী মানুষ ও দায়দায়িত্বহীন হলে আমরা যারা ধর্ম-নির্বিশেষে এমন মুসলমান হত্যার ঘৃণা ছড়ানোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চাই, তারাও তাদের মতোই অপরাধী ও দায়দায়িত্বহীন হয়ে যেতে পারি না।

এই অপরাধের শাস্তি কী?

গত ১৯৪৫ সালের আগের আর পরের দুনিয়ার ফারাক এখানেই। দুনিয়াতে কোনো দু’টি জনগোষ্ঠী স্বার্থ-সজ্ঘাতে পড়লে অন্যকে ‘অপরজ্ঞান’ করে তাদের ‘গোষ্ঠীসহ নির্মূলের’ কথা, উগ্র ঘৃণা ছড়ানোর কথা আমরা শুনে থাকি। অপরকে কোনো একটা শব্দ দিয়ে ব্যঙ্গ বা তুচ্ছ করে কথা বলা যেমন পাকিস্তানিদের ‘পাকি’ বলা বা হিন্দুদের ‘মালাউন’ বলা ইত্যাদি, ভদ্র বা আইনি ভাষায় এটিকে বলে ‘এথনিক ক্লিনজিং’-এর উসকানি তোলা বা কথা বলা।

এটিই ছিল হিটলার গংয়ের প্রধান অপরাধ যিনি ঠিক এই কথিত সাধু-সাধ্বীদের মতো ‘এথনিক ক্লিনজিং’-এর উসকানি, কিল দেম- এই আহ্বানে প্রধানত ইহুদিদের আর সাথে অন্য যেকোনো বিরোধীদের হত্যা করেছিলেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দুনিয়াতে এই প্রথম আন্তর্জাতিক আদালত, জাতিসঙ্ঘ, মানবাধিকার সনদ ইত্যাদির জন্য সংগঠন গড়ে ওঠে এবং ‘এথনিক ক্লিনজিং’-এর অপরাধে ‘সর্বোচ্চ শাস্তির’ সুপারিশ করা হয়। সেকালের জার্মানির ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে হিটলারের বন্ধুদের বিচার হয়েছিল। পরে এর আরো ভুলত্রুটি সংশোধন করে ‘ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট অ্যাক্ট ২০০১’ গৃহীত হয়েছে। যেখানেও এই অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাগার। প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্রের কনস্টিটিউশনে একইভাবে এটি এমন অপরাধ বলে গণ্য করে রাখার কথা।

কিন্তু ভারতে এ নিয়ে এখনো আমরা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, কোনো সুয়োমোটো মানে নিজেই আমলে নিয়ে মামলার কোনো খবর নেই। আর নির্বাচন কমিশন? চলতি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যে উত্তরাখন্ড ও উত্তরপ্রদেশ দুই রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনা করতে আসা এই কমিশনের দায়িত্ব। তারাও মনে হচ্ছে, তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। মোদি সরকারের কথা আর কী বলব? প্রধান বেনিফিশিয়ারি হিসাবে বরং তার সরকারের বিরুদ্ধেই মামলা হওয়ার কথা। কিন্তু না, অমিত শাহ উল্টা নিশ্চিত করছেন কথিত সাধুদের যেন কেউ স্পর্শ না করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো, হরিদ্বারে এই ‘ঘৃণার সম্মেলন’ এখন কেন? কেন গত ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর হরিদ্বারে একটি ধর্মসংসদের আয়োজন! আমরা জানি না ঠিক কিসের প্রতিবাদে তাদের এই হুঙ্কার? কোথাও কি মুসলমানরা কোনো সাম্প্রতিক ঘটনায় বাধা দিয়েছিল? না, এমন কোনো রেফারেন্স কথিত সাধুরাও দেয়নি। অর্থাৎ এ থেকে পরিষ্কার, এর উদ্দেশ্য একটাই- দুই মাস পরে নির্বাচন। আর তাতে সব হিন্দুভোট যেন বিজেপি বাক্সে যায় এই অনুমানে যতটা ব্যাপকভাবে পারা যায় এক হিন্দু-জোশ তোলা। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ হুমকি গালাগালি দিয়ে হিন্দু-জোশ তোলার সমতুল্য কী কিছু হতে পারে?

আবার এদের এই কথিত ‘ধর্ম-সংসদ’ শব্দটাই দেখুন। সংসদ শব্দটা দোজাহান-বাচক কোনো শব্দ নয়। কারণ সংসদ মানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একত্রে শলা-পরামর্শের জন্য বসার নির্দিষ্ট স্থান। আর জনপ্রতিনিধি শব্দটা আমাদের এই বস্তুগত দুনিয়ার, কেবল এই জাহানের শব্দ। আমরা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচন করি না, আমাদের সম্পর্ক তা নয় বলেই সব ধর্মতত্ত্ব সেই সাক্ষ্য দেয়। কাজেই এই ধর্ম-সংসদ কী জিনিস? সোনার পাথরের বাটি- এরকম? যদি আবার ভুল শব্দে তারা ধর্মের ক্ষমতা বোঝাতে চেয়ে থাকেন তো এই অথরিটি তাদের কে দিয়েছে? দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রই তাদের এই অথরিটি দিতে পারে না।

তা হলে এরা কারা? এরা হলো ধর্মীয় গুন্ডা যাদের মোদির দল ভাড়া করেছেন এই আসন্ন নির্বাচনী মৌসুমে।

তবে এতই ঘৃণ্য অপরাধীদের সম্পর্কে খুবই সীমিত দুই একটা ভারতীয় মিডিয়া রিপোর্ট করেছে। টিভি-মাধ্যমের মধ্যে করেছে এনডিটিভি, টেক্সট রিপোর্ট ও সাক্ষাৎকারে সবচেয়ে বিস্তারিত ও ডিটেইল রিপোর্ট করেছে বরাবরের মতো ‘ওয়াইর’ (ডওজউ) এই ওয়েব পত্রিকাটা। এ ছাড়া সবার আগে রিপোর্ট করেছে কুয়িন্ট (ছটওঘঐ) দা প্রিন্ট করেছে এদের সবার থেকে নিয়ে, তা হলেও করেছে। অবশ্য মুখ বন্ধ করতেও তো অর্থ লাগে।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

এগিয়ে যাওয়ার পথে আলোর মাঝে যেন অন্ধকার

(৮ পাতার পর)

হার গড়ে ৬ শতাংশের বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রফতানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। পোশাক শিল্পের পাশাপাশি আবাসন, জাহাজ, ওষুধ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্যশিল্পেও ইতিবাচক ধারা বাংলাদেশে। আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে অভূতপূর্ব সুনাম কুড়িয়েছে। কিন্তু এসব সুনামকে বরবাদ করে দিচ্ছে নানা উপসর্গ-অনুষঙ্গ; যা প্রাসঙ্গিকই নয়, আলোচনায়ই আসার কথা নয়- তাই হয়ে যাচ্ছে বার্নিং ইস্যু। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার মানবিকতার চেয়ে বড় খবর হিসেবে সামনে আসছে রোহিঙ্গাদের খুন-খারাবি, চাঁদাবাজির খবর। ‘আরসা’সহ নানা গ্রুপ-উপগ্রুপ মোকাবেলার দায় বর্তাচ্ছে সরকারের ওপর। সেখানে ব্যর্থতা বৈ সাফল্যের ভাগ মিলছে না। আলোকে ধেয়ে নিচ্ছে অন্ধকারের দিকে। যেখানে মহামারীর মধ্যেও থেমে নেই মেগা প্রকল্পগুলোর কাজ; সেখানে আলোচনায় চলে আসছে একেকটি প্রকল্পে দুর্নীতি-লুটপাটের চাঞ্চল্যকর খবরের সিরিয়াল।

এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা জিএফআইয়ের এক রিপোর্ট বলছে, অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে টাকা পাচারের হার আরো বেড়েছে। গত ছয় বছরে দেশের চার লাখ ৩৬ হাজার কোটি টাকা (৪,৯৬৫ কোটি ডলার) বিদেশে পাচার হয়েছে। এ হিসাবে গড়ে প্রতি বছর পাচার হচ্ছে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০১৫ সালেই পাচার হয়েছে এক লাখ কোটি টাকার বেশি। প্রতি বছর গড়ে পাচার হয়েছে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। টাকা পাচারে বিশ্বের শীর্ষ ৩০ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম।

ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) কাজ হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবৈধ আর্থিক প্রবাহ বা মুদ্রাপাচার নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা। একই সাথে তারা সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকার নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অর্থপাচার রোধে বিভিন্ন রকম পরামর্শ ও নীতিগত সহায়তা দিয়ে থাকে।

এরই অংশ হিসেবে প্রতি বছর তারা এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। মূলত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পার্থক্য থেকে এ রিপোর্ট করে জিএফআই। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ যেসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করে, যুক্তরাষ্ট্র আবার ওই সব পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি দেখায়। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকারি তথ্যে দেখা গেল, তারা যুক্তরাষ্ট্রে তিন বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি করেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যে দেখা গেল, তারা বাংলাদেশ থেকে চার বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। এর মানে হলো- বাংলাদেশ এক বিলিয়ন ডলারের রফতানির তথ্য গোপন করেছে। ওই অর্থ পাচার হিসেবে ধরা হয়। জিএ-ফআই বলছে, বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে বছরে গড়ে ৮২৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার এভাবে বেরিয়ে যায়, যা মোট বাণিজ্যের ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

এ দিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো শিল্প বা প্রতিষ্ঠানই ভালো অবস্থায় নেই। ব্যতিক্রম বাদে সবই চলছে লোকসানে। এ জন্য প্রতি বছর সরকারকে বিপুল অঙ্কের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। জনগণের ট্যাক্সের টাকার এই অপচয় চলছে বছরকে বছর। অথচ এ অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে যেন কিছু মানুষের সুবিধা দেয়ার জন্যই। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বলা হয়েছে, পিপিপি ভিত্তিতে ১৩টি টেক্সটাইল ও কটনমিল চালুর যে সিদ্ধান্ত হয়েছে শেষ পর্যন্ত সেগুলো চালু করা সম্ভব হবে কি না, সেটি অজানা। তাই পিপিপিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা মোটেই আশাপ্রদ নয়। এখানে নানা উপসর্গ ও প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। পিপিপিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান বাধা দুর্নীতি। এ ছাড়া অস্বাভাবিক ব্যয়, সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া, অসম্পূর্ণ সম্ভাব্যতা যাচাই, সরকারের নজরদারির অভাব এবং সক্ষমতার ঘাটতি থাকায় পিপিপিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের মুখে। পিপিপিসংক্রান্ত ওই সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে যত অবকাঠামোসংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রয়োজন সরকারের একার পক্ষে তা করা সম্ভব না হওয়ায় পিপিপিভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে- রেল, টেলিকম, বিদ্যুৎসহ নানা খাতে ৪৭টি প্রকল্প। এসব প্রকল্প ঠিকমতো যাচাই-বাছাই করে, সম্ভাব্যতা নিরীক্ষণ করে নেয়া হয়েছে কি না সে প্রশ্নের পাশাপাশি প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অর্থের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এতে বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে, ব্যয়ও বাড়ছে। বর্তমানে ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এ খাত থেকে পর্যাপ্ত অর্থসংস্থানের আশা কম। এ অবস্থায় প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন বড় রকমের ঝুঁকিতে পড়েছে। এ রকম একের পর এক বজ্রাঘাতের মতো এসব ঘটনা মোকাবেলায় টেনে আনতে ছিঁড়ে যাওয়া অবস্থায় পড়ছে সরকার। এগিয়ে যাওয়ার পথে আলোর মাঝে যেন অন্ধকার।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Jamaica Office
87-54 168th Street, 2nd Fl
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে (জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্দ্ব * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্বতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার
যে কোন স্টেটে ডাকযোগে
ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS	
Saturday	11:30 PM - 8PM
Sunday	11:30 PM - 8PM
Monday	11:30 PM - 8PM
Tuesday	11:30 PM - 8PM
Wednesday	11:30 PM - 8PM
Thursday	11:30 PM - 8PM
Friday	CLOSED

পার্কচেস্টারে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

যোগ্য নেতৃত্বের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ

সালাহউদ্দিন বাবর

গণতান্ত্রিক দেশে সুস্থ রাজনীতি, আইনানুগভাবে গঠিত রাজনৈতিক দল, নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক শক্তি, মানবাধিকারকর্মী- সবাই তাদের আচরণ ও কার্যক্রম শুদ্ধতার আলোকে উত্তীর্ণ হওয়া, সময়ের দাবি। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করার পর উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, গোষ্ঠী সবার স্কন্ধে এখন দায়িত্ব কর্তব্য অর্পিত হয়েছে যে, এখন ইতিবাচক, সময়োপযোগী এবং পরিপক্ব ভূমিকা পালন করতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজে বহু মত পথের মানুষ নানা আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে চলে। এমন বিচিত্র বৈশিষ্ট্যেপূর্ণ সমাজ, এমন অবস্থা বিরাজ করাই স্বাভাবিক। তাকে নেতিবাচক ব্যাপার হিসেবে ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং গণতান্ত্রিক সমাজের সৌন্দর্য যেমন এক বাগানে রঙ-বেরঙের ফলের সমারোহ। তাকে পরিচর্যা করবে যাতে রঙ ও জাতি; ফলগাছ বেঁচে থাকতে পারে। সমাজের বৈচিত্র্য ও বিকশিত হওয়া, পূর্ণতা দানের জন্য সবাই ধৈর্যসহ্যের অধিকারী হওয়া বা সবাইকে 'অ্যাকোমোডেটিভ' হতে হবে। সবাইকে নিয়ে চলার চেতনাকে লালন করা নিয়ে কারোই পেছনে পড়ে থাকাটা চলবে না। পৃথিবীতে যেসব দেশে গণতন্ত্রের শুদ্ধ চর্চা হয়, সেখানকার নাগরিকরা এই দীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সমাজে শান্তিশৃঙ্খলার মধ্যে বসবাস করে। আমাদের সমাজ এখনো সেই বোধে উজ্জীবিত নয়। তাই এখানে বিভেদ কূট তর্কের 'ভাইরাস'-এর অস্তিত্ব জীবন্ত রয়েছে। এসব ভাইরাসকে জীবিত রাখা যাবে না। সবাইকে এর প্রতিষেধক হিসাবে মনমস্তিষ্কে ঐক্যের চেতনাকে গুঁজে দিতে হবে এবং রাজনীতিতেও এই শৈলী প্রোথিত করে দিতে হবে।

আমরা কাজকে জীবন একান্ত সহযোগী করতে পারিনি। যতটুকু করি তাও অপরের ঘরে দীপ জ্বালানোর চিন্তায় থাকি। অন্যের উদ্যোগ উদ্দীপনায় নিজেকে শরিক করার স্বপ্নই দেখি। অন্যের চরকা ঘুরিয়ে ধন্য হতে চাই। এ ক্ষেত্রে দক্ষতা একাগ্রতা আর নিবেদিত হওয়ার ব্যাপারেও আমরা মনোযোগী নই। সে জন্য দেশের বেশির ভাগ মানুষ 'করিৎকর্মা' বলে বিবেচিত হতে পারেনি। তা ছাড়া অলসতা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে। ব্যক্তির নিজে উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন নেই, সেই সাথে মেধা অধ্যবসায়, উদ্ভাবনী শক্তি আমাদের কম। যেখানে পড়ে আছি সেটিই নিয়তি বলে স্থবির হয়ে থাকাই আমাদের স্বভাব। যারা নিজেদের ভাগ্য বদলে ব্রতী নয়, স্রষ্টাও তাকে সাহায্য করেন না। তা ছাড়া পশ্চিমের মতো উচ্চমূল্যে শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ তো এ দেশে নেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন ধারণা নেই যে, স্বীয় উদ্যোগে স্বয়ম্ভর হতে হবে। যাই হোক আমাদের দেশের যে পরিবেশ পরিস্থিতি তাতে স্বীয় উদ্যোগে কিছু করা সহজ নয়। বিশেষ করে অর্থের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নিজের কাছ থেকে অর্থ জোগান দেয়া কঠিন। আর অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নানা ঘোরপ্যাঁচও অর্থ পাওয়ার জন্য কঠিন। তার পরও ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'ইফ দেয়ার ইজ অ্যা উইল, দেয়ার ইজ অ্যা ওয়ে'। প্রবল ইচ্ছা আর চেষ্টা মানুষকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। অতীতে আমাদের যত ব্যর্থতা সেটা অক্ষমতাজনিত কারণেই। গত ৫০ বছরে দেশ যে প্রগতির সড়কে উঠে যাওয়ার কথা ছিল, সে লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারা, উপরোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতিগুলোই তার কারণ। নির্জীব হয়ে থাকা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র শত দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। অতীতে আমাদের সব ভ্রষ্টতার গ্লানি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পিছনের কথা ভেবে কালক্ষেপণ নয়, ঘুরে দাঁড়াতে হবে। নতুন দিনের প্রত্যাশা আর প্রত্যয় নিয়ে ঝাণ্ডা হাতে সারিবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে হবে। মত পথের ভিন্নতা থাকলেও যতদূর পর্যন্ত একসাথে চলা যায় সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকা যাবে না। ঐক্যটাই শক্তি, বিভেদ দুর্বল করে তোলে। যে সারিবদ্ধ কাতারের কথা বলছি, তার সম্মুখে থাকতে হবে রাজনৈতিক সামাজিক সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলোকে। তাদের সবার দৃষ্টি প্রসারিত হবে দিগন্তরেখা বরাবর, সম্মিলিত উদ্যোগে নির্মাণ করতে হবে সাফল্যের মিনার। রাজনীতি ও অন্য ক্ষেত্রে শত ভিন্নতা থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন পথে সবাই তো পৌঁছাতে চায় একই লক্ষ্যে আর সেটা রাষ্ট্রে ভালাই। এজন্য কাউকে অবজ্ঞা অবহেলা অমিত্র ভেবে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে ভয়ানক ভুল। প্রতিটি ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সবাই যদি দেশ স্বার্থকে সবার উপরে স্থান করে দেয় সব মত পথে সমন্বয় ঘটাতে পারা যায়; তবে সম্মুখের বদ্ধ লৌহ কপাট পর্যন্ত উন্মুক্ত হবে। প্রতিটি মানুষকেই সে জন্য সম্মান মর্যাদা দিতে হবে। তাহলে সবার জন্য স্বস্তি কল্যাণের দিগন্তরেখা স্পর্শ করা সম্ভব হবে। সবাইকে ঘুমিয়ে নয়, জেগে থেকে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে হবে। ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখা হয়, তা প্রত্যুষে মরীচিকার মতো মিলিয়ে যায়। আর সেটা আলো নয়, আলেয়া।

জেগে স্বপ্ন দেখলে তা ঘুমাতে দেয় না। সে স্বপ্ন সফল করার জন্য মানুষ পাগলপারা হয়ে যায়। মানুষের সম্মান মর্যাদা আর শান্তি স্বস্তি কোথায় লুকিয়ে আছে; তাকে বের করার পথ যত কণ্টকাকীর্ণ হোক, সে পথে এগিয়ে যেতে পদযুগল যত ক্ষতবিক্ষতই হোক তার সন্ধান সে করবেই। সেই অনুসন্ধানীর দলে যারা সাথী হবেন তাদের সেই পথ কষ্টের কথা ভাবলে চলবে না। আত্মসুখের সব কিছু তাকে ভুলতে হবে। যে দিন সেই লুক্কায়িত সুখের সন্ধান মিলবে সে দিন সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবে। ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠবে। সেই ঝাণ্ডাবরদারে লুক্কায়িত সুখের পথ অনুসন্ধান করার সড়কে তার কারাভান যখন এগিয়ে যাবে, তখন তাকে ভুল পথে নেয়ার হাজারো লোভ লালসা আসবে অগণিত বহুরূপী বন্ধু তার 'কারাভান'-এর শরিক হতে চাইবে, ছুটে আসবে শত চাটুকার। সে এক মহা পরীক্ষা। 'সোনারু' যেমন স্বর্ণ থেকে খাদ বের করে ফেলে, রৌপ্যমুদ্রা বাজিয়ে দেখতে হয়; তা খাঁটি না, ভেজালে ভরা; সব ঝিনুকে মুক্তা থাকে না, এটা স্মরণে রাখতে হবে। নেতৃত্বের মোহ এবং তার আকাক্সক্ষা বহুজনেরই আছে, যারা কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অভিলাষী এবং তা পেতে চায়, তারা 'ঋষি' নয় যে, সব লোভকে জয় করতে পারবে। তারা আসলে কর্তৃত্ব করার জন্য লালায়িত হয় আত্ম সুখ আর প্রাপ্তির আশায়। মানুষের দুঃখ বেদনায় কাতর হয়ে তাদের সেবায় নিবেদিত হতে চায়। কোনোকালেই কারো মনই এতটা সফেদ হয় না। এমন মানুষ বিশ্বে ক্ষণজন্মা। কথিত আছে মহাবীর আলেকজান্ডার মৃত্যুর শয়ানে সহযোগীদের বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর শবযাত্রায় আমার হাত দুটো কফিনের বাইরে রেখে দিবে যাতে জগত দেখতে পায়, বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার শূন্য হাতে পৃথিবী ত্যাগ করছে। সেটা ছিল তার সততার শক্তি, এমন দৃশ্য মানুষকে বিস্মিত করে। আর আমাদের ক্ষেত্রে এমনটা কল্পনার অতীত। আমাদের সমাজের বাস্তবতা হচ্ছে, এমন এন্তার অভিযোগ আছে- রাষ্ট্রব্যবস্থায় আত্মগোপন করে আছে হাজারো সর্বভুক। যখনই সুযোগ পায় দেশের-দশের সম্পদে খাবলা মারে। প্রজাতন্ত্রের এমন এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীও আছে যারা সেই সর্বভুকদের কাছ থেকে পায় সেলামির বিনিময়ে। সেই সব ব্যক্তির ব্যাপারে তারা আকাশের মতো প্রশস্ত ও উদার। এমন হৃদয় নিয়ে সেই সর্বভুকদের সহযোগিতায় যেন একপায়ে দণ্ডায়মান। তাই, শুনি দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে। সুইস ব্যাংকে অসংখ্য বাংলাদেশীর বিপুল অর্থ জমা আছে এবং জমা হচ্ছেও। সে জন্যই শুনতে পাই, দেশের অগণিত মানুষ হতদরিদ্র হচ্ছে; দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ বিলীন হওয়ার পথে। এমন রক্ত শোষকদের বিরুদ্ধে কোনো আপস নেই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুষ্ঠু রাজনীতির কথা বলে বক্ষ্যমান এই নিবন্ধের সূচনা করা হয়েছে। এমন রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্যতা নিয়ে কোনো বিতর্ক দ্বিমত থাকার কথা থাকতে পারে না। তবে জানতে চাওয়া যেতে পারে সুষ্ঠু রাজনীতির স্বরূপ ও এর সুফলটা কী? সহজ জবাব এই যে, সে রাজনীতি মুখ্য বিষয় দেশের সব মানুষের চাওয়া আর প্রয়োজনের নিরিখে অবিরাম অবিরত রাষ্ট্রযন্ত্র সে পথে নেয়ার চেষ্টা করা; উপরে যে সর্বভুকের কথা বলা হয়েছে তাদের পেটে খাদ্য রাখার থলিটা অস্ত্রোপচার করে ছোট করে দেয়ার ব্যবস্থা করা। তাদের দীর্ঘ হাত দুটো খাটো করে দেয়া রাষ্ট্রে সহায় সম্পদ যে পথ দিয়ে বের হয়ে যায়। সে পথের যত ছিদ্র আর ফুটো রয়েছে সেগুলো এমনভাবে সিল করতে হবে, যাতে সেই ছিদ্রপথ দিয়ে কিছু চুঁইয়ে যেতেও না পারে। দেশের সব মানুষসহ বিশেষভাবে যারা রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করে সব রকম যোগ্যতা আমানতদারিতার গুরুত্ব দেয়া এবং ভালো তদারকি চাই।

আজ বিশ্বে যে যুদ্ধ তা শুধু অস্ত্রের ভাণ্ডারের মজুদ বাড়ানোর পাশাপাশি বিজ্ঞান প্রযুক্তির মেধা বুদ্ধি কূটনীতিকে শাণিত আর তীক্ষ্ণ করা। সেখানে গুরুত্ব দিতে হবে যাতে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে না হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির সীমাবদ্ধতার কথা বলেছি, এই বোধ যারা সঠিক বলে মত পোষণ করে, জীবনে তাই চর্চা করে। এমন ব্যক্তির দম্ভ অহংবোধজনিত সব কর্মকাণ্ডে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকেই যাবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে এমন সব অহংকারীকে রুখতে, তাদের হাতে ক্ষমতা কর্তৃত্ব যাওয়া অর্থ, সমূহ বিপদকে আমন্ত্রণ জানানো। তাই এসব ব্যক্তিকে ছেঁটে ফেলার পথ হচ্ছে যাচাই-বাছাইয়ে পথ অবারিত করা। মনে রাখতে হবে এই যাচাই বাছাই কাজটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়। তা সেসব মানুষের হাতে সোপর্দ করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে তো তারাই দেশের মালিক। আর বাছাইয়ের কাজটি স্ফটিকের প্রশ্নহীন নির্বাচনকেই বোঝাচ্ছি। যা আজ কণ্টকাকীর্ণ করে তোলা হচ্ছে। প্রশ্নহীন ও স্বচ্ছ হবে, বাছাই করা বলতে এসব জঞ্জাল পরিষ্কার করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি গোষ্ঠীর কব্জা থেকে দেশকে শুদ্ধতার পথে নিয়ে যেতে হবে। গত ৫০ বছরে এমন ব্যক্তিদের হাতেই অধিকাংশ সময় দেশের কর্তৃত্ব করার ভার ছিল এবং রয়েছে। ফলে সমাজ বৈষম্য, অব্যবস্থা আর অসহিষ্ণুতায় ভরে গেছে। কোনো ফোরাম নেই যেখানে আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক, বিতর্কের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জমাট বাধা যত আবর্জনা দূর করা যায়।

চলমান বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে অগ্রসর মানুষ সম্যক অবহিত। বিশ্বের এগিয়ে থাকা দেশগুলো যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করে তাদের নাগরিকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তথা যে জীবন মানের অধিকারী করেছে, তাদের ক্ষোভ বেদনা তেমন নেই বললেই চলে। তা ছাড়া বিদ্যা জ্ঞান সব সুযোগ অবারিত; বৈষম্যের কোনো অবকাশ নেই। উপরে ওঠার অর্থাৎ নিজেকে যোগ্যতর করার যে মইটা দরকার সেটি তাদের পদযুগলের খুবই সন্নিকটে থাকে। এ জন্য তাদের কোনো অনুশোচনা নেই যে, সে রাষ্ট্রের থেকে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়েছে।

আমাদের দেশের মানুষও তেমন জীবন রচনার স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্ন পূরণের জন্য রাষ্ট্রে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তা বৃদ্ধি করা কঠিন নয়, উদ্যমী মানুষের অভিধানে অসম্ভব শব্দটি নেই। আমরা উপরে বলে এসেছি দেশে বিপুল অর্থ এধার ওধার দিয়ে লোপাট হয়ে যাচ্ছে, তাকে আটকানোর কথা বলেছি। অদক্ষতা, গাফিলতির জন্য দেশের মোটা অঙ্কের অর্থ অপচয় হচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকার এমন বহু প্রকল্প যথাযথ তদারকির অভাবে, প্রকল্প নির্মাণের সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম কারচুপির মাধ্যমে হিসাবের বাইরে দুর্নীতিবাজরা নিজেদের পকেটস্থ করছে বা দেশের বাইরে পাচার করছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না, দেশের বহু বড় বড় এবং জনহিতকর প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে এবং অনেক প্রকল্পের কাজ চলছে। এসব প্রকল্পের সবগুলো থেকে কতজন উপকৃত হচ্ছে তা নিয়ে যে বিতর্ক তাতে না জড়িয়ে এ প্রশ্ন তুলতে চাই, বড় প্রকল্পের জন্য বহু অর্থের জোগান দিতে হয়। এমন সব প্রকল্পে অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে দুর্নীতিবাজরা আখের গোছায়। সেটি দেখা হচ্ছে কি? সব খবর পত্রিকায় ও বিভিন্ন মিডিয়ায় পড়ি ও শুনি। তাতে সবার এই ধারণাই জন্মেছে, দেশের অর্থ খুব বেশি নষ্ট হচ্ছে যার বিবরণ উপরে কিঞ্চিৎ দেয়া হয়েছে। দেশের দুর্নীতি রোধের জন্য যেসব সংস্থা আছে, সেখানে অনিয়ম থাকতে পারে এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা, চাপ রয়েছে। এমনকি রাজনৈতিক চাপের কথা রয়েছে। এসব অনিয়ম অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে যে উন্নয়নের স্বপ্ন আমরা দেখছি, তা সফল করা কিভাবে সম্ভব হবে? আমাদের যারা দিশারী তারাসহ সবার জীবনতো একটা, তাও খুব সংক্ষিপ্ত। একটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর জীবনের জন্য অনুশোচনা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। স্বয়ং আমাদের স্রষ্টা, যাঁর ভালোবাসায় সবাই সিক্ত, তিনি বলেছেন, তোমরা ইহজগতে পর জগতের কল্যাণের অম্বেষণ করো। তার দেয়া উপহার তথা সুন্দর সব নেয়ামত যদি পথে পথে লোপাট হয়ে যায়, তবে যাদের দেখভালের দায়িত্ব তারা রক্ষক থেকে ভক্ষক হয়ে পড়ে। তবে তার বিহিত তো করতে হবে।

তাদের জবাবদিহি করার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। তা গঠন করার প্রক্রিয়া উপরে সামান্য বলেছি। দেশে এমন প্রতিষ্ঠান তথা সংসদ নেই তা বলছি না। অনিয়ম চলতে থাকলে সেই জবাবদিহি নেয়ার প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকার অর্থটা কী? তার সরল উত্তর- সেই প্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয়, অকার্যকর। একটি গণতান্ত্রিক দেশের অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান সংসদ। সেটি আছে বটে তবে অকার্যকর। কেননা এর গঠন প্রক্রিয়ায় বিস্তর ত্রুটি রয়েছে যা কিনা জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে না বলে যত গোল। সেজন্য দেশের গণতন্ত্র এখন শত প্রশ্নের সম্মুখীন। জনগণ যে হিরণয়তায় স্বপ্ন দেখে, এমন সংসদ তাকে মেঘে ঢেকে দেবে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক বিষয় আমরা বরাবর উপেক্ষা করছি; মাঠে ময়দানে রাজপথে সভা সমাবেশ মিছিল স্লোগান এসব রাজনৈতিক সাংবিধানিক অধিকার; তবে তার ফলাফল খুব একটা কার্যকর নয়। সাচ্চা গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে কদাচিৎ মিছিল বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়, কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতি একেবারেই দেখা যায় না। কারণ রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা সংশ্লিষ্ট সব গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম সংসদের ভেতরই হয়। আমাদের রাজনীতিকেও সংসদে নিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত, সেসব দেশের মতো নির্বাচন হতে হবে যাতে সত্যিকার জনপ্রতিনিধি সেই মহান সংসদে যেতে পারেন, তার শুদ্ধ সঠিক ব্যবস্থা করা। যে সাংবিধানিক সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থা যারা নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে নিযুক্ত তাদের অবশ্যই নির্বাচনের ব্যাপারে যে সাংবিধানিক চেতনা, দীক্ষা রয়েছে তা উচ্চকিত রাখতে হবে। সেই সাথে ক্ষমতাসীন সরকার এবং সব রাজনৈতিক সংগঠনকে নির্বাচনের 'নর্মস'-এর কোনো ব্যত্যয় ব্যতিরেকে ইতিবাচক ভূমিকায় থাকতে হবে। বিশেষ করে ক্ষমতায় থাকাটা নিজেদের জন্য স্থায়ী করে নেয়ার ভাবনা থাকলে তা পরিহার করতে হবে, নিজেদের একমাত্র বিকল্প ভাবার যে অহমিকা তা ভুলে যেতে হবে। তবেই রাজনীতি রাজপথ থেকে সংসদ অভিমুখী হবে।

আর যে বিষয়টি জাতি আকাক্সক্ষা করে, তা হচ্ছে দেশের সব ক্ষেত্রে দক্ষ যোগ্য কর্মঠ ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃত্ব। রাজনীতির ক্ষেত্রে তো বটেই সব পর্যায়ে উল্লিখিত মানের নেতৃত্বের প্রয়োজন। সেসব গুণাবলির অধিকারী যুবক দেশের উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তৈরি হতে পারে। আজকে যে নেতৃত্ব রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিকে পথনির্দেশ করছে, তাদের অধিকাংশই এতটাই গতানুগতিক, বিবেচনায় আর মানে বিশ্বমানের তো দূরের কথা যোগ্যতা পারঙ্গমতা আর উদ্ভাবনী শক্তির বিবেচনায় তারা শেষ সারিরেই অবস্থান করছে। এভাবে চলতে থাকার অর্থ হচ্ছে আমরা যে তিমিরে আছি, সেটিই স্থায়ী করে নেয়া। আমাদের ফেলে আসা পথ নিয়ে গর্ব করার কিছুই নেই। এমন দেউলিয়াত্ব নিয়ে আর কতকাল চলা যাবে। যে সমাজের নেতৃত্ব জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে, জাগিয়ে তুলতে অক্ষম, সেই সমাজের সুন্দর আলকোজ্জ্বল প্রভাতের প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র। আমাদের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশনা তো দেশের পূর্বসূরি নেতা রাষ্ট্রের প্রাণপুরুষ দিয়ে গেছেন। তবে কেন আমরা সে পথ ছেড়ে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরছি? দেশ বলতে গেলে সব ক্ষেত্রেই বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

তাকে মোকাবেলা করার মতো প্রজ্ঞা ব্যুৎপত্তি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একেবারে নেই তা হয়তো নয়। অথচ দেশকে এগিয়ে নেয়ার যে ভিশন তুলে ধরা হয়েছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা হাতেগোনা। অথচ সম্মুখে যে কার্যক্রম অপেক্ষা করছে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্কন্ধে নিতে মানুষ ভাড়া করতে হবে। আগে উল্লেখ করেছি দেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দরকার উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। উচ্চমান অনেক দূরের কথা, দেশে এখন উচ্চ শিক্ষালয়গুলোর অবস্থা এমন পর্যায়ে, সেখানে নিরীহ মেধাবী সহপাঠীকে খুনের দায়ে তার সহপাঠীদের এখন ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু কার্যকর করার সিদ্ধান্ত উচ্চ আদালত দিয়েছেন। এই ন্যায়বিচার অবশ্য কাম্য; কিন্তু সেই সাথে এমন ঘটনা জাতির জন্য পরম লজ্জা আর গ্লানির; তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যাভ্যাসের পরিবর্তে খুনখারাবিতে ছাত্ররা ব্যস্ত। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের কল্যাণে উচ্চতর দীক্ষা পাওয়ার স্বার্থকে নিয়ে কোনো আন্দোলন হয় না। পরিবর্তে ছাত্র আন্দোলন হয় রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে। কেননা বেশির ভাগ ছাত্র কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করছে। দরের এজেন্ডা বাস্তবায়নের মিছিল মিটিংয়েই তারা শরিক থাকে। দেখা যায় ক্লাস রুমগুলো ফাঁকা পড়ে আছে। এটা অবশ্য 'কোভিড' পূর্বকালের কথা।

বিশ্বের সব উচ্চ শিক্ষালয়ে নানা বিষয়ে বিদ্যা দান করা হয় বটে। সেই সাথে প্রযুক্তিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমের ওপরও সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। উন্নত দেশগুলোতে গবেষণা কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ। গবেষণা, সমাজ, অর্থনীতি, কৃষি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পরিবেশ ও ইকোলজিক্যাল বিষয় নিয়ে তাদের অনুসন্ধান আবিষ্কারের ফলাফল দ্রুত জাতীয় জীবনে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজে লাগানো হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদেরও সে পথে চলতে হবে যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাজনীতিকরা দল ও দলের রাজনীতির প্রতি কমিটেড থাকেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে রাষ্ট্রের প্রতি। তাদের লক্ষ্য রাষ্ট্রের কল্যাণে তাদের সবটুকু মেধা প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। আমাদের সংবিধানে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

রাজনীতির ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক বিষয় আমরা বরাবর উপেক্ষা করছি; মাঠে ময়দানে রাজপথে সভা সমাবেশ মিছিল স্লোগান এসব রাজনৈতিক সাংবিধানিক অধিকার; তবে তার ফলাফল খুব একটা কার্যকর নয়। সাচ্চা গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দাবি দাওয়া নিয়ে কদাচিৎ মিছিল বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়, কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতি একেবারেই দেখা যায় না।

সিসি ক্যামেরাই যথেষ্ট নয়, জরুরি তিজা ব্যুনিয়িনিও

হেলাল মহিউদ্দীন

ঘানায় অপরাধ দমন বিষয়ে একটি দর্শন ও নীতিমালা আছে। ঘানার ভাষায় এটি 'তিজা ব্যুনিয়িনি' বা 'আমরা সবাই মিলেই এক আত্মা' দর্শনটির মূল কথা, 'আমার এলাকায় অপরাধকর্ম ঘটেছে মানে আমিও অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত।' অন্য কথায়, 'আমার এলাকায় অপরাধ ঠেকানোর দায়িত্বটুকুও আমার তোমার সবার।' ঘানার সর্ব পশ্চিমের জনবহুল এলাকাগুলোতে জনতার চোখই রাডারের মতো। অপরাধী শনাক্ত করার জন্য তাই তাদের সিসি ক্যামেরার ওপর নির্ভর করতে হয় না। আদিকালে যখন সিসি ক্যামেরা ছিল না, তখন যেমন, এখনো তেমন। জনতাই অপরাধ দমনের বড় সূত্র।

থানা-পুলিশের ওপর তাদের নির্ভরতা কম। লাতিন আমেরিকার একসময়ের সমাজতান্ত্রিক দেশ কোস্টারিকা এখনো পৃথিবীর প্রথম সারির অপরাধমুক্ত দেশ। ফলে শান্তির দেশও বটে। দেশটির পরিচিতি 'লাতিন আমেরিকার সুইজারল্যান্ড' নামে; কিন্তু দেশটিতে কোনো জাতীয় সশস্ত্র সেনাবাহিনী নেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেই জাতীয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। কারণ, অপরাধ দমনের কাজে জনগণ বড় ভূমিকা পালন করে। নীতিমালা ঘানার 'তিজা ব্যুনি-য়িনি'র মতোই। জনগণই অপরাধী শনাক্ত করা ও দমনের কাজে সক্রিয় থাকায় প্রাতিষ্ঠানিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অপরাধ দমনের অতিরিক্ত চাপ থেকে মুক্ত। বলা বাহুল্য, পেছনের কারণ, দেশটির সুশাসন। ফলে জনগণ নির্ভয়। চলে বুক চিতিয়ে।

যেখানে হাজার হাজার চোখ খোলা, সেখানেও সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করেই অপরাধী শনাক্ত করতে হয় কেন? মানুষকে কি পাওয়া যাচ্ছে না সাক্ষীসাবুদ হিসেবে? কেন সিসি ক্যামেরাকেই সাক্ষী মানতে হয়? প্রত্যক্ষদর্শীরা কি সাক্ষ্য দিতে বা সাক্ষী হতে রাজি হন না? না হলে কেন হন না? কিসের এত ভয়?

বিশ্বে আরও ৩০টি দেশ আছে কোস্টারিকা আদলের। এর মধ্যে কয়েকটি কোস্টারিকা দ্বারাই অনুপ্রাণিত। এসব দেশের কোনো সশস্ত্র জাতীয় সেনাবাহিনীই নেই। যেমন গ্রিনল্যান্ড, ডমিনিকা, গ্রানাডা, আইসল্যান্ড, কিরিবাতি, মরিশাস, মোনাকো, নাউরু, পানামা, সান ম্যারিনো, টুভ্যালু, সলোমন আইল্যান্ড, ইত্যাদি। দেশগুলো বিশেষ প্রয়োজনে অন্য দেশ থেকে সেন-াবাহিনী ভাড়া করে। বিস্ময়ের বিষয়, এই ৩০ দেশও কোস্টারিকার মতোই পৃথিবীর সবচেয়ে কম অপরাধপ্রবণ দেশের তালিকার শীর্ষে থাকে সব সময়। 'তিজা ব্যুনিয়িনি' দর্শন এসব দেশেও কার্যকর। তাদের কাছ থেকে সামাজিক ব্যবস্থাপনায় অপরাধ দমনের পাঠ নিয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার ধনী দেশগুলো।

একটি জনপ্রিয় ও কার্যকর অপরাধ দমন পদ্ধতি হিসেবে 'নেইবারহুড ওয়াচ' বা 'পাড়া-মহল্লাভিত্তিক নজরদারি' ইউরোপ ও আমেরিকায় দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আশির দশকের শেষ দিকে একজন অপরাধবিজ্ঞানী এল এস হুইটমোর সমাজভুক্ত মানুষের অংশগ্রহণে অপরাধ প্রতিরোধে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া অনেকগুলো কেসস্টাডির আলোকে 'অপরচু-নিটি-রিডাকশন অ্যাপ্রোচ' বা 'সুবিধা-তিরোহিতকরণ পন্থা'র ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর এই পথনির্দেশের মূল কথা এটিই যে অপরাধ করার সুযোগ-সুবিধাগুলো জারি রেখে শুধু 'অপরাধীকে ধরো' পদ্ধতি কখনোই অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগবে না। অপরাধীর জন্য জিইয়ে রাখা সুযোগ-সুবিধাগুলো খর্ব করা খুবই দরকার। আর অপরাধের সুযোগ খর্ব করার অন্যতম প্রধান উপায়, জনতার চোখ বা গণনজরদারিতাকে শক্তিশালী করা। সমাজভুক্ত মানুষকে ক্ষমতাবান করা এবং অপরাধীরা কোনো কিছুর প্রশ্রয়ে অপরাধ সংঘটনের সাহস দেখালে, সেই প্রশ্রয়ের মূলোৎপাটন করা। সিসি ক্যামেরা নয়, জনতার চোখকে ব্যবহার করা।

২.

স্বামী-সন্তানসহ কক্সবাজারে বেড়াতে যাওয়া নারী গণধর্ষণের শিকার হলেন। খবর পাঠে জানা গেল, সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে অপরাধীদের শনাক্ত করা গেছে। এই আলোচনা সমাজবৈজ্ঞানিক। তাই আলাপে সরাসরি ঢুকে পড়া প্রয়োজন। যেখানে হাজার হাজার চোখ খোলা, সেখানেও সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করেই অপরাধী শনাক্ত করতে হয় কেন? মানুষকে কি পাওয়া যাচ্ছে না সাক্ষীসাবুদ হিসেবে? কেন সিসি ক্যামেরাকেই সাক্ষী মানতে হয়? প্রত্যক্ষদর্শীরা কি সাক্ষ্য দিতে বা সাক্ষী হতে রাজি হন না? না হলে কেন হন না? কিসের এত ভয়? অপরাধীদের ভয়? অপরাধীদের ভয় পাওয়ার কারণ কী এটিই যে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান মানুষের লোক? কারণ কি এই যে তাঁদের খুঁটির জোর অনেক শক্ত? 'অপরচুনিটি-রিডাকশন' তত্ত্বকে আমলে নিলে তাঁদের কোন সুযোগ-সুবিধা খর্ব করা প্রয়োজন, সেদিকে নজর দেওয়াই জরুরি নয় কি? অপরাধীরা ধরা পড়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, অপরাধীরা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায় থেকে নিজেদের রাজনীতি-পরিচয়ের জোরেই অপরাধ করে থাকেন। এই মাধ্যমে গুজব, সন্দেহ, অনুমানও ছিল যে অপরাধীদের ঠিকই ধরা হবে, তবে খানিকটা সময়ক্ষেপণের পর। তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং স্থানীয় অপরাধী চক্রের সঙ্গে নানা মহলের সংযুক্তির কারণে তাঁদের ধরা হলে কেঁচোর বদলে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে। সে জন্য অন্য সংশ্লিষ্টদের নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা হলেই অপরাধীরা ধরা পড়বেন। জনমনে সন্দেহ টিকে থাকার অন্য অর্থ, অপরাধ দমনে তারা সহজে এগিয়ে আসবে না।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীকে ধরতে পারায় ধন্যবাদার্হ। এবার স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না।

কক্সবাজার জনাকীর্ণ স্থান। অসংখ্য দর্শনার্থীর বাইরেও বিশালসংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয়রোজগারের মূল উৎস সৈকতগুলো। সেখানে স্থানীয় ব্যক্তিদের সবাই সবাইকে চেনেন, জানেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুসন্ধানে তাঁরা কি চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নাম বলেননি? আমাদের জানা না থাকলেও, সিসি ক্যামেরা দ্বারা শনাক্ত করা হলে এই ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁরা বলেননি। কক্সবাজারের একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'সৈকতের পাশেই বাহারছড়া এলাকা। সেখানে আশিকুল ইসলামের নেতৃত্বে অন্তত ৩২ জনের একটি গ্রুপ সক্রিয়। তারা সন্ধ্যার পর ফাঁদ পাতে। এভাবেই হয় কারও সর্বস্ব লুট করে নেয়, নারীকে ধর্ষণ করে। এই আশিকুল চার মাস আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি একজন পেশাদার ছিনতাইকারী। মাদকসহ একাধিক মামলারও আসামি।'

স্থানীয় সাংবাদিকেরা প্রভাবশালী ও সাহসী হন, তদুপরি এই উক্তিকারী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। তবু তাঁর ভাষ্যটি দিলেন 'নাম প্রকাশ না করার শর্তে'। পত্রিকায় বিভিন্ন সংবাদের নিচে পাঠক-মন্তব্যের ব্যবস্থা থাকে। লক্ষণীয়, মন্তব্যকারীদের বেশির ভাগই 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' পরিচিতিসহ মন্তব্য লেখেন। কারণ, ভয়। অধ্যাপক গবেষক আলী রীয়াজের মাধ্যমে আমরা 'ভয়ের সংস্কৃতি' ধারণাকাঠামো এবং বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত। তারপরও কথা থেকে যায়। মানুষের সামাজিক দায়বোধহীনতা কোন পর্যায় পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে? যেসব স্থানে সিসি ক্যামেরা নেই, সেসব স্থানে অপরাধী শনাক্তকরণের ব্যবস্থা তাহলে আরও দুর্বলতম হয়ে পড়ছে কি না, সে প্রশ্নও তোলা জরুরি নয় কি? মাত্র কয়েক দশক আগেও অপরাধীদের মানুষ ভয় পেত না, ঘৃণা করত। সামাজিকভাবে প্রতিহত করত। ধরিয়ে দিত। এখন তাহলে কিসের এত ভয়? তখন এ রকম ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা সরাসরি বলে দিতেন, 'চিনি, আশিক তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে নারীটি ও তাঁর স্বামী-সন্তানকে তুলে নিয়ে গেছে। আমরা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

৩.

সিসি ক্যামেরা যান্ত্রিক চোখ। এর চোখগুলো শুধুই দেখে। এগুলোর কোনো বোধ নেই, জিজ্ঞাসা নেই, ভাবনা নেই। মতামত বা পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা নেই। যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটলে, বিদ্যুৎ চলে গেলে চোখগুলো অন্ধ। সেগুলোর পক্ষে কতটুকুই-বা নজরদারি সম্ভব? সন্দেহ নেই, প্রযুক্তিটি অপরাধী চিহ্নিত করায় দারুণ সহায়ক। কিন্তু সিসি ক্যামেরানির্ভরতা যেন সমাজিদের সম্মিলিত চোখের শক্তিতে নির্ভরতার চাইতে বড় না হয়ে ওঠে। তা না হলে যেখানে সিসি ক্যামেরা নেই, সেখানে সংঘটিত অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করাই কঠিন হয়ে পড়বে। কক্সবাজারের মতো জনাকীর্ণ এলাকায় অপরাধ দমনে ঘানার 'তিজা ব্যুনিয়িনি' দর্শনের প্রয়োগ দরকার। কমিউনিটি পুলিশিং ছাড়াও 'নেইবারহুড ওয়াচ' বিষয়ে সুগভীর ভাবনা এবং পরিকল্পনা শুরু হওয়া দরকার।

২০২২ সালে করোনা হার মানবে

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন তিনি। এর মধ্যে একটি হলো, করোনার সংক্রমণ রোধে দেশগুলোকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।

যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের শুরুতে একটি বিবৃতি দিয়েছেন ডব্লিউএইচওর প্রধান। এতে তিনি টিকা নিয়ে জাতী-য়তাবাদী আচরণ ও টিকার মজুতের বিষয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন।

চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রায় দুই বছর আগে করোনাভাইরাস শাক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ শনাক্ত হওয়ার দুই বছর পর করোনার বিদায় নিয়ে কথা বললেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান। তিনি যখন করোনার পরাজিত হওয়ার কথা বলছেন তখন বিশ্বজুড়ে প্রায় ২৯ কোটি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন প্রায় ৫৫ লাখ মানুষ।

এই যখন পরিস্থিতি তখন বিশ্বজুড়ে নতুন বছর উদ্যাপন করা হয়েছে। তবে করোনার কারণে দেশে দেশে এই উদ্যাপনের ওপর বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জনসমাগম যাতে না হয় সেই আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের কারণে বিধিনিষেধসহ সার্বিক পরিস্থিতি বর্তমানে মানুষের জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন দেশ সীমান্ত বন্ধ করেছে নানা সময়। পরিবার থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ ছাড়া মাস্ক ছাড়া বাইরে যাওয়ার বিষয়টি এখন চিন্তাতীত। এত কিছুর পরও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এ নিয়ে আশা বাণী শোনালেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯-এর চিকিৎসায় এখন অনেক কিছু রয়েছে।

তবে একই সঙ্গে সতর্কবার্তাও দিয়েছেন তেদরোস আধানম। তিনি বলেন, টিকার ক্ষেত্রে যে অসমতা রয়েছে তা বজায় থাকলে ভাইরাসের নতুন ধরন আসার ঝুঁকি বাড়বে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা যদি এই অসমতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি তবে করোনার মহামারি বিদায় নেবে।'

Property Description Sheet

উডসাইডে থ্রী ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রি হবে

HOUSE FOR SALE IN WOODSIDE

Detached

37-11 59th St, Woodside, N Y 11377.

Price	$1.950 Million
Type	3 Family
Construction	Brick
Lot Size	2614 SQFT
Bldg Size	3080 SQFT
Heat	Gas
Garage	2 Car Parking.

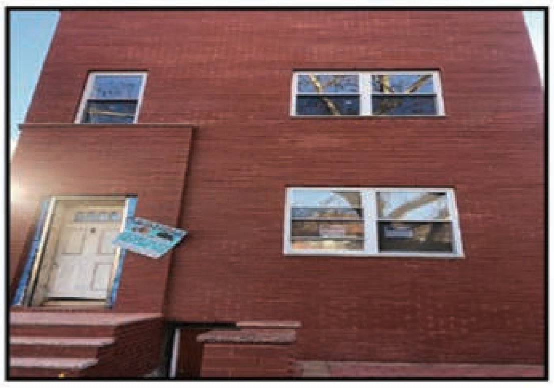

Great Location! Great Location! Great Location!
Beautiful Legal 3 family new fully renovated house.
15 Minutes to Manhattan & Walking distance
to train station and LIRR.

1st Floor	3Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom, 2 Entrance.
2nd Floor	3Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom.
3rd Floor	4Br, Lr, Dr, Eik, 2 Full Bathroom.

Contact the Owner

(718) 600-6058 / (934) 216-2890

ঘটনাবহুল বছর-২০২১

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : ২০২১ বলিউড বক্স অফিসের জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। বিশেষ করে করোনা মহামারির জেরে বছরের শুরু থেকে মাঝ অবধি হল বন্ধ ছিল। পাশাপাশি শুটিংও বন্ধ ছিল। যার ফলে বড় বাজেটের ছবিগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যায় মাঝপথে। অনেক ছবিই এ বছর মুক্তি দেয়ার সাহস পাননি প্রযোজকরা। শুধু তাই নয়, মহামারির অবস্থা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসার পরও হলে দর্শক সমাগম ছিল না সে অর্থে। এরফলে যে ছবিগুলো মুক্তি পেয়েছে সেগুলো খুব একটা ভালো ব্যবসা করতে পারেনি। আবার অনেক পরিচালক-প্রযোজক হেঁটেছেন ভিন্নপথে।

হলে ছবি মুক্তির পাশাপাশি মুক্তি দেয়া হয়েছে বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফরমে। এই পন্থাকেই বিনিয়োগ উঠিয়ে আনার বড় পথ হিসেবে দেখা হয়েছে। এ বছরের আলোচিত ছবির মধে ছিল ‘সূর্যবংশী’, ‘রাধে’, ‘মিমি’, ‘অন্তিম’, ‘শেরশাহ, ‘৮৩’, ‘শেরনি’, ‘পুষ্প’ প্রভৃতি। বক্স অফিস নিয়ে মাতামাতি কম হলেও বছরটি ছিল ঘটনাবহুল। বেশকিছু অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বলিউডকে নাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি বেশ ক’জন গুণী অভিনয়শিল্পীকেও এ বছর হারিয়েছে বলিউড। পাশাপাশি বেশ ক’জন তারকাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

বছরের আলোচিত ঘটনা: অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী এবং ব্যবসায়ী রাজ কুন্দ্রা গ্রেপ্তার হন। ১৯শে জুলাই তাকে জেলে পাঠানো হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ- কুন্দ্রা বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে পর্নো ছবি তৈরি করেছেন। এদিকে তদন্তকালে শিল্পা এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেন। বছর শেষে জামিনে কুন্দ্রা মুক্ত হলেও শিল্পা ও কুন্দ্রা বিষয়টি নিয়ে বছরজুড়েই ছিলেন আলোচিত-সমালোচিত।

বছরের অন্যতম বড় ঘটনা শাহরুখ খান পুত্র আরিয়ানের মাদক মামলায় গ্রেপ্তারের বিষয়টি। ৩রা অক্টোবর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি) তাকে একটি প্রমোদতরী থেকে গ্রেপ্তার করে। বাবা শাহরুখ শুটিং রেখে চলে আসেন ছেলের কাছে। তবে আরিয়ানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। তবুও তার জামিন মঞ্জুর হতে সময় লেগেছিল। আরিয়ান গ্রেপ্তারের পর সোশ্যাল মিডিয়াতে বিতর্ক উঠেছিল। মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় অনেকে। অনেক তারকাও বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। বছরের অন্যতম আলোচিত ঘটনা ছিল আমির খানের ডিভোর্স। সবাইকে চমকে দিয়ে ১৫ বছরের সংসার জীবনের ইতি টেনেছেন তিনি কিরন রাওয়ের সঙ্গে। বছর শেষে বলিউড তারকা সালমান খানকে সাপে কামড়ায়। তাও

পরপর তিনবার। নিজের পানভেলের খামারবাড়িতে সময় কাটাচ্ছিলেন ভাইজান। সেখানেই ঘটে এই ঘটনা। তার জন্মদিনের আগে এমন ঘটনায় চিন্তিত ছিলেন তার ভক্তরা।

বিয়ে করেছেন যারা: ২৪শে জানুয়ারি ছোটবেলার বান্ধবী নাতাশা দালালের সঙ্গে মালাবদল করেন বলিউড তারকা বরুণ ধাওয়ান।

ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন বলিউড অভিনেত্রী দিয়া মির্জা। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ব্যবসায়ী বৈভব রেখির সঙ্গে মালাবদল করেন তিনি।

পরিচালক আদিত্য ধরের সঙ্গে ৩ বছর প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন ইয়ামি গৌতম। চলতি বছরের জুলাইতে বিয়ে সারেন তারা। ১৫ই নভেম্বর চণ্ডীগড়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন রাজকুমার রাও আর পত্রলেখা। বছরের সবচেয়ে আলোচিত বিয়ে ছিল ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলের। ৭ থেকে ৯ই ডিসেম্বর রাজস্থানের যোধপুরের সোয়াই মাধোপুর সিক্স সেন্সেস বারওয়ারা ফোর্টে রাজকীয় বিয়ে সারেন এ তারকা জুটি।

চলে গেছেন যারা: ৭ই জুলাই ভারতীয় চলচ্চিত্রের মহাতারকা দিলীপ কুমার ৯৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মডেল-অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার আকস্মিক মৃত্যু হয় ২রা সেপ্টেম্বর। হৃদরোগে তার এই মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন ভক্তরা। ৭৫ বছর বয়সে ভারতীয় অভিনেত্রী সুরেখা সিক্রি মারা যান। অনেক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। ব্রেন স্ট্রোকে মারা যান এই অভিনেত্রী। হৃদরোগে মারা যান ঋষি কাপুর ও রণধীর কাপুরের ভাই রাজীব কাপুর। ২৩শে এপ্রিল ৪৭ বছর বয়সে অমিত মিস্ত্রি মারা যান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। ‘টু স্টেট’ খ্যাত অভিনেতা বিক্রমজিৎ কানওয়ারপাল ৫২ বছর বয়সে মারা যান। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রকার ও মন্দিরা বেদির স্বামী রাজ কৌশল ৩০শে জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ‘ড্রিম গার্ল’ ছবির অভিনেত্রী রিঙ্কু সিং নিকুম্ভ মারা যান ৪ঠা জুন। করোনা আক্রান্ত হয়ে সংগীত পরিচালক শ্রাবণ রাঠোর মারা যান এপ্রিলে। ‘মির্জাপুর’ খ্যাত অভিনেতা ব্রহ্মা মিশ্রর মৃতদেহ পাওয়া যায় তার মুম্বইয়ের ফ্ল্যাটে। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

বছরের আলোচিত তারকা

শাহরুখ খান- নানা কারণেই ছিলেন আলোচিত। তিনি সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন প্রায় ৩ বছরের বিরতি দিয়ে। তার ওপর আলোচনায় ছিলেন পুত্র আরিয়ান খান কারাগারে যাওয়ায়। সে সময় শুটিংও বন্ধ রাখেন তিনি।

সালমান খান- বলিউডের ‘ব্যাচেলর খ্যাত’ সালমানের ‘রাধে’ সিনেমাটি এ বছর প্রকাশ পায়। তাছাড়া বছরজুড়েই তিনি ছবির শুটিং, সম্পর্ক ও বিয়ে নিয়ে আলোচনায় ছিলেন। বছর শেষে জন্মদিনের আগে তাকে বিষহীন সাপে কামড় দেয়।

আমির খান- বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খান আলোচনায় ছিলেন ‘লাল সিং চাড্ডা’র জন্য। পাশাপাশি ডিভোর্সের ঘোষণা দিয়েও হইচই ফেলে দেন তিনি।

অক্ষয় কুমার- অক্ষয় ২.০, গোল্ড, টয়লেট: এক প্রেম কথা, গব্বর ইজ ব্যাক, মিশন মঙ্গল ইত্যাদি ছবি বক্স অফিসে দিয়েছেন। এ বছরে তার অভিনীত সিনেমা ‘বেলবটম’, ‘সূর্যবংশী’ আলোচনায় ছিল।

রণবীর সিং- কবির খান পরিচালিত ‘৮৩’ সিনেমাটি দিয়েই বছরটা মাতিয়ে রেখেছেন রণবীর সিং। তিনি ভারতের সাবেক অধিনায়ক কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

কঙ্গনা রানাওয়াত- নানান বিতর্কিত মন্তব্য ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আলোচিত-সমালোচিত ছিলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। হিন্দুয়ানিতে কট্টর আর বিজেপিপন্থি হিসেবে প্রায়ই নানা বেফাঁস মন্তব্য করে তিনি বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন।

দীপিকা পাড়ুকোন- ‘৮৩’ সিনেমাটি দিয়ে আলোচনায় ছিলেন দীপিকা।

সংগীতে সম্মাননা পেলেন ৫০ গুণীজন

(ছবি আছে বিনোদন পিকচার নং-০৪)

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : অনুষ্ঠিত হলো ঐক্য.কম.বিডি-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস-২০২১ এর দ্বিতীয় পর্ব। ২৯শে ডিসেম্বর বিকালে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে জমকালো আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে ১৬তম এ আসরে সংগীতের ৫০ গুণীজনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। যার প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে। সেখানে সম্মাননা গ্রহণ করেন ১১ জন সংগীতগুণী। বাকি ৩৯ জন গুণীকে সম্মাননা জানানো হলো ২৯শে ডিসেম্বর। এর মধ্যে কয়েকজনকে মরণোত্তর সম্মাননা দেয়া হয়। ক্রেস্ট ও সম্মাননা তুলে দেন চ্যানেল আইয়ের ৩ পরিচালক শাইখ সিরাজ, জহিরউদ্দিন মাহমুদ মামুন ও মুকিত মজুমদার বাবু।

প্রথমেই ফেরদৌসী রহমানের পক্ষে ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয় সৈয়দ আবদুল হাদীর হাতে। এরপর কখনো শিল্পীরা সশরীরে, কখনো তাদের পক্ষের প্রতিনিধিগণ এ সম্মাননা গ্রহণ করেন।

সম্মাননা ও ক্রেস্ট পাওয়া ব্যক্তিত্বরা হলেন- সৈয়দ আব্দুল হাদী, মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, শাহ আব্দুল করিম, সোহরাব হোসেন, সমর দাস, খান আতাউর রহমান, ফিরোজা বেগম, সৈয়দ শামসুল হক, মাহমুদুন্নবী, খন্দকার নুরুল আলম, বশির আহমেদ, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, আজাদ রহমান, আলম খান, কাওসার আহমেদ চৌধুরী, সুজেয় শ্যাম, মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, নীলুফার ইয়াসমিন, রফিকুল আলম, নজরুল ইসলাম বাবু, ফকির আলমগীর, আজম খান, শেখ সাদী খান, কাদেরী কিবরিয়া, শাহনাজ রহমতুল্লাহ, রুনা লায়লা, আলাউদ্দিন আলী, শাহীন সামাদ, ফেরদৌস ওয়াহিদ, সুবীর নন্দী, ফরিদা পারভীন, এন্ড্রু কিশোর, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, শহীদ মাহমুদ জঙ্গী, লাকী আখান্দ, নকীব খান, আইয়ুব বাচ্চু, মাহফুজ আনাম জেমস। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে দেয়া হয়- আব্দুল জব্বার, রথীন্দ্রনাথ রায়, নীনা হামিদ, ফেরদৌস আরা, সাবিনা ইয়াসমিন, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, কুমার বিশ্বজিৎ, আব্দুল আলীম, সত্য সাহা, মাসুদ করিম, সামিনা চৌধুরীর পুরস্কারগুলো। আজ দুপুর ২টার সংবাদের পর নিউ ইয়র্ক ও ঢাকায় ধারণকৃত পুরো অনুষ্ঠানটি চ্যানেল আইতে সম্প্রচার করা হবে।

নতুন বছরে যেন সব স্বাভাবিক হয়-কর্ণিয়া

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : গান নিয়ে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন চলতি প্রজন্মের আলোচিত সংগীতশিল্পী জাকিয়া সুলতানা কর্ণিয়া। বিশেষ করে নভেম্বর-ডিসেম্বরজুড়ে টানা শো করেছেন তিনি। ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করেছেন তিনি। সব মিলিয়ে করোনা মহামারীর কারণে গত দুই বছর শো আয়োজন হয়েছে একেবারেই হাতে গোনা। তবে মাস দুয়েক ধরেই দেশের নানা জায়গায় শো আয়োজন হচ্ছে। সেই ধারায় ব্যস্ততা বেড়েছে কর্ণিয়ার। শোয়ের পাশাপাশি নতুন গান নিয়েও ব্যস্ত তিনি। এদিকে নতুন বছর চলে এসেছে।

নতুন বছরে প্রত্যাশা কি? উত্তরে এ গায়িকা বলেন, নতুন বছরে যেন সব স্বাভাবিক হয়, এটাই প্রথম প্রত্যাশা।

করোনা মহামারীর কারণে সবারই স্বাভাবিক জীবনে ব্যঘাত ঘটেছে। আমরা যারা সংগীতশিল্পী তাদের মূল জায়গা স্টেজ বন্ধ হয়ে গেছে মহামারীর জন্য।

তবে ২০২১ এর শেষের দিকে করোনার প্রকোপ কমায় শোয়ের পরিমাণ বেড়েছে। এটা আশার একটি খবর। তারপরও আতঙ্কে আছি। সেটা কেন? কর্ণিয়া বলেন, এরইমধ্যে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন দেশে চলে এসেছে। করোনা পরিস্থিতি সারা বিশ্বেই আবার অবনতির দিকে যাচ্ছে।

তাই আতঙ্ক কাজ করছে। আবার না সব কিছু অস্বাভাবিক হয়ে যায়। দোয়া করি নতুন বছর যেন সবার জন্য সুন্দর হয়, মহামারীমুক্ত হয়। স্টেজের ব্যস্ততা কেমন উপভোগ করা হচ্ছে? কর্ণিয়া ঝটপট বলেন, দারুণ। আগে আমার বছরজুড়েই শোয়ের ব্যস্ততা ছিল। কিন্তু করোনা আসার পর শো বন্ধ হয়ে যায়। এমন খারাপ সময় ইতিহাসে শিল্পীরা পার করেছে কি-না জানা নেই। এখন শো আয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। আমি নিজেও বেশ কিছু শো করেছি। খুব উপভোগ করছি। কারণ শ্রোতাদের সামনে গান গাইতে পারার চেয়ে বড় প্রশান্তি আর কিছুতে নেই।

এদিকে ২০২১ এ বেশ কিছু গান ভিডিওসহ প্রকাশ করেছেন কর্ণিয়া। নতুন বছরে প্রকাশের জন্যও নতুন গান প্রস্তুত তার। কবে নাগাদ প্রকাশ হচ্ছে নতুন গান? এ শিল্পী বলেন, ২০২১ এ যে ক’টি গান প্রকাশ করেছি, সেগুলো আমার ঘরানার ছিল। শ্রোতা-দর্শক উপভোগও করেছেন। ভালো সাড়া মিলেছে। আরও কয়েকটি নতুন গানের কাজ চলছে। অনেক সুরকার কাজ করেছেন গানে। এ গানগুলোও ভিডিওসহ নতুন বছরের উৎসবে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। আমার বিশ্বাস গানগুলো শ্রোতাদের ভালো লাগবে।

৩ কারণে এবছরই শেষ হবে করোনা

(প্রথম পাতার পর)

বারবার মিউটেশনে সৃষ্ট ওমিক্রন এখন বিশ্বকে ভোগাচ্ছে। এরই মধ্যে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে অতিসংক্রামক এই ধরন। তবে করোনার আগের ধরনগুলোর চেয়ে এর প্রাণঘাতী হয়ে ওঠার ক্ষমতা কম। করোনার আগের ধরনগুলোসহ ওমিক্রন সংক্রমণে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে লাখ লাখ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠার আশঙ্কায় নতুন করে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করছে সরকারগুলো। তবে আশার কথা হলো, ওমিক্রনের উৎস দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা শুক্রবার তাদের দেশে জারি হওয়া কারফিউ তুলে নিয়েছে। দেশটির সরকার বলেছে, ওমিক্রন আর বড় ধরনের হুমকি নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানমও বলেছেন, সবাই সতর্ক হলে ও কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে টিকা দেওয়া নিশ্চিত করা গেলে ২০২২ সালই হবে মহামারির শেষ বছর।

বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস ও রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জানুয়ারি শেষ নাগদ বিশ্বে ওমিক্রনের সংক্রমণ চূড়ায় পৌঁছাবে। আবার নেমে যাবে। মাঝেমধ্যে এমন ঢেউ আসতে পারে। যদিও তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে না। এমনকি এটি মৌসুমি রোগে রূপ নেবে। গতকাল শনিবার সিএনএনকে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন চিলড্রেন হসপিটালের পরিচালক ড. অফার লেভি বলেছেন, করোনা মহামারি শিগগিরই আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা হবে। তবে এই ভাইরাসকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। এটি শীত-গ্রীষ্মের মতো মৌসুমি রোগ হয়ে উঠবে।

ভ্যাকসিন ও বায়োপ্রযুক্তিবিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামারিবিষয়ক অধ্যাপক আরনল্ড মন্টো বলেছেন, এখন সবকিছু নির্ভর করছে আমরা কতটা দ্রুত মহামারি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। মহামারি বা অতিমারি কোনো বিষয় নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ভাইরোলজিস্ট অ্যান্থনি ফুসি সিএনএনকে বলেছেন, আপনি যখন ভাববেন মহামারি পর্যায়ে আছেন, তারপর দেখবেন এটি কমছে। এরপর এটি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। আশার বিষয়, এর পরের ধাপে আপনি এর লাগাম টেনে ধরতে পারবেন বা শেষ করতে পারবেন।

কেউ কেউ বলছেন, বিশ্বের সরকারগুলো যদি দ্রুত তাদের জনগণের বেশিরভাগকে টিকার আওতায় না আনতে পারে, তাহলে করোনার নতুন ধরন মহামারিকে প্রলম্বিত করতে পারে। সেই সঙ্গে ভাইরাস সম্পর্কে মানুষের সতর্ক হওয়াটাও জরুরি। বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করছেন, করোনাভাইরাস দুর্বল হয়ে মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় রূপ নেবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ ফ্লু ঠেকাতেও সব সময় সজাগ থাকতে হবে।

লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ওমিক্রনের মিউটেশন একে ডেলটার চেয়ে কম গুরুতর ভাইরাসে পরিণত করেছে। তবে ভাইরাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু মানুষকে গুরুতর অসুস্থ করতে পারছে না। এর মধ্য দিয়ে মানবদেহে অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে। নতুন করে ভাইরাসটি মিউটেশন না ঘটলে হয়তো এটিই মহামারির শেষ ধাপ হতে পারে। বিশ্লেষণটির ওপর আলোকপাত করে অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম বলেছেন, তবে এটি বলার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

আফ্রিকা হেলথ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক নতুন গবেষণায় দেখা যায়, ওমিক্রন সংক্রমিত রোগীদের থেকে নেওয়া রক্ত ডেলটার সংস্পর্শে এলে অ্যান্টিবডি ৪ দশমিক ৪ গুণ বেড়ে যায়। বিপরীতে অন্যান্য গবেষণায় ক্রস-ভ্যারিয়েন্ট ইমিউনিটির বিষয়ে দেখা যায়, ডেলটার প্রতিক্রিয়ায় তৈরি অ্যান্টিবডিগুলো ওমিক্রনের প্রতি খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। অর্থাৎ ওমিক্রন দুর্বল হয়ে পড়ে।

২০২২ সালে করোনা হার মানবে

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন তিনি। এর মধ্যে একটি হলো, করোনার সংক্রমণ রোধে দেশগুলোকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।

যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, খ্রিষ্টীয় নতুন বছরের শুরুতে একটি বিবৃতি দিয়েছেন ডব্লিউএইচওর প্রধান। এতে তিনি টিকা নিয়ে জাতীয়তাবাদী আচরণ ও টিকার মজুতের বিষয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন।

চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রায় দুই বছর আগে করোনাভাইরাস শাক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ শনাক্ত হওয়ার দুই বছর পর করোনার বিদায় নিয়ে কথা বললেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান। তিনি যখন করোনার পরাজিত হওয়ার কথা বলছেন তখন বিশ্বজুড়ে প্রায় ২৯ কোটি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন প্রায় ৫৫ লাখ মানুষ।

এই যখন পরিস্থিতি তখন বিশ্বজুড়ে নতুন বছর উদ্যাপন করা হয়েছে। তবে করোনার কারণে দেশে দেশে এই উদ্যাপনের ওপর বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জনসমাগম যাতে না হয় সেই আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের কারণে বিধিনিষেধসহ সার্বিক পরিস্থিতি বর্তমানে মানুষের জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে। এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন দেশ সীমান্ত বন্ধ করেছে নানা সময়। পরিবার থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ ছাড়া মাস্ক ছাড়া বাইরে যাওয়ার বিষয়টি এখন চিন্তাতীত। এত কিছুর পরও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এ নিয়ে আশা বাণী শোনালেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯-এর চিকিৎসায় এখন অনেক কিছু রয়েছে।

তবে একই সঙ্গে সতর্কবার্তাও দিয়েছেন তেদরোস আধানম। তিনি বলেন, টিকার ক্ষেত্রে যে অসমতা রয়েছে তা বজায় থাকলে ভাইরাসের নতুন ধরন আসার ঝুঁকি বাড়বে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা যদি এই অসমতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি তবে করোনার মহামারি বিদায় নেবে।'

আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এলো মাছ!

(প্রথম পাতার পর)

চমকে, পেয়েছেন ভয়। খবরে বলা হয়েছে, সেদিন হঠাৎই সাধারণ বৃষ্টিপাতের সঙ্গে আকাশ থেকে একাধিক ছোট আকারের জলজ প্রাণী বৃষ্টির মতোই পড়তে শুরু করে। এর মধ্যে ছিল ব্যাঙ, কাঁকড়া এবং মাছ। তবে মাছের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

ওই শহরের বহু বাসিন্দা মাছ ও ব্যাঙের বৃষ্টির সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন।

টেস্কারকানা শহরের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজেও আজব বৃষ্টির ছবি দিয়ে পোস্ট করা হয়। লেখা হয়েছে, ২০২১-এ এটাই বাকি ছিল টেস্কারকানাতে আজ মাছ-বৃষ্টি হল। ভাববেন না যে এটা জোক।

পোস্টে আরও লেখা হয়, তখনই এমন প্রাণীবৃষ্টি হয়ে থাকে, যখন জলস্রোতের সঙ্গে কোনওভাবে ব্যাঙ, কাঁকড়া ও ছোট মাছ ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠে যায়। তারপর বৃষ্টির মতো করেই মাটিতে পড়তে শুরু করে তা।

টেস্কারকানার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আরও লেখা হয়, বিষয়টি কম ঘটলেও, আজ তাই হয়েছে। টেস্কারকানার বিভিন্ন জায়গায় এদিন প্রাণী বৃষ্টিপাত দেখা গেছে। অতএব, সকলের ভালর জন্য বলা হচ্ছে, বিষটিকে নিয়ে বেশি পাত্তা না দিয়ে ২০২২-এর দিকে এগিয়ে যান।

টেস্কারকানার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের ওই পোস্টে অনেকে করেছেন নানা মন্তব্য। কেউ লিখেছেন, আমার ইচ্ছে মাঝে মাঝে টাকার বৃষ্টি হোক। এমনটা হতে পারে না?

যুক্তরাষ্ট্রে আলো ছড়ানো বাংলাদেশি এক দম্পতি

(প্রথম পাতার পর)

বাশিমা ইসলাম। ওরসেস্টার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিচ্ছেন তিনি এ মাসেই। অপরদিকে তার স্বামী তামযীদ কাজ করছেন অ্যামাজনের ইকো ডিভাইসের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক উন্নয়নে। বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় দুজনের মেধাক্রম ছিল পাশাপাশি। ভর্তিও হয়েছিলেন একই বিভাগে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। একসাথে পথ চলতে চলতে সেই বন্ধুত্বের গল্পটাই একদিন খুঁজে পায় নতুন পরিচয়, জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন একে অপরকে। এর পরের গল্পটা শুধুই সফলতার। বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে এই মেধাবী দম্পতি বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের গবেষণাকর্ম দিয়ে।

বাশিমা-তামযীদ দম্পতির সফলতার গল্প শুনে হয়ত মনে হবে শুধু বই আর টেবিলে বন্দি ছিল তাদের ছাত্রজীবন; বিষয়টি মোটেও সত্য নয়। বরং স্কুল এবং কলেজে থাকাকালীন সময় থেকেই পড়ালেখার পাশাপাশি সায়েন্স ক্লাব, বিতর্ক, সাংস্কৃতিক চর্চাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দৌড়ঝাঁপ ছিল তাঁদের। কলেজে থাকাকালীন বাশিমা ছিলেন ভিকারুননিসা সায়েন্স ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারিও। স্কুল-কলেজের গন্ডি পেরিয়ে কর্মজীবনে এসেও সেই অভিজ্ঞতা তাকে অনেক বেশি সাহায্য করছে। তার আত্মবিশ্বাসী বেড়ে উঠার পেছনে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অবদান মূখ্য ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন তিনি।

বিজ্ঞানের প্রতি ভালো লাগা থেকেই ধীরে ধীরে তিনি প্রকৌশল নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এইচএসসির গন্ডি পেরিয়ে ভর্তি হন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। অপরদিকে তামযীদেরও ছোটবেলা কেটেছে ঢাকায়। গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল থেকে এসএসসি এবং ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করার পর তিনিও বুয়েটের একই বিভাগে ভর্তি হন। স্কুল-কলেজে তিনিও ছিলেন নানান সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। ছেলেবেলায় অনেকটা না বুঝেই স্বপ্ন দেখতেন নাসার বিজ্ঞানী হবেন। তবে গবেষণার প্রতি তার ভালোবাসাটা তৈরী হয় ধীরে ধীরে। বুয়েটে আসার পর তিনি সেই আগ্রহের জয়গাকে আরো সমৃদ্ধ করেন শিক্ষক এবং অগ্রজদের দিকনির্দেশনায়।

বাশিমা-তামযীদ দম্পতি

বুয়েটের শেষ বর্ষে পড়তে পড়তেই বাশিমা এবং তামযীদ যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডির জন্য আবেদন করেন। যথারীতি স্নাতক সম্পন্ন করে দুজনে ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন। এরমাঝে তারা দুজনেই গবেষণা ক্ষেত্রে কিছু ছোটখাটো অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সহপাঠী হওয়ার সুবাদে দু'জন একসাথে বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের পতাকা হাতে রাশিয়ায়তেও গিয়েছেন মাইক্রোসফট ইমাজিন কাপে অংশ নিতে।

বাশিমা তার গবেষণার মাধ্যমে 'ইন্টারনেট অব থিংস্ বা আইওটি ডিভাইসগুলোতে ব্যাটারির ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য কাজ করছেন। মূলত ব্যাটারির ব্যবহার কমিয়ে বিকল্প প্রাকৃতিক শক্তির উৎসগুলো ব্যবহার বৃদ্ধি করাই তার এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়াও কম শক্তি ব্যবহার করে ডিভাইসগুলোর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করছেন তিনি। এই নিয়ে বাশিমা বলেন, 'আমার মাথায় সব সময় চিন্তাভাবনা আসতো, কীভাবে ব্যাটারির বিকল্প ব্যবহার করতে পারি, যা আরো টেকসই প্রযুক্তি তৈরি করবে। সোলার হতে পারে আবার বিকল্প হিসেবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিও হতে পারে। আমাদের আশপাশে যে ইন্টারনেট অব থিংস আছে তা হয়ত ৩৫ সাল পর্যন্ত পৌঁছাবে। কিন্তু তার বাইরে কী হতে পারে, তা নিয়ে ভেবে এ প্রযুক্তি উন্নয়ন নিয়ে কাজ শুরু করা।

তিনি বলেন, 'যন্ত্রপাতি চালাতে যেসব ব্যাটারি লাগবে তা যে শুধু পরিবেশ বান্ধব নয় তা নয়, এগুলোর খরচও অনেক। এই চিন্তাভাবনা থেকে আমরা ব্যাটারিবিহীন সোলার সিস্টেম বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে যন্ত্রপাতি চালানোর প্রযুক্তি উন্নয়নে কাজ করছি।' আড্ডার ফাঁকে বাশিমা আরো বলেন, ধরুন আমরা উদাহরণ হিসেবে এক জোড়া জুতো নিতে পারি, এ জুতো পরে হাঁটার সময়, আমাদের উদ্ভাবন প্রযুক্তি বলে দিবে কতটুকু হাঁটা হয়েছে, দৈনিক কতটুকু হাঁটা শরীরের জন্য উপকার কিংবা কত স্প্রেড এ হাঁটতে হবে এতে লাগবে না কোন ব্যাটারি; এ প্রযুক্তির সাহায্যেই হবে সব। এ প্রযুক্তি ভবিষ্যতে মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো সহজ করে দিবে। সৌরশক্তি এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে চার্জিত হবে। এসব ডিভাইস পথচারীদের নিরাপত্তা দিতে সহায়তা করবে। শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে যানবাহন থেকে পথচারীদের নিরাপদ রাখবে এবং সিকিউরিটি নিশ্চিত করবে।'

এই গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে বাশিমা যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ফোর্বসের 'থার্টি আন্ডার থার্টি'-তে জায়গা করে নিয়েছেন। ফোর্বস প্রতিবছর ২০টি ক্যাটাগরিতে ৩০ জন করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করে। যাদের প্রত্যেকের বয়স ৩০ বছরের নিচে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সামগ্রীর সাথে আইওটি প্রযুক্তি যুক্ত করা এবং আরো সহজ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে চান তিনি। এছাড়াও চিকিৎসা এবং কৃষিখাতে ইন্টারনেট অব থিংকসের ব্যবহারকে আরো বিস্তৃত করতে চান বাশিমা। অন্যদিকে পিএইচডি চলাকালীন সময়ই তামযীদ তিনটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ করেন। শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছেন মাইক্রোসফট এবং অ্যামাজনের মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে। গবেষক হিসেবে নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের কাজকে বেশ উপভোগ করেন তিনি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরীর ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তামযীদ।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তরুণ গবেষকদের জন্য তামযীদ বলেন, 'প্রথমেই নিজের পছন্দের বিষয় খুঁজে বের করতে হবে। এর পরপরই সে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কি ধরণের গবেষণা হচ্ছে সারা পৃথিবীজুড়ে–তা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। নতুনদের বলব, একদম শুরুতেই কঠিন বিষয় নিয়ে কাজ না করে সহজ সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করা উচিত। পাশাপাশি নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাবেক শিক্ষার্থী যারা গবেষণার সাথে যুক্ত তাদের পরামর্শও অনেক বেশি সাহায্য করে।'

বাশিমা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় অ্যাট আরবানা শ্যাম্পেইন এর অধ্যাপক ন্যান্সি ম্যাক এলওয়েন এবং অধ্যাপক রমিত রয় চৌধুরীর সাথে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। এ দম্পতি বিদেশের বুকে নিজেদের মেলে ধরেছেন, যেন একখণ্ড বাংলাদেশ রুপে। সে এক খণ্ড বাংলাদেশের গল্প সবার কাছেই পৌঁছে যাওয়াই কাম্য!

যোগ্য নেতৃত্বের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ

(১৬ পাতার পর)

রয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য সব বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নির্বাহীদের প্রতি নির্দেশনা। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা বৈষম্য দূর করার পরিবর্তে তা আরো বৃদ্ধি পায়। এমন অগণতান্ত্রিক চেতনাকে পাল্টাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের ভূমিকা রাখতে হবে। কর্মকর্তাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, দেশের সুশাসনের সূচক ক্রমাগত নিম্নগামী। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধের সূত্রে জানা গেছে, গণতান্ত্রিক বিবেচনায় নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ মধ্যে ৩৯এ নেমেছে। সেখানে ২০১৭ সালে ছিল ৪৭। অথচ রাষ্ট্রের মূল নীতি হচ্ছে, সুশাসন কায়েম, মানুষের সব দুঃখ বেদনা কষ্ট লাঘব করা।

কল্যাণ রাষ্ট্রের আরেকটি অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে আইনের শাসন অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। আইনের শাসনে শাসক ও শাসিতে সমতার বিধান, শাসক হলেই শাসিতের ওপর প্রাধান্য পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থা এমন যে, শাসক মনে করেন তিনি আইনের উর্ধ্বে, অর্থাৎ ধরাছোঁয়ার বাইরে তার অবস্থান। শাসকরা এমনটা ভাবেন বলে তারা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ কথা মনে রাখেন না, কতটা তিনি করতে পারেন আর কতটা পারেন না। আইনের বিধান থেকে বিচ্যুতি ঘটায় দেশে নানা অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। নিজস্ব বিচারে ভালো মন্দ বলে যা বোঝে বা মনে করেন সেটি করেন বলে বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি-আদর্শের সীমারেখাও তারা অতিক্রম করে যান যার পরিণতিতে অন্যায় অব্যবস্থা দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এমন চেতনাই স্বৈরাচারের যা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী।

দেশে যে বাজারব্যবস্থা বিরাজ করছে তা যুগপৎ সুশাসন ও আইনের শাসনের অকার্যকরতার শামিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা র‍্যাব ও পুলিশের বাড়াবাড়ির প্রতিকার পাচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশন অনেকটাই অক্ষম। এমন একটি সংস্থাকে যদি যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তবে সেই সংস্থার পক্ষে কাজ করা কষ্টকর বটে। সে ক্ষেত্রে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়তই ঘটছে। কিন্তু তার প্রতিবিধানের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে দেশের বেশির ভাগ মানুষ জানেই না কী তার অধিকার। কোথায় তার বঞ্চনা বেদনার প্রতিকার চাইতে হবে? এ সম্পর্কে মানুষকে অবহিতকরণের বিষয়টি জরুরি বলে বিবেচনা করা উচিত। মানবাধিকার সুরক্ষার আইন ও সরকারি সংস্থা রয়েছে তার পরও কেন তা বলবৎ হচ্ছে না? মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, এক. এ-সংক্রান্ত আইনের দুর্বলতা, তা সংশোধন করা কি কঠিন ব্যাপার? সরকার চাইলে তা ত্বরিত করতে পারে। তবে কেন তা হচ্ছে না? কমিশনে খোদ চেয়ারম্যান আইনের দুর্বলতার এই কথা এক সমাবেশে অভিযোগ করেছেন। এমন খুৎ রেখে আইন রচনা করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যেসব প্রতিষ্ঠানের কাঁধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার ভার তাদের নিয়ে নানা অভিযোগ অনুযোগ রয়েছে। এতে সেসব বাহিনীর ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সম্প্রতি তাদের কার্যক্রম নিয়ে আন্তর্জাতিক নেতিবাচক সব আলোচনা হচ্ছে। এর মূল কারণ, সেসব বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে নীতি নৈতিকতার চেতনার দীক্ষা দেয়া হয় বলে মনে হয় না। অথচ তাদের ওপর জনগণের সুরক্ষার দায়িত্ব রয়েছে। কারো ওপর জুলুম নির্যাতন হলে তার পাশে দাঁড়ানোর মহান দায়িত্ব তাদের স্কন্ধে রয়েছে। সে জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার বলবৎ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এটাই মানবাধিকার নিয়ে দ্বিতীয় সমস্যা।

মানবাধিকার যদি সুরক্ষিত হয় তার অর্থ, দেশের সুশাসন কার্যকর। আমাদের গণতন্ত্র এখন তো প্রহসনে পরিণত হয়েছে, সে নিয়ে দেশে বিদেশে নানা অভিযোগ আপত্তি ও জনমনে অসন্তোষ অনুরূপ মানবাধিকার এখন নিছক একটি শব্দ হয়ে আছে, তাই চতুর্দিকে বঞ্চনা, বৈষম্য বিরাজ করছে। সংবিধানে মানবাধিকারের যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তা অর্থহীন হয়ে আছে। মানবাধিকার কমিশন একটা অকার্যকর প্রতিষ্ঠান হয়ে আছে; এতে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে, এমন একটা প্রতিষ্ঠান থাকা লোক দেখানোর জন্য প্রয়োজন; তাই তার প্রতিষ্ঠা।

দেশকে সময়ের সাথে এগিয়ে যাওয়া তথা তাল মিলিয়ে চলার জন্য অবশ্যই শাসন ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনা এখন সময়ের দাবি। আমাদের ভালো থাকতে হলে এমন অঙ্গীকার করতে হবে, যে শাসনব্যবস্থা এখন চলছে তার রূপান্তর এনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের অবশ্যই রাজনৈতিক নির্বাহীদের দিকনির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে হবে। তবে তাদের ভুলত্রুটি ও অপরিণামদর্শী কর্মকা–কে রুখে দেয়ার 'কারেজ' কর্মকর্তাদের থাকতে হবে। তাদের (আমলা) ভূমিকা রাখতে হবে এবং পরামর্শ দিতে হবে সে পথেই চলার, যা দেশ ও দশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার পথ। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনেক ব্যক্তিগোষ্ঠীর মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে নিতে চান। রাজনৈতিক নির্বাহীদের সমস্যা তাদের এখন বাছাই করার পদ্ধতিতে তথা নির্বাচনে এখন যে গলদ বিদ্যমান, তাতে সৎ যোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের বাছাইয়ের কাজটি জনগণের পক্ষে করা আজ সম্ভব হচ্ছে না। যোগ্য সৎ তথা গুণীজন কখন আজকের নির্বাচনের যে পরিবেশ তাতে নির্বাচনে অংশ নিয়ে মান ইজ্জত খোয়ানোর মানসিকতা পোষণ করেন না। তাতে ফল এটাই হচ্ছে, দেশ যোগ্য নেতৃত্বের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যাদের হাতে সমৃদ্ধি আসতে পারত।

নিউইয়র্ক সিটির নতুন মেয়র এ্যারিক

(প্রথম পাতার পর)

মায়ের ছবি তুলে ধরে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র হিসেবে শপথ নিয়েছেন এরিক অ্যাডামস।

বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি শনিবার ট্রেণে সাধারণ যাত্রীবেশে নগর ভবনে আসেন এরিক অ্যাডামস।ব্রুকলিন থেকে সিটি হলে যাওয়ার পথে ট্রেন স্টেশনে দুই ব্যক্তির মারামারি দেখে নিজেই ৯১১ করেন। এ সময় তিনি নিজের পরিচয় গোপন রেখে দূর থেকে পুলিশ এসে পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিচ্ছে তা পর্যবেক্ষন করেন।

এ ঘটনার কিছু পরই সিটি হলে মেয়র হিসেবে মাত্র ১১ মিনিটের বক্তৃতায় এরিক অ্যাডামস বলেন, তাঁর পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি বলেন, নিইউইয়র্কে কর্মহীনতা এখনো অনেক বেশি, কভিড -১৯ সংক্রমণ বাড়ছে, অপরাধ বাড়ছে। এমনসব অবস্থায় ১০০ দিনেরগুজিএসপ্নি (গেট স্টাফ ডান) পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি। নগর প্রশাসন আরও ভালো কাজ করতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন অনেক ক্ষেত্রেই অকার্যকরতা পেয়ে বসেছে। এমন অবস্থা চলতে পারে না। এ থেকে উত্তরণের জন্য তিনি সকলের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতির কথা উচ্চারণ করেছেন। এরিক অ্যাডামস বলেন , নিউইয়র্ক সিটি বন্ধ হয়ে যায়নি। এখন আবার জেগে উঠার সময়। সিটিতে ৯ মিলিয়ন লোকের সম্মিলিত স্বপ্নই এ নগরীকে জাগিয়ে তুলবে বলে তিনি উল্লেখ করেন তিনি।

নিউইয়র্ক পুলিশে ক্যাপ্টেন হিসেবে একসময় দায়িত্ব পালন করেছেন এরিক অ্যাডাম। পরে রাজনীতিতে জড়িয়ে নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক পার্টির একজন নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রুকলিনের বোরো প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি এর আগে।

অভিবাসনে রেকর্ড করেছে কানাডা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সারা বিশ্বের কাছে কানাডার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় দেশটির স্থায়ী বসবাসের সুযোগ। চলতি বছরে ৪ লাখ এক হাজার অভিবাসীকে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দিয়ে গত ১০০ বছরের মধ্যে নতুন রেকর্ড করল কানাডা।

আদিবাসীদের বাদ দিলে কানাডার জনসংখ্যার পুরোটাই অভিবাসীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। কানাডা তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে দেশটির অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে মনে করে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ক্ষমতায় আসার পর থেকে অভিবাসন সুবিধা অনেক বেড়েছে। কানাডার অভিবাসন মন্ত্রীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে- যারা নতুন করে দেশটিতে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন, তাদের একটি বড় অংশ কানাডায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন।

কানাডায় অভিবাসীদের স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দান আগামী বছরেও চলবে। গত বছরের (২০২০ সালের) অক্টোবরে ২০২১-২০২৩ সালের অভিবাসন লক্ষ্যমাত্রা কানাডার সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। আগামী বছরে (২০২২ সালে) ৪ লাখ ২১ হাজার অভিবাসীকে দেশটিতে বসবাসের সুযোগ দিতে চায় কানাডা সরকার।

এ প্রসঙ্গে অভিবাসনমন্ত্রী সিন ফ্রাসার জানিয়েছেন, গত বছর আমরা একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। আজ আমরা এটি অর্জন করেছি। এটি আমাদের দেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ আমরা আমাদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চসংখ্যক নতুনদের স্বাগত জানাতে পেরেছি।

কানাডার বাংলা পত্রিকা ‘নতুনদেশ’-এর প্রধান সম্পাদক শওগাত আলী সাগর বলেন, কোভিডে কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের সীমান্ত বন্ধ, ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞাসহ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কানাডায় ইমিগ্র্যান্টের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। লক্ষ্যমাত্রা পূরণই কঠিন হয়ে যায়। ফলে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। গত মে মাসে বিদেশি শিক্ষার্থী, ওয়ার্ক পারমিট এবং অন্যান্য উপায়ে কানাডায় অস্থায়ীভাবে বসবাসরতদের মধ্য থেকে ৯০ হাজার জনকে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়।

ক্যালগেরির রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী রূপক দত্ত বলেন, বন্ধুপ্রতিম কানাডা সরকার অভিবাসন নীতি অত্যন্ত সফলভাবে পরিচালনা করছে, তাই আমরা আশা করি প্রচুরসংখ্যক বাংলাদেশি কানাডায় এসে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করুক।

বিশিষ্ট কলামিস্ট উন্নয়ন গবেষক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষক মো. মাহমুদ হাসান বলেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির দেশ হয়েও কানাডা একটি অত্যন্ত টেকসই শক্তিশালী সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়তে সক্ষম হয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তাসহ সকল মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্নে এদেশে কোন ভিআইপি, ভিভিআইপি সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। তাই অভিবাসন প্রত্যাশীদের পছন্দের তালিকায় কানাডা এখনো সবার শীর্ষে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কানাডার বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জীবনের নিরাপত্তা, স্থিতিশীল অর্থনীতি, শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে দেশ হিসেবে বিশ্বের সবার কাছে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে কানাডা।

প্রবাসীরা বছরে ২২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠালেন

(প্রথম পাতার পর)

আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় তা কমেছে প্রায় ২১ শতাংশ। তারপরও সদ্য বিদায়ী বছরে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে বাংলাদেশে। ২০২১ সালে রেকর্ড দুই হাজার ২০৭ কোটি (২২ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এর আগে কোনও বছর এত বেশি রেমিট্যান্স দেশে আসেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

গত বছর রেমিট্যান্স বাড়লেও অর্থবছর বিবেচনায় এখনও নেতিবাচক অবস্থানে রয়েছে প্রবাসী আয়। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) রেমিট্যান্স এসেছে এক হাজার ২৩ কোটি ডলার। যা গত অর্থবছরের একই সময় ছিল এক হাজার ২৯৪ কোটি ডলার।

সেই হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রেমিট্যান্স কমেছে ২৭০ কোটি ডলার বা ২০.৯১ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সব শেষ ডিসেম্বর মাসে ১৬৪ কোটি ৯০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। ফলে সব মিলিয়ে সদ্য সমাপ্ত ২০২১ সালে বৈধ পথে ব্যাংকিং চ্যানেলে ২ হাজার ২০৭ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ এক লাখ ৮৯ হাজার ৩৬৭ কো টি টাকার বেশি (প্রতি ডলার ৮৫ টাকা ৮০ পয়সা)। যা ইতিহাসে একক বছরে সর্বোচ্চ রে মিট্যান্স আহরণ। এর আগে সর্বোচ্চ রে মিট্যান্স এসেছিল ২০২০ সালে ২ হাজার ১৭৪ কোটি ডলার এবং ২০১৯ সালে এক হাজার ৮৩৩ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের প্রথম মাস জানুয়ারিতে রেমিট্যান্স আসে ১৯৬ কোটি ১৯ লাখ ডলার, ফেব্রুয়ারিতে ১৭৮ কোটি ডলার, মার্চে ১৯১ কোটি, এপ্রিলে ২০৬ কোটি ৭৬ লাখ, মে মাসে ২১৭ কোটি, জুনে ১৯৪ কোটি, জুলাই ১৮৭ কোটি ১৪ লাখ, আগস্টে ১৮১ কোটি, সেপ্টেম্বর মাসে ১৭২ কোটি ৬৭ লাখ, অক্টোবরে ১৬৪ কোটি ৬৮ লাখ, নভেম্বর ১৫৫ কোটি ৩৭ লাখ এবং ডিসেম্বরে ১৬৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

কেন বাইডেনের জনপ্রিয়তা

(প্রথম পাতার পর)

থেকে বিশৃংখলভাবে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার থেকে শুরু করে করোনাভাইরাস মহামারি, তেল ও জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া-এরকম বেশ কয়েকটি কারণে লোকে জো বাইডেনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। বাইডেন যেভাবে এসেছিল-একটা বিরাট আশা নিয়ে যে ট্রাম্প তো গেল-এখন আমরা অন্য ধরনের দেশ, পলিটিক্স, পলিসি দেখবো। কিন্তু ঠিক যেটা সবাই আশা করছিল-ওরকম হয়নি। এখনো কিছু হয়নি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির শেষ দিনগুলোয় কংগ্রেস ভবনে টাম্প সমর্থকদের নজিরবিহীন আক্রমণের ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ ছিল উত্তাল।

এক দিকে করোনাভাইরাস মহামারিতে যুক্তরাষ্ট্র বিপর্যস্ত, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিভেদ, অসাম্য, আর বর্ণবাদী উত্তেজনা, তার ওপর আমেরিকান গণতন্ত্রের একেবারে কেন্দ্রে এই আক্রমণ-সব মিলিয়ে এক চরম অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে, অনেক প্রত্যাশা জাগিয়ে-প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন জো বাইডেন। কিন্তু এখন তার সমর্থকরাই হতাশ যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ভালো করতে পারছেন না। এমনকি ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে যারা প্রায় চিরকাল ভোট দিয়ে এসেছে-সেই কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিনো, নারী এবং তরুণ জনগোষ্ঠী-তারাই বাইডেনের প্রেসিডেন্সি নিয়ে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, বাইডেনের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হচ্ছে না, অর্থবহ কোনো পরিবর্তন সমাজে আসেনি।

কেন এই হতাশা? ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতির অধ্যাপক আলি রীয়াজ বলছেন এর কারণ একাধিক।

তিনি বলছেন, “চারটা প্রধান কারণ। তার মধ্যে প্রথম যেটা তা হলো সাম্প্রতিক কালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বা গ্যাসের অর্থাৎ তেলের মূল্যবৃদ্ধি। সেটা একটা বড় বিষয়, দ্বিতীয় কারণ হলো কোভিডটা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল, নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট আসার কারণে সেটা নিয়ন্ত্রণ ঠিক যথাযথ ভাবে হচ্ছে না। তার একটা কারণ হচ্ছে রিপাবলিকান দলের অনেক কট্টরপন্থী সমর্থক সেভাবে টিকা নিচ্ছেন না। তিন নম্বর হচ্ছে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গ, আর চতুর্থ হচ্ছে-দলের ভেতরে এক ধরনের অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সেনেটে দুজন সদস্য-জো মানচিন এবং ক্রিসটেন সিনেমার ভুমিকা বড় বড় বাধা তৈরি করছে। ফলে নতুন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না যা তার সমর্থকরা দেখতে পাচ্ছেন। ফলে এই সমস্ত বিষয় মিলে প্রত্যাশার চেয়ে কম প্রাপ্তি এ হতাশা তৈরি করেছে। তবে অন্য কেউ কেউ বলছেন ভিন্ন কথা। এরা মনে করেন বাইডেনের সমর্থকরা হতাশ-কারণ তারা আসলে বড় বেশি আশা করে ফেলেছিলেন।

টেক্সাসের এ এণ্ড এম ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহনাজ মোমেনের মতে-অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন যে জো বাইডেন খুব বড় কোনো পরিবর্তন আনার জন্য প্রেসিডেন্ট হননি। আমাদের দেখতে হবে বাইডেন প্রার্থী হিসেবে কি প্রমিজ করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন-নাথিং উইল ফান্ডামেন্টালি চেঞ্জ। উনি কিন্ত এটা পালন করেছেন। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে থেকে তাকে প্রার্থী করা হয়েছিল কারণ তাকে মনে করা হয়েছিল সবচেয়ে ইলেকটেবল-এ জন্য নয় যে তিনি যা করতে চান সেটাই সবাই চায়। আর অর্থনীতির সমস্যার মূল কারণ যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তা তো অনেকদিন ধরেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু কোভিডের কারণে বৈষম্য এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে, এত ট্যানজিবল হয়ে গেছে যে-আমি এ দেশে ২০ বছর ধরে আছি, কখনো এখানকার মিডিয়ায় অর্থনীতি নিয়ে এমন নেগেটিভ কথাবার্তা শুনিনি। কারণ সাধারণ মানুষের কষ্টটা এখন এমন পর্যায়ে যে, তা একেবারে অসহনীয় অবস্থায় চলে গেছে।

ডেমোক্রেটদের যারা সনাতনী ভোটার-যেমন তরুণরা-তারা কী চেয়েছিলেন, এবং কী হবার কথা ছিল-যা হয়নি? একটি উদাহরণ দিলেন মেহনাজ মোমেন।

“আমি আপনাকে একটা কংক্রিট উদাহরণ দেই। তরুণরা যাদের একটা বড় ইস্যু স্টুডেন্ট ডেট-বা উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্ররা যে ঋণ নেয়। বাইডেন আসার পর ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিল, বিল্ড ব্যাক বেটার-এসব উদ্যেগের মধ্যে প্রভিশন ছিল এই ঋণ মাফ করার। কিন্তু খুব কম পরিমাণ ঋণ মাফ করা হয়েছে। তা ছাড়া কিস্তি দেয়ায় যে সাময়িক বিরতি ছিল-তা আবার জানুয়ারি থেকে দিতে হবে। এ অবস্থায় তরুণ ভোটারদের মনে হতেই পারে যে আমরা এত উৎসাহ নিয়ে ভোট দিলাম, একটা ডেমক্র্যাটিক সরকার আনলাম, কিন্তু আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল-তা তো পূরণ হলো না।চ

নাজলী কিবরিয়া বলছিলেন,প্রেসিডেন্ট তার সোশাল রিফর্ম প্যাকেজ নিয়ে এগুতে পারছেন না। একটা কথা হচ্ছে যে এখনো তো কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের যে মেজরিটি আছে তা খুব কম। অনেক কিছু ওরা পাস করতে পারছে না। আর বাইডেন মনে হয় করোনাভাইরাস আর ইকনমি, ইনফ্লেশন-এগুলো নিয়ে এত ব্যস্ত যে তা বড় রকমের সোশাল রিফর্ম যেগুলো করার কথা ছিল-ইমিগ্রেশন, সিভিল রাইটস-এগুলো নিয়ে সে সেরকম কিছু করতে পারেনি।

বড় আকারের অবকাঠামো প্রকল্পগুলো যেগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে করা হয়েছিল-সেগুলোর একটি পাস হলেও অন্যটি এখনো কংগ্রেসে আটকে আছে। এর দায়ও এসে পড়েছে মি বাইডেনের ঘাড়ে-বলছিলেন মেহনাজ মোমেন। তিনি বলেন, “এই একই জিনিস আমরা ওবামা আমলে দেখেছি। ওবামা যখন নির্বাচিত হন তখনো কংগ্রেসে, সেনেটে ডেমোক্র্যাটদের ভালো প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ওই সময়ও তারা কোন পলিসি পাস করতে পারেনি। যে বাধাগুলো আসছে-রিপাবলিকানদের দিক থেকে যতখানি আসছে তার চেয়ে দুজন ডেমোক্রেট সদস্য জো মানকিন এবং ক্রিসটেন সিনেমা-তারা এ বাধাটা সৃষ্টি করছে। তারা সাংঘাতিক কনসারভেটিভ এবং তারা যা বলছে তার সাথেই সমঝোতা করে চলতে হচ্ছে। এটা তো প্রেসিডেন্ট এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি দুজনেরই ব্যর্থতা। এরকম কেন হবে? সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থাতেই যদি তারা বলে যে আমরা পারছি না-তাহলে তাদেরকে আমরা কেন নির্বাচন করবো?চ

একটা প্রত্যাশা ছিল যে এসব কর্মসূচি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের ধারা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও-যুক্তরাষ্ট্রকে এক নতুন দিকনির্দেশনা দেবার ক্ষেত্রে বাইডেন খুব হুঁশিয়ার হয়ে এগুচ্ছেন।

অধ্যাপক আলি রীয়াজ অবশ্য বলছেন, এ সতর্কতার দরকার আছে। কারণ নাটকীয় কোন পরিবর্তন আনতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

“পূর্ববর্তী চার বছরে ট্রাম্প প্রশাসনের নেয়া পদক্ষেপগুলো অকার্যকর করে দেয়ার প্রত্যাশা হয়তো ছিল-কিন্তু সেটার কতগুলো বাস্তব সমস্যাও আছে। মনে রাখতে হবে ট্রাম্পের সমর্থক আছে, সর্বোপরি রিপাবলিকান পার্টির একটা বড় অংশ এখনো ট্রাম্পকে সমর্থন করে। ফলে সতর্ক থাকাই স্বাভাবিক। কিছু কিছু বিষয় জাতীয় স্বার্থ এবং ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনাতেই বাইডেনকে অব্যাহত রাখতে হচ্ছে।

“যেমন ধরুন চীনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজেই দেখতে পাবেন যে ট্রাম্পের নীতিরই এক ধরনের কন্টিনিউইটি আছে। এগুলো আস্তে আস্তে পারিবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে। যেমন ইরানের সাধে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তিনি কঠোর অবস্থান নিয়েছেন রাশিয়ার ব্যাপারেও-যেটা আসলে ট্রাম্পের সময় নেয়া হয়নি। নেটোকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হচ্ছে। পুতিনের সাথে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার আলোচনা করেছেন বাইডেন । ইউক্রেন প্রশ্নে খুব স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্র একটা অবস্থান নিয়েছে-যেটা অতীতে ছিল না। এই পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি।চ

একই রকমের হতাশা তৈরি হয়েছে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসকে নিয়েও । শুধু সাধারণ আমেরিকানরাই নন, এমন কি তার স্টাফদেরও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন তার কাজ ও নেতৃত্বের স্টাইল নিয়ে।

“এটা নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করছে। প্রথমে যখন বাইডেন-হ্যারিস এলো, সবাই মনে করেছিল যে কমালা হ্যারিসের খুব নাম দেখা যাবে। কিন্তু গত এক বছরে কোন পলিসিতে তার কোন লিডারশিপ-বা তার কোন প্রভাব-দেখা যাচ্ছে না।চ-বলছেন নাজলী কিবরিয়া।

আলি রীয়াজ বলছেন, “মনে রাখতে হবে কমালা হ্যারিস একজন নারী। একধরনের নারী-বিদ্বেষী মনোভাব, প্রচার-এ তো আছেই। কিন্তু প্রচারগুলো যেভাবে হয়, যে প্রেসিডেন্টের সাথে তার ভিন্নমত আছে ইত্যাদি, বা তিনি যথেষ্ট কাজ করছেন না-এগুলো আসলে অতিরঞ্জিত। আর অনেকে অনুমান করছেন যে দ্বিতীয় মেয়াদে বাইডেন হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, এবং কমলা হ্যারিস সম্ভবত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন। এসমস্ত অংক শুরু হয়েছে, এজন্য এসমস্ত প্রচার-প্রচারণা আছে।”

বিপুল ভোট পেয়ে নির্বাচনে জিতলেও ক্ষমতাসীন হবার পর সব প্রেসিডেন্টই কিছুটা জনপ্রিয়তা হারান- এটা আগেও অনেকবার দেখা গেছে। বাইডেনের ক্ষেত্রেও হয়তো তাই হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো-২০২২ সালে হাউজ ও সেনেটের আসনগুলোর যে মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে-তার আগে বাইডেন তার হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাবেন কিনা।

মেহনাজ মোমেন ও আলি রীয়াজ দুজনেই বলছেন, এ ক্ষেত্রে মি. বাইডেনের সামনে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক মেহনাজ মোমেনের মতে, যত সময় যাচ্ছে ততই এটা কঠিন হয়ে পড়বে।

“এখন যদি হঠাৎ ইকনমি ভালো হয়ে গেল, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এসে গেল, আমরা আর কোভিড নিয়ে কথা বলছি না এরকম ধরনের একটা অবস্থা হলে হয়তো একটা টার্নঅ্যারাউণ্ড হতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কোন আমূল পরিবর্তন না হলে আমার মনে হয় টার্নঅ্যারাউন্ড খুব কঠিন হবে।চ

অধ্যাপক আলি রীয়াজ বলছেন, “এখানে তিনটি বিষয় আছে। একটা হলো যে দলের প্রেসিডেন্ট থাকেন, সে দলের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল সাধারণতঃ ভালো হয় না। তা ছাড়া গত নির্বাচনের পর অন্তত কুড়িটি অঙ্গরাজ্যে ভোটারদের বিভিন্ন রকম সুযোগসুবিধা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে আইন পাস করা হয়েছে। এগুলোর ফলে বিপুল পরিমাণ ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। ফলে ভোট কমতে পারে। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ যেটা-সাধারণ মানুষের জীবনমানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন যেসব পদক্ষেপ মি. বাইডেন নেবার চেষ্টা করেছিলেন-সেগুলো রিপাবলিকান পার্টির কারণে এবং ডেমোক্র্যাটদের একটা ক্ষুদ্র অংশের কারণে, আটকে যাচ্ছে। এগুলো ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য চ্যালেঞ্জ, বড় রকমের চ্যালেঞ্জ। তবে একটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে। এর পেছনে আবার একটা ইতিবাচক দিক আছে। সেটা কি? এমনকি মধ্যবর্তী নির্বাচনেও ট্রাম্পের ছায়া আমরা দেখতে পাবো। তিনি রাজনীতিতে আছেন, এবং প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত এরকম হয়ে দাঁড়াতে পারে যে-কংগ্রেসে রিপাবলিকান পার্টিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা মানে ট্রাম্পকে শক্তিশালী করা। আমরা কি ট্রাম্পকে শক্তিশালী করতে চাই? নাকি চাই না? এভাবে যদি প্রশ্নটা উত্থাপিত হয় এবং সেটা যদি ডেমোক্র্যাটরা কাজে লাগাতে পারে-তাহলে ডেমোক্র্যাটদের ভালো করার সুযোগ আছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ আছে-বড় রকমের চ্যালেঞ্জচ-বলছেন অধ্যাপক রীয়াজ।

কংগ্রেস ও সেনেটের আসনগুলোর মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে ২০২২ সালের নভেম্বরে । অর্থাৎ এখন থেকে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে।

বাইডেন সমর্থকরা বলছেন যে করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে এলে এবং উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে তাদের প্রতি ভোটারদের এই হতাশা কেটে যাবে, এবং বাইডেনের জনপ্রিয়তাও বাড়বে। এখন এটাই দেখার অপেক্ষা যে নতুন বছরে তা ঘটে কি না।

নিউইয়র্কে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

(প্রথম পাতার পর)

ফিরেছে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে।

নিউইয়র্কের তিনটি ডাউনস্টেট কাউন্টি ওয়েস্টচেস্টার, নাসাউ ও সাফোক এর কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি প্রতি ঘণ্টা ১৫ ডলারে উন্নীত হবে। নিউইয়র্ক সিটিতে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মীরা ২০১৮ সালের শেষদিক থেকে প্রতি ঘণ্টা ১৫ ডলার হারে মজুরি লাভ করছিল, এখন থেকে লং আইল্যান্ডের কাউন্টিগুলো সেই হারে মজুরি লাভ করবে, যা সিটির বর্তমান মজুরি হারের সমপরিমাণ হবে। ফাস্টফুড স্টোরের কর্মীর তাদের কাজের জায়গা যেখানেই হোক না কেন তারা সমগ্র নিউইয়র্ক স্টেটে ১৫ ডলার হারেই মজুরি লাভ করছে। এর বাইরে স্টেটের অবশিষ্ট যে কোন স্থানে অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে কর্মীদের মজুরি যার বর্তমানে ঘণ্টাপ্রতি ১২.৫০ ডলার, তা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ ডিসেম্বর উন্নীত হয় ১৩.২০ ডলার।

২০১৬ সালে স্টেট আইন সভায় পাসকৃত ‘নিউইয়র্কের মিনিমাম ওয়েজ প্যাকেজের’অংশ হিসেবে এবং সাবেক গভর্নর এন্ড্রু ক্যুমোর অনুমোদনে আইনে পাঁচ বছরের মধ্যে মজুরি বৃদ্ধির কথা থাকলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কোভিড-১৯ এর চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় মজুরি বৃদ্ধিও বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং কাজে গতি সঞ্চারের জন্য মজুরি বৃদ্ধি আর বিলম্ব না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্টেট পরিসংখ্যান অনুযায়ী বেসরকারি খাতে মোট কর্মীর মধ্যে মহামারীকালে ১০ লাখ কর্মী কর্মচ্যুত হয়েছিল, যা স্টেটের বেসরকারি খাতের মোট কর্মী সংখ্যার ৫৭ শতাংশ এবং এসব কর্মী নিয়োজিত ছিল প্রধানত খুচরা ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা ও আতিথেয়তা বা হসপিটালিটি খাতে। অতএব ক্ষতিগ্রস্ত এ খাতগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে হলে কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। লেবার কমিশনার রবার্টা রিয়ারডন বলেছেন, মজুরি বৃদ্ধির এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি যে, সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, অনেক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ন্যূনতম মজুরির চেয়ে বেশি মজুরি প্রদান করছে। কারণ মহামারীকালে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে কর্মী চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত এপ্রিলে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, যাতে ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি থেকে ফেডারেল কন্ট্রাক্টরদের ন্যূনতম প্রতি ঘণ্টা ১৫ ডলার মজুরি পরিশোধের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়েছে।

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS
Biman BANGLADESH AIRLINES
Emirates
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
DELTA AIR LINES
AmericanAirlines

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
$৬৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return

ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত

আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ

কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ

পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

Fly
Emirates
SPECIAL FARE
Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai
From
New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles
718-200-2655
718-406-9745
World Tours and Travel
MD. Shamsuddin, MBA CEO
37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands
১ ঘন্টায় ব্যানার
এখন জ্যামাইকাতে
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP
আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন
ডিজিটাল ব্যানার
বিজনেস কার্ড
পোস্টকার্ড
ফ্লায়ার
ক্যালেন্ডার
ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
সাইন
পোস্টার
ম্যাগাজিন
স্টিকার প্রিন্ট
লেমিনেশন
টি-শার্ট
আইডি কার্ড
মেন্যু
রিসিট বুক
লেটার হেড
ইনভাইটেশন কার্ড
রোল আপ ব্যানার
সাইড ওয়াক সাইন
পাসপোর্ট ফটো
WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION
JOB PROPOSAL
WRITTEN
আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি
100% BEST QUALITY
929-372-7445, 845-793-4580
www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
callijventures@gmail.com

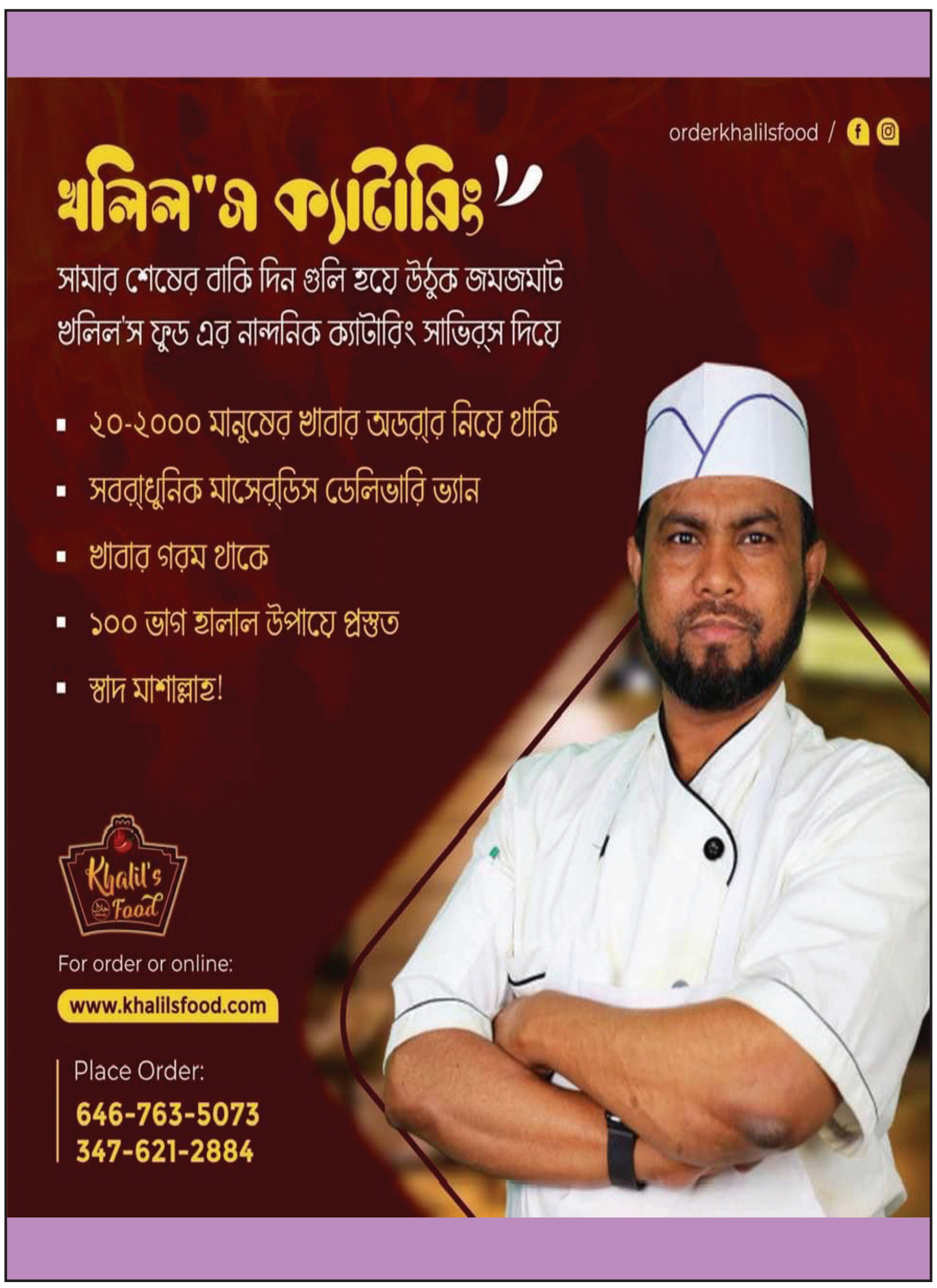
orderkhalilsfood /
খলিল"স ক্যাটারিং"
সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে
২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
সবাধুনিক মাসেরভিস ডেলিভারি ভ্যান
খাবার গরম থাকে
১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
স্বাদ মাশাল্লাহ!
Khalil's Food
For order or online:
www.khalilsfood.com
Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

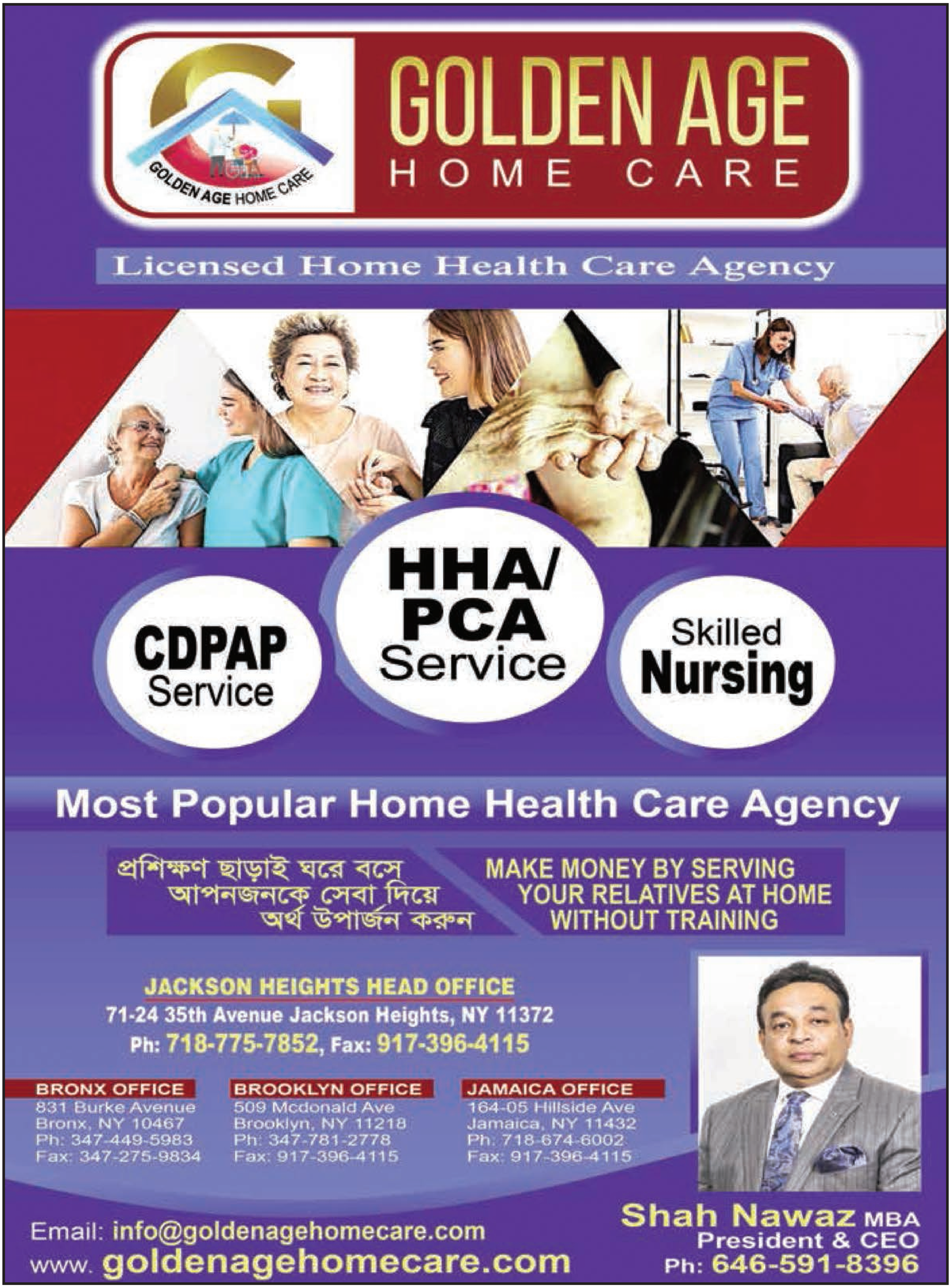
GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Health Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন
২০২২

৯ জানুয়ারী, রবিবার ২০২২
সময় ঃ দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

স্থান ঃ জুইস সেন্টার
৩৭ এভিনিউ ও ৭৭ স্ট্রীটের কর্ণারে

প্রধান অতিথি
জামসেদ আনোয়ার তপন
সাধারণ সম্পাদক, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ

বিশেষ অতিথি
রফিকুল হাসান জিন্নাহ
সহ-সভাপতি, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদ

বিশেষ অতিথি
আজিজুল মালিক
সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি, দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য- কানাডা ও আমেরিকা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী

আয়োজনেঃ আহ্বায়ক কমিটি
উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্র

JBBA®

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব নিউইয়র্ক ইনক (জেবিবিএ)

Jackson Heights Bangladeshi Business Association of NY Inc (JBBA)

Election Commission
2021-2022

Wish you a Happy
New Year
2022

সম্মানিত JBBA NY Inc. এর ভোটারবৃন্দ
সালাম/আদাব

নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা। আসন্ন ৯ জানুয়ারী ২০২২, JBBA NY Inc. এর নির্বাচনে ভোটার হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। উক্ত নির্বাচনে CDC Guidelines বা NYS-এর স্বাস্থ্য বিধি মেনে ভোট প্রদান করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার স্বার্থে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত চিফ ইলেকশন কমিশনার
৯১৭-৮৬৮-১৫৭৫

জাফর মিতা
ইলেকশন কমিশনার
৩৪৭-২৬৮-৫৮১৬

আবুহেলেন হোসেন
ইলেকশন কমিশনার
৯১৭-৪৯৬-৭৯৬৬

বেলায়েত হোসেন
ইলেকশন কমিশনার
৯১৭-২০৯-৮১৯১

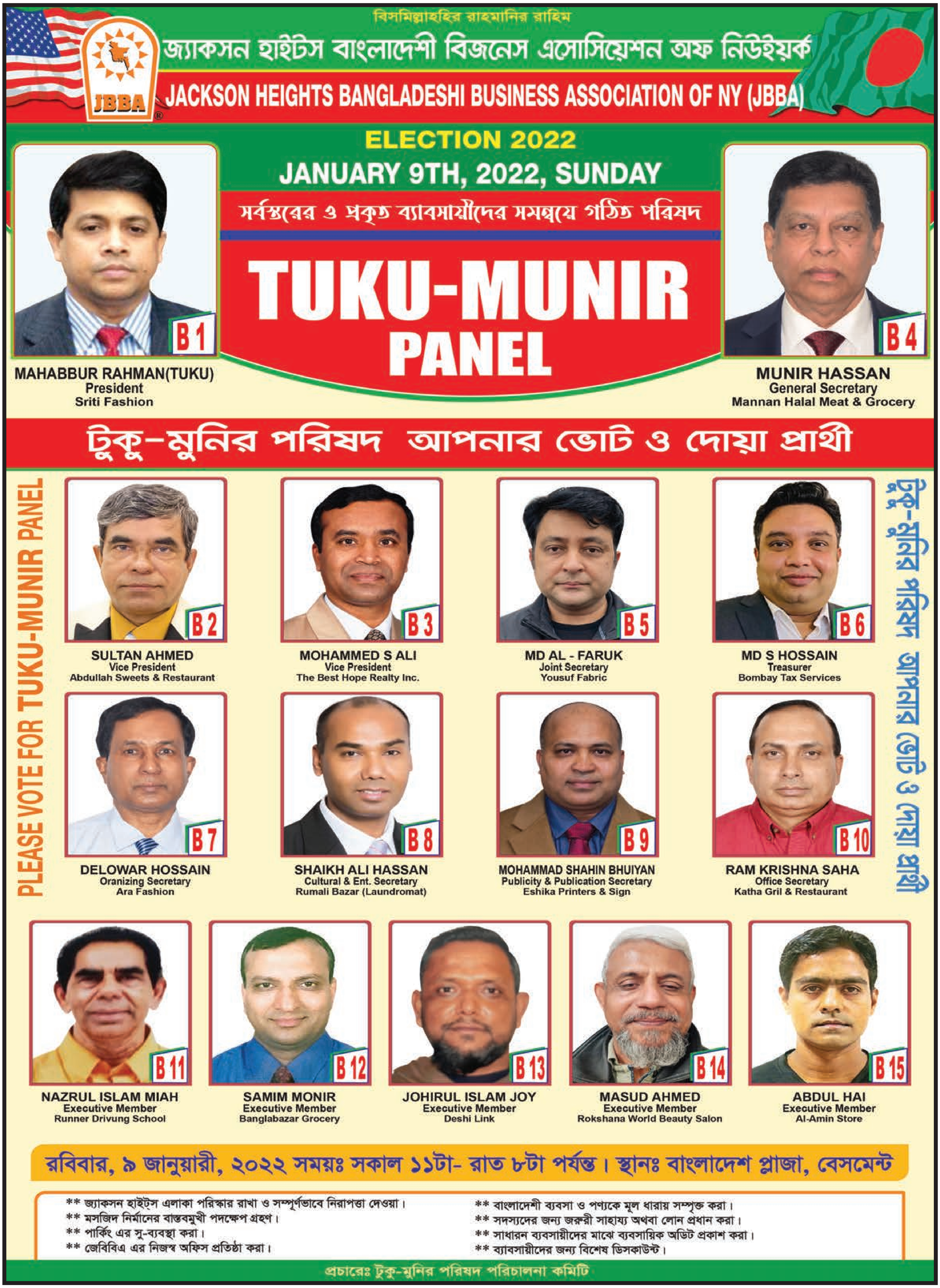
বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম
JBBA
জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অফ নিউইয়র্ক
JACKSON HEIGHTS BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION OF NY (JBBA)
ELECTION 2022
JANUARY 9TH, 2022, SUNDAY
সর্বস্তরের ও প্রকৃত ব্যাবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ
TUKU-MUNIR PANEL
B1
MAHABBUR RAHMAN(TUKU)
President
Sriti Fashion
B4
MUNIR HASSAN
General Secretary
Mannan Halal Meat & Grocery
টুকু-মুনির পরিষদ আপনার ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR TUKU-MUNIR PANEL
B2
SULTAN AHMED
Vice President
Abdullah Sweets & Restaurant
B3
MOHAMMED S ALI
Vice President
The Best Hope Realty Inc.
B5
MD AL - FARUK
Joint Secretary
Yousuf Fabric
B6
MD S HOSSAIN
Treasurer
Bombay Tax Services
B7
DELOWAR HOSSAIN
Oranizing Secretary
Ara Fashion
B8
SHAIKH ALI HASSAN
Cultural & Ent. Secretary
Rumali Bazar (Laundromat)
B9
MOHAMMAD SHAHIN BHUIYAN
Publicity & Publication Secretary
Eshika Printers & Sign
B10
RAM KRISHNA SAHA
Office Secretary
Katha Gril & Restaurant
টুকু-মুনির পরিষদ আপনার ভোট ও দোয়া প্রার্থী
B11
NAZRUL ISLAM MIAH
Executive Member
Runner Drivung School
B12
SAMIM MONIR
Executive Member
Banglabazar Grocery
B13
JOHIRUL ISLAM JOY
Executive Member
Deshi Link
B14
MASUD AHMED
Executive Member
Rokshana World Beauty Salon
B15
ABDUL HAI
Executive Member
Al-Amin Store
রবিবার, ৯ জানুয়ারী, ২০২২ সময়ঃ সকাল ১১টা- রাত ৮টা পর্যন্ত। স্থানঃ বাংলাদেশ প্লাজা, বেসমেন্ট
** জ্যাকসন হাইটস এলাকা পরিস্কার রাখা ও সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তা দেওয়া।
** মসজিদ নির্মানের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।
** পার্কিং এর সু-ব্যবস্থা করা।
** জেবিবিএ এর নিজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠা করা।
** বাংলাদেশী ব্যবসা ও পণ্যকে মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা।
** সদস্যদের জন্য জরুরী সাহায্য অথবা লোন প্রধান করা।
** সাধারন ব্যবসায়ীদের মাঝে ব্যবসায়িক অডিট প্রকাশ করা।
** ব্যাবসায়ীদের জন্য বিশেষ ডিসকাউন্ট।
প্রচারেঃ টুকু-মুনির পরিষদ পরিচালনা কমিটি

কেআইবি নেত্রী ড.বিলকিস বেগমকে সবংর্ধনা দিল শেরেবাংলা এলামনাই

যুক্তরাষ্ট্র সফররত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের (কেআইবি) নেত্রী ও বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি বিলকিস বেগম পিএইচডি-কে সবংর্ধনা দিল শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিশেন, আমেরিকা। গত শনিবার কুইন্সের জামাইকাস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি মীর ফরিদ উদ্দীনের সভাপতিত্বে এ সবংর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক সেকেন্দার আলী।অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক বিলকিস বেগমকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ক্রেস্ট প্রদান করেন। তাকে উপহার হিসেবে সংগঠনের স্যুভেনীর ২০২১ ও সংগঠনের নাম খচিত মগ প্রদান করা হয়। তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন প্রফেসর কৃষিবিদ ফারুকুজ্জামান স্বপন ও ফেডারেল সরকারের এমপ্লয়ই কৃষিবিদ বিদ্যুৎ রায়। সভায় বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরেন। বিলকিস বেগম বাংলাদেশের উন্নয়নে কৃষিবিজ্ঞানীরা কিভাবে ভূমিকা রাখছেন তা ব্যাখ্যা করেন।

বিলকিস বেগম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে কানেকটিকাট ও নিউ ইয়র্ক সফর করেন। তিনি বর্তমানে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তাকে দেয়া এ্ সবংর্ধনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন রেজাউল হক মানিক, বিদ্যুৎ রায়,তপতী রায়, প্রভাত বোস, এম এ মামুন, জিয়াউল ইসলাম জিয়া ও মনোয়ারুল ইসলাম।

সাহিত্য সাময়িকী

রাত পোহালেই পরী
মাহমুদ কামাল

রাত পোহালেই তুমি পরী হয়ে যাও
প্রতিরাতে আরব্য রজনীর মতো
যে গল্প শোনাও তুমি
ভোরের আজান শেষে
গল্পের মাঝ পথে পরী হয়ে যাও
তোমার গল্প শুনে ফিরে পাই
হারানো যৌবন।
রাতের নিঃস্বনে ঘটে যাওয়া
যত সর্বনাশ
ফুটন্ত কড়াই থেকে পুনর্বার
জেগে ওঠে পরের অধ্যায়।

যুদ্ধের পরে এসে দেখলাম
হিলারী হিটলার আভী

প্রাণপণ নয় মাস যুদ্ধের পরে
আমি সংসারে এসে দেখলাম ড়ড়
আমার জমিলার হাড়গুলো মেঝেতে এলোমেলো কীটপতঙ্গের দখলে!
#
পাঁচ বছরের ছেলে তুষারের রক্তাক্ত শার্ট
তার আর কোন চিহ্ন নেই!
#
হায়েনাদের সাতজোড়া বুট অভিশপ্ত কঙ্কালের মতই পড়ে আছে মেঝেতে!
বুটের দাপাদাপিতে মেঝের মাটি কৃত্রিম নগ্ন, উষ্কখুষ্ক, বিবর্ণ!
#
গোলাপ ছোপ ছোপ রক্তের দাগ মেঝেতে, দেওয়ালে, মাচাতে
এমনকি শুকনো পোড়া রুটিতেও!
#
বুঝলাম!
আমি অবশেষে বুঝলাম!!
জমিলা!
আমার জমিলা!!
জমিলা গণধর্ষিতা হবার পরেও জীবন ভিক্ষা পায়নি!!!

প্রাতঃরাশ
রেজাউদ্দিন স্টালিন

প্রতিটি মানুষের জীবন আরব্য রজনীর অনিঃশেষ গল্প
শাহেরজাদী আর সুলতানের
ভূমিকায় অবতীর্ণ আমরা
কখন এই বিমূর্ত রাত্রি ক্লান্ত পায়ে
সূর্যোদয়ের সামনে নতজানু হবে
আর নতুন এক গল্প দিয়ে শুরু হবে
প্রাতঃরাশ

প্রজাপতি, রুমাল এবং প্রেম
মাসুম আহমদ

প্রিয় প্রজাপতি,
তুমি কার চিবুক ছুঁয়ে
এমন বাউল হয়ে ঘুরে বেড়াও?
প্রিয় রুমাল,
তুমি কার স্পর্শ
এমন করে দু'হাতে আগলে রাখো বুকের পাঁজরে?
প্রিয় প্রেম,
তুমি কার বিষে খুন হও
সকাল,দুপুর.সন্ধ্যায়,মাঝেমাঝে রাতের শেষ ভাগে?
আমিও বা কেন
হাতের তালুর আঁকাবাঁকা রেখায় লুকিয়ে রেখেছি
প্রজাপতি, রুমাল এবং প্রেম প্রিয় হয়ে উঠার গল্প?

চর্যাপদ যুগের বাঙাল আমি
শেখর ভট্টাচার্য

সৈনিক কিংবা রাজা ম্যাকবেথ নই আমি,
পাপে পরিপূর্ণ হাত, ধুতে ধুতে
সাগরের সব জলে শুকোয় না পাপ ।
আমাকে জানেন শুধু
অসীম শূন্যের , দ্যুতিময় এক অন্তর্যামী ।

লোভাতুর নই আমি , যেমন ছিলেন
লেডি ম্যাকবেথ , মনের ভেতরে নেই
ঈর্ষা আর ক্রোধের আগুন , পলির মায়ার টানে
মানবীয় প্রমিথিউস , শুধুই এগোই ।
চর্যাপদ যুগের , নিখাদ বাঙাল আমি ,
বলি- মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই ।
রাজনীতি বুঝি না , বুঝি না কূটনীতি,
শ্রেষ্ঠ মানুষ যদি হই ।
তাহলে? শেয়াল ডাকা সন্ত্রস্ত পৃথিবীতে,
মানুষ হলে পরে, আর কিছু চাই?

মনুষ্যচ্যুত
গোলাম কিবরিয়া পিনু

যে-কোনো ট্রেন লাইনচ্যুত হলে
তোমার ট্রেনও থমকে যাবে,
ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না
একই লাইনে তো চলাচল
বিকল্পও নেই!
কত জংশন থেকে কত ট্রেন আসে!
কোনোটা দ্রুতযান কোনোটা লোকাল,
কোনোটার গতি বেশি কোনোটার কম।
দম কমে যায় অপেক্ষায় থাকতে থাকতে
কখন উদ্ধারকারী ট্রেন এসে পৌঁছাবে?
উদ্ধারকারী ট্রেন আসতে এত দেরী কেন?
ঈশ্বরদীতে উদ্ধারকারী ট্রেনের চালক কি
ঘুমিয়ে পড়েছে?
লাইনচ্যূত ট্রেনের মতন মানুষও মনুষ্যচ্যুত হলে
তুমিও থমকে যাবে!
থমকে যাবে সমাজ ও দেশও!
ট্রেন লাইনচ্যূত হওয়ার পর
দশ ঘণ্টা পর হয় তো ট্রেন চলবে!
গন্তব্যেও পৌঁছাবে!
মানুষ মনুষ্যচ্যূত হতে থাকলে?
কোথায় পৌঁছাবে তুমি ।

বিরহ সুখ
রোকন রেহান

ইচ্ছে করেই
একটা বিরহ রাখলাম।
তার হাতের স্পর্শ , চোখের কাজল ও শাড়ীর ভাঁজ খুলে দেখা হলো না ।
#
আমাদের প্রথম দেখায়
সন্ধাকে বলেছিলাম দীর্ঘতর হও, সে আমাকে লম্বা যানজটের ছবি দেখিয়ে বলেছিল
ওঅভয় দিচ্ছি সময়কে আনলিমিটেড করে দিলামও ।
#
আমরা মুখোমুখি বসেছিলাম
কিন্তু তেমন করে সুখের কথা বলা হয়নি , তেমন করে দু:খের কথাও বলা হয়নি ।
শুধু লজ্জা ভেঙে সাবলীল হতে চেয়েছি- পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ।
#
অজস্র বছর ধরে পৃথিবী হাঁটছে , সূর্য হাঁটছে এবং মানুষও হাঁটছে !
সাথে সাথে অজস্র গল্প বলে যায় সময় ।
শরতের ফুল, রমণীর প্রণয়লিপ্ত ইচ্ছেরা বড় মোহময়ী হয়ে
মোঘল হেরেমের সুগন্ধী ছড়ায়
সব সুখ কাছে থেকেও অপেক্ষাই আজ বড় সুখ হয়ে কাঙ্ক্ষিত।
প্রেম তো আজীব মিঠাই রতিগৃহে তার মৃত্যু অবধারিত !
#
প্রণয়ী বিরহ মাগি তোমার কাছে,
অঘ্রাণ প্রান্তরে যদি দেখা হয় , তাহলে হেঁটে হেঁটে কিছুটা সময় গল্প করবো,
কিছুটা অভিমান জমা থাক , সব কথা একবারে বলতে নেই ।
ফের কোনোদিন দেখা হলে..... বিরহ ভাঙবো ।

লঞ্চ দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ আহতদের মাঝে অর্থ সহায়তা করেছে সাদাকাহ ইউএসএ

নিউইয়র্কঃআজ দুপুরে তিনি শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ইনিস্টিটিউট পরিদর্শনে গিয়ে আর্থিক অনুদান ও অগ্নিদগ্ধদের জন্য দোয়া মোনাজাত করেন। তিনি অভিযান-১০ লঞ্চে অগ্নিদগ্ধদের স্বাস্থ্যের খোজ খবর নেন। কথা বলেন চিকিৎসকদের সাথেও।

লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিহত ও দগ্ধদের জন্য সরকারের সহায়তার প্রশংসা করেন আলহাজ্ব মাওলানা শাহ মোঃ সাইফুলাহ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ায় ভাল চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন দগ্ধ ও আহতরা। আর নিহত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানান সাদাকাহ ইউএসএ'র উপদেষ্টা ছারছীনা দরবার শরীফের বড় হুজুর আলহাজ্ব মাওলানা শাহ মোঃ সাইফুলাহ সিদ্দিকী।

এসময় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ইনিস্টিটিউট পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর হিউম্যান রাইট মুভমেন্ট (সিএইচ আর এম) এর সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এম.এম. মিজানুর রহমান, প্রফেসর মাওঃ মোঃ শামসুদ্দিন ও জনাব মোঃ জুবায়ের আহমেদ প্রমুখ।

উলেখ্য, সাদাকাহ ইউএসএ লঞ্চ দুর্ঘটনার পরপরই নিহতদের জানাযা ও দাফনের জন্য সহায়তা নিয়ে সবার আগে কাজ শুরু করেছে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবিরা

আহত ও দগ্ধদের বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাজ করছেন। এবার ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ইনিস্টিটিউটে ভর্তি হওয়া দগ্ধ অসহায়দের জন্য সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এ সাহায্য সংস্থার প্রধান নির্বাহী মুহম্মদ শহীদুলাহ। এর আগে নারায়নগঞ্জে মসজিদে বিস্ফোরনে দগ্ধ হয়ে নিহতদের দাফন, তাদের স্বজনদের জন্য এককালীন বিভিন্ন সহায়তার পাশাপাশি আহতদের জন্য অর্থসহায়তা ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এছাড়া নেত্রোকোনার হাওরে নৌকাডুবিতে মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় ও আহতদের জন্য সহায়তার বাড়িয়েছে সাদাকাহ ইউএসএ। নিহতদের জানাযা, দাফন এমনকি পরবর্তিতে প্রত্যেক পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা, সন্তানদের শিক্ষার খরচের ব্যবস্থা করেছে সংস্থাটি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিষ্টার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রাভেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬১ সাবওয়ে-এর অর্ধব্লক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।

অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

* কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
* স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
* লেড বিষ সম্বন্ধীয়
* বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
* ভুল চিকিৎসা
* মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
* কাজের সময় দুর্ঘটনা
* পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
* ক্রটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
* অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
* মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
* যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law

225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007

Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place	70-17 37th Avenue
(Across the Fulton St.)	(Betw. 70 & 71st Street)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)	East Side of BQ Express Way
Brooklyn, NY 11216	Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100	Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112	Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্‌তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্‌তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস

সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস। সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০। সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating · Inspiring

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

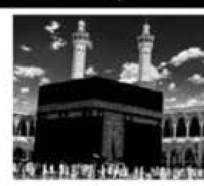

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates SAUDIA ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

উৎসব হোক গণতান্ত্রিক অধিকার ও জাতীয় ঐক্যের

ড. মাহবুব উল্লাহ্

১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের জনগণ মিত্র দেশ ভারতের সহায়তায় পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। এ আত্মসমর্পণ ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য মহান বিজয় অর্জন। এ বিজয় শুধু বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়, এ বিজয় দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমুখী পরিবর্তনের সূচনা করে। বাংলাদেশের জনগণের জীবনে এ বিজয় পরবর্তী দিনগুলোতে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কী কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে সাহসী হয়েছিল, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আয়তনের দিক থেকে পাকিস্তানের আয়তনের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে পাকিস্তানের এ প্রদেশটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে ঈর্ষণীয় অবদান রেখেছিল।

পাকিস্তান দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর এসব নেতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মানসিক সংকীর্ণতা এবং প্রচন্ডভাবে অনৈতিক ভেদনীতির ভুক্তভোগী হয়ে পড়েন। মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ নামটির অর্থ হলো জনগণের মুসলিম লীগ। এ দল গঠনের ফলে এই অঞ্চলে বিরোধীদলীয় রাজনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

সদ্য গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের উচ্চতর নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন মরহুম শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান এবং আতাউর রহমান খানসহ অনেকে। ওই সময়, এমনকি পরবর্তীকালেও একজন সংগঠক হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বোচ্চ যোগ্যতার পরিচয় দেন।

মওলানা ভাসানী ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি। তিনি প্রায়ই ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এবং সভা-সমিতিতে বলতেন, 'মুজিব আমার ৩২ জন সেক্রেটারির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেক্রেটারি ছিল।'

পরবর্তীকালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানকে সপ্রশংস দৃষ্টিতেই দেখতেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উল্লিখিত নেতারা মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ষড়যন্ত্রের ফলে প্রান্তিকতায় নিক্ষিপ্ত হন। পুরো ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের অঙ্গন থেকে এসব নেতার বিচ্ছেদ পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে তোলে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে এক বড় মাইলফলকে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানের অর্থনীতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নিঃসন্দেহে বৃহত্তর হিস্যা ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। এ প্রদেশের পাট, চা, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানি করে পাকিস্তান তার বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারকে অধিকতর পূর্ণ করত। অথচ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য অনেক কম পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার বরাদ্দ দিত। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হয়েছিল।

ভাষা নিয়ে পাকিস্তানিদের অনেক ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে আমরা দেখেছি। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জেদ, রোমান বা আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব এবং পাকিস্তানি ভাবধারার পরিপন্থি অজুহাতে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত প্রচারে নানামুখী নিয়ন্ত্রণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের মনে পাকিস্তান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দৃঢ়মূল করে তুলেছিল। পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোতে গণতন্ত্রের চর্চা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করা হচ্ছিল।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে জনতার কাতারে শামিল হতে সক্ষম হন। ততদিনে তিনি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বিধৌত বাংলাদেশের অবিসংবাদী নেতায় পরিণত হন। পরবর্তীকালে পরিণত হন বাংলাদেশের স্থপতিতে। তার বাগ্মিতা হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো বাংলাদেশের জনগণকে রক্তাক্ত অভিযাত্রায় নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ক্যান্টনমেন্টের বিচারালয় থেকে সাংবাদিক আতাউস সামাদের মাধ্যমে তার মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে মওলানা ভাসানীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। মওলানা ভাসানী প্রয়াত সাংবাদিক আতাউস সামাদের কাছ থেকে শেখ মুজিবের অনুরোধের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বলেন, 'মুজিব একথা বলেছেন!' মওলানা ভাসানী ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পল্টন ময়দানের সভায় বজ্র নির্ঘোষে উচ্চারণ করলেন, 'ফরাসি বিপ্লবের মতো ক্যান্টনমেন্ট ভেঙে মুজিবকে মুক্ত করে আনব।' সেদিনের এ সভাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্থাপন করেছিল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। অর্থাৎ দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্যবধানে। ১৯৭০-এ সমগ্র পাকিস্তানভিত্তিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। এক লোক এক ভোট নীতির ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী হয়। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা নির্বাচনের এ ফলাফল দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারা ভুট্টোকে সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে শুরু করে। নানা রকম নাটক করে তারা গণতন্ত্রের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর আকাঙ্ক্ষা দমনের উদ্দেশ্যে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। অবশেষে সমঝোতার জন্য যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তা ভন্ডুল করতে এ অঞ্চলের জনগণকে অন্ধকারে রেখে ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। ২৫ মার্চ (১৯৭১) রাতে শুরু হলো অপারেশন সার্চলাইট। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী এ অপারেশনের নামে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যা শুরু করে। সামরিক অভিযানের কবলে পড়ে লাখ লাখ পূর্ব পাকিস্তানী পুরুষ ও নারীকে হত্যা করা হয়। নারীর সম্ভ্রমহানি সব মাত্রা অতিক্রম করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আজ পর্যন্ত যথাযথভাবে রচিত হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর একটি প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য যথেষ্ট নয়। এ স্বাধীনতার জন্য অনেকে অনেকভাবে অবদান রেখেছেন। সবার অবদান ও ত্যাগ স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মহিমাময় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের তাৎপর্যগুলো কী? প্রথম তাৎপর্য হলো, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে একমাত্র জাতিরাষ্ট্র। এ জাতিরাষ্ট্র ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের মধ্য দিয়ে উত্থিত হয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে বর্তমান চেহারা ধারণ করেছে। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ছিল '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর নির্মম হত্যাকান্ড, সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান, সামরিক শাসন, স্বৈরতান্ত্রিকতা ও কর্তৃত্ববাদ। স্বাধীন বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম হচ্ছে। গণতন্ত্রের অধিকার অস্বীকার করার ফলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশ গোলটেবিল বৈঠকের সংলাপে অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের বিজয় এসেছে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পথে। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয় উপমহাদেশের বিভিন্ন নিপীড়িত জাতিকে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করছে এবং করবে।

অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এখন কিছুটা হলেও সচ্ছল। এ সচ্ছলতার প্রধান দুটি খুঁটি হলো পোশাকশিল্প এবং প্রবাসী আয়। এ দুটি খুঁটি পুরোপুরিভাবে দেশের বাইরে প্রোথিত। এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। অর্থনৈতিক চাকাকে গতিশীল করতে প্রয়োজন দেশের অভ্যন্তরে আয় বর্ধনকারী কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের বহুমুখীকরণ এবং এগুলোকে টেকসই ভিত্তির উপর দাঁড় করানো। বাংলাদেশের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা যায় না। জনগোষ্ঠীর গঠন কাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের পর্যায়ে রয়েছে। এ সুযোগ হাতছাড়া হলে আর পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সুশাসন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ, রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ভগ্নদশা থেকে উদ্ধার করে সুঠাম কাঠামোর ওপর বিন্যস্তকরণ, জনগণের সব ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ। কথা ছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসাবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় একাগ্রচিত্তে এগিয়ে যাবে। বাস্তবে তা হয়নি। এগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন দৃঢ় ও ইস্পাত কঠিন রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

বাংলাদেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। উন্নত দেশগুলোর মতো কোনো দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকলেও সেদেশের মানুষের মুখে সর্বদা হাসির রেখা দেখা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' অবস্থায় পৌঁছাতে পারলে বাংলাদেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটবে। মানুষ দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা এবং ভীতিমুক্তভাবে দিন যাপন করতে পারলে তাদের মুখে অমূল্য হাসির রেখা ফুটে উঠবে।

আরও প্রয়োজন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। এবারের বিজয় উৎসব গণতান্ত্রিক অধিকার এবং জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার উৎসবে পরিণত হোক।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহঃ
> বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
> ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
> আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
> বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)
81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন
Ali A. Chowdhury
Managing Director
Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922
30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

শায়েস্তাগঞ্জে "ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯" অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন সভা।

শায়েস্তাগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধিঃ হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলায় উদযাপিত হয় "ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন -২০০৯" অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (৩০ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মিনহাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের জননন্দিত চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রশিদ তালুকদার ইকবাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক দেবানন্দ সিনহা। বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মুক্তা আক্তার, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ রমা পদ দে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলী, ইউনিলেভার জেলা ডিস্ট্রিবিউটর মোঃ সারোয়ার আলম শাকিল, ইউএফও কনিক চন্দ্র শর্মা, এএফও মোঃ তৌহিদুর রহমান মিলন, হবিগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সদস্য মোঃ মামুন চৌধুরী, অনলাইন প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ আখলাক উদ্দিন মনসুর, শায়েস্তাগঞ্জ ব্যকস সভাপতি মোঃ আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল মুকিত, শেরাটন হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট প্রোঃ শাহ মোঃ হামিদুল হক, মোঃ সেলিম মিয়া, মোঃ আব্দুল আহাদ, মোহাম্মদ আলী, মোঃ আব্দুল আহাদ প্রমুখ।#

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএলসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ চর্মরোগ ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Estate, Litigation
*Major Accident Cases
*Landlord & Tenant Commercial
*Business, Incorporation
*Real Estate Closing
*Investment
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট

আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস	গ্রীনপয়েন্ট অফিস
170-09, Hillside Ave,	40-41, Green Point Ave,
Jamaica, NY-11432	Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-291-2710	Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL

We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ	Elmhurst Location
২৮-৫৭ ঝঃবরহধিু ঝঃৎববঃ,	81-46 Baxter Ave.
অংঃড়ৎরধ, ঘণ	Elmhurst, NY
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব, ঝঃধঃরড়হ	#7 train to 82st. Station.
এবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০	Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
F TO 169 STREET

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Member: NSA NATP AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

ফিরে দেখা ২০২১: বাংলাদেশের ক্রিকেট হতাশার ক্রিকেটে সান্ত্বনা মেয়েদের অর্জন

আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে আরেকটি বছর–২০২১। ক্রীড়াঙ্গনে কেমন গেল বিদায়ী বছরটা? পেছন ফিরে তাকালে উঠে আসে হাসি-কান্না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কত উপাখ্যান! সেসব নিয়েই ধারাবাহিক এই বর্ষপরিক্রমা। শেষ পর্বে বাংলাদেশের ক্রিকেট।

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ ক্রিকেটের ২০২১ সালটা কেমন গেছে?

উত্তরটা কিছুদিন আগে স্বয়ং সাকিব আল হাসানই দিয়েছেন–'হতাশাজনক'। সাকিবের সঙ্গে দ্বিমত করবেন না কেউই। বছরটা ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের, গত অক্টোবর-নভেম্বরে হয়ে যাওয়া সেই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ছিল খুবই মলিন। ক্রিকেটের আরেক সংস্করণ টেস্টেও হতাশা ছাড়া কিছু মেলেনি। জয়ের আনন্দ যা একটু এসেছে, সেটা শুধু ওয়ানডেতেই। তবে বাকি দুই সংস্করণের ব্যর্থতার আঁধার এতই ঘন ছিল, ওয়ানডের টুকটাক সাফল্য দিয়ে সেটা আলোকিত করা যায়নি।

এ ছাড়া বছরজুড়ে ছায়া হয়ে ছিল মাঠের বাইরে বিতর্ক। এর মধ্যে নারী দলের টেস্ট মর্যাদা পাওয়া এবং প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার খবর এসেছে স্বস্তির সুবাতাস হয়ে। বছরের শেষ দিকে বাংলাদেশের যুবারা বিমানে উঠেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে নতুন বছরের শুরুতে হতে যাওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দল বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন দেখিয়ে।

২০২১ সালটা শুরু হয়েছিল করোনাভাইরাসে স্থবির দেশের ক্রিকেটে প্রাণ ফিরিয়ে। নিজেদের প্রিয় সংস্করণ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে শুভসূচনা হয় তামিম ইকবালদের। ওই সিরিজ দিয়েই আইসিসির নিষেধাজ্ঞা থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছিলেন সাকিব। কিন্তু ধাক্কাটা আসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে। উপমহাদেশের বাইরের দলের বিপক্ষে ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সহজে টেস্ট হারে না, এমন ভাবমূর্তিটা দ্বিতীয় সারির ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। চট্টগ্রামে কাইল মেয়ার্সের সেই অসাধারণ ইনিংস, তারপর ঢাকায়ও হেরে ২-০ ব্যবধান সিরিজ খোয়ায় বাংলাদেশ।

মার্চে নিউজিল্যান্ড গিয়ে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে টানা ছয় ম্যাচে হার। শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে একটু হাওয়া বদল হয়, পাল্লেকেলে টেস্টে ড্র করে মুমিনুলের বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে হারলেও ভালো ক্রিকেট খেলে প্রশংসা কুড়ায় টেস্ট দল। একই সময় ভারতে চলছিল আইপিএল। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির যুক্তি দিয়ে শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন সাকিব। ছিলেন না মোস্তাফিজও। এ নিয়ে সাকিব ও সাবেক ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খানের পাল্টাপাল্টি মন্তব্যে তৈরি হয় বিতর্ক।

সাকিব অবশ্য শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘরের মাঠের ওয়ানডে সিরিজ দিয়েই দলে ফেরেন। তবে সিরিজটি নিজের করে নেন মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে শ্রীলঙ্কাকে হারায় প্রথম দুই ম্যাচে মুশফিকের অসাধারণ ব্যাটিংয়ে। জয়ের সেই ধারা ছিল জুলাইয়ের জিম্বাবুয়ে সফরেও। একমাত্র টেস্টে ড্র, এরপর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে চওড়া হাসি নিয়ে দেশে ফেরে বাংলাদেশ। ওই সফরে একমাত্র টেস্ট চলাকালীন মাহমুদউল্লাহর টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানো নিয়ে আলোচনার কমতি ছিল না।

সেই মাহমুদউল্লাহর নেতৃত্বেই ঘরের মাঠে পরপর দুটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতে বাংলাদেশ। তামিম ইকবালকে ছাড়াই প্রথমে অস্ট্রেলিয়া, এরপর নিউজিল্যান্ডকে সিরিজে হারিয়ে বিশ্বকাপের আগে বেশ আত্মবিশ্বাসীই মনে হয়েছিল। জয়ের সমন্বয় ভাঙতে চাননি বলে তামিম নিজেই বিশ্বকাপ থেকে নাম সরিয়ে নেন! কিন্তু ঘরের মাঠের সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে পাওয়া জয়ের আত্মবিশ্বাস বিশ্বকাপেই হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই স্কটল্যান্ডের কাছে হারের ধাক্কা, এরপর ওমান ও পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে জিতে সুপার টুয়েলভে গেলেও সেখানে কোনো জয়ের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে কিছুটা লড়াই করলেও বাকি ম্যাচগুলোতে দাঁড়াতেই পারেনি মাহমুদউল্লাহর দল। উল্টো দলের দিকে ধেয়ে আসা সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে বিতর্ক তৈরি করেন মাহমুদউল্লাহ-মুশফিকরা। বিশ্বকাপের এই ধাক্কা সামলানোর সময়ই পায়নি বাংলাদেশ, এর মধ্যেই পাকিস্তান এসে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট সিরিজের সব ম্যাচে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস একেবারে নাড়িয়ে দিয়ে যায় মাহমুদউল্লাহ-মুমিনুলদের। একই সময় জিম্বাবুয়েতে আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে পাকিস্তানকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ।

ঘরোয়া ক্রিকেটে বাজে আম্পায়ারিং এবারও শিরোনামে এসেছে। প্রিমিয়ার লিগে আবাহনী-মোহামেডান ম্যাচে সাকিবের সেই স্টাম্পে লাথি মারার দৃশ্য তো বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের বিতর্কিত এক অধ্যায় হয়েই থাকবে। বিসিবি নির্বাচনের বছরও ছিল এটি। যথারীতি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই এক নির্বাচনের মাধ্যমে নাজমুল হাসান তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে মাঠের পারফরম্যান্স বিচারে দেশের ক্রিকেটের জন্য এটা ছিল হতাশার বৃত্তবন্দি এক বছর। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই শুরু হতে যাওয়া নিউ-জিল্যান্ড সিরিজ কি অন্য কিছু দেখাতে পারবে?

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড

কেমন হবে প্রথম টেস্টে টাইগারদের একাদশ?

ঢাকা ডেস্ক, ৩১ ডিসেম্বর : নিউজিল্যান্ডে কোনো ফরম্যাটেই জয়ের স্মৃতি নেই বাংলাদেশের। প্রথম জয়ের খোঁজে থাকা টাইগাররা কি পারবে কিউইদের হারিয়ে ইতিহাস গড়তে? সময়ই বলে দেবে, তার আগে প্রথম টেস্টের একাদশটা কেমন হবে তার ইঙ্গিত দিলেন বাংলাদেশের কোচ রাসেল ডমিঙ্গো।

নিউজিল্যান্ড থেকে পাঠানো ভিডিওবার্তায় ডমিঙ্গো বলেন, 'এখনও উইকেট দেখিনি। উইকেট দেখার পর একাদশ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব। তবে আশা করছি ভালো উইকেটই পাব। তবে হয়তো পেস ও স্পিন দুটোকে গুরুত্ব দিয়েই একাদশ সাজাবো। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে উইকেটে কিছুটা স্পিন ধরবে।' তিন পেসার এবং এক স্পিনার নিয়ে দল সাজানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন ডমিঙ্গো। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য তো একটু কঠিনই। বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে স্পিন নির্ভর।

তবে আমাদের দলে ভালো পেসার আছে। হয়তো ৩ পেসারের ওপর ভরসা রাখব। উইকেট দেখে নির্বাচকদের সাথে আলোচনা করব। তবে ভারসাম্যপূর্ণ বোলিং আক্রমণ হবে। ৩ পেসার ও ১ স্পিনার থাকতে পারে।'

অস্ট্রেলিয়া দলে করোনার হানা, আক্রান্ত হেড

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : কোভিড১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান ট্রাভিস হেড। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) আজ সকালে জানায়, পিসিআর পরীক্ষায় তিনি পজিটিভ হন। অ্যাশেজে দুই দলের মধ্যে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে করোনায় সংক্রমিত হলেন হেড।

তাঁর শরীরে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। মেলবোর্নে নিজের বান্ধবীর সঙ্গে আইসোলেশনে আছেন এ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান করা হেড। সাত দিনের জন্য তাঁকে আইসোলেশনে থাকতে হবে। অর্থাৎ বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া সিডনি টেস্টে হেডকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া।

হেডের পজিটিভ হওয়ার খবর আসায় মেলবোর্ন থেকে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া দলের চার্টার্ড ফ্লাইট দেরি হয়। মিচেল মার্শ, নিক ম্যাডিনসন এবং জশ ইংলিসকে হেডের বদলি হিসেবে স্কোয়াডে ডেকেছে অস্ট্রেলিয়া।

স্কোয়াডে আরও খেলোয়াড় করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন–এ শঙ্কা থেকে হেডের বদলি হিসেবে তিন ক্রিকেটারকে ডেকেছে অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড–দুই দলের স্কোয়াডেই করোনা থাবা বসানোয় অ্যাশেজে বাকি দুই টেস্ট মাঠে গড়াবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ বাড়ছে।

অস্ট্রেলিয়া দলের বাকি সব খেলোয়াড়, তাঁদের পরিবার এবং কোচিং স্টাফ পিসিআর ও র‍্যাপিড টেস্ট করিয়েছেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) এক মুখপাত্র বলেন, 'গোটা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আমরা খেলোয়াড়, তাঁদের পরিবার ও কোচিং স্টাফদের প্রতিদিন পিসিআর পরীক্ষা করাচ্ছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে হেড কোভিড১৯ পজিটিভ হয়েছেন। হোবার্টে তিনি পঞ্চম টেস্ট খেলতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।'

অস্ট্রেলিয়ার মতো ইংল্যান্ডও ভাড়া করা বিমানে সিডনি যাবে। করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে দুই দলকে আলাদা করে পাঠানো হচ্ছে। তবে কোচ ক্রিস সিলভারউডকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড।

পরিবারের এক সদস্য কোভিড পজিটিভ হওয়ায় অন্তত সিডনি টেস্টে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে থাকতে পারছেন না সিলভারউড। এর মধ্য দিয়ে ইংল্যান্ড স্কোয়াডে মোট সাতজন করোনা পজিটিভ হলেন, তবে গত ২৪ ঘণ্টায় ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা পিসিআর টেস্টে নেগেটিভ হন।

আইসিসির ম্যাচ রেফারি ডেভিড বুনও পজিটিভ হওয়ায় সিডনি টেস্টে থাকতে পারছেন না। নিউ সাউথ ওয়েলসে শুক্রবার পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২১ হাজার।

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোঃ ইউএসএ

(শেষের পাতার পর)

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুজন রায়ের সভাপতিত্বে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক শফিক খানের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এবিএম উসমান গনি, বাবু ভজন সরকার, মফিজুর রহমান দুলাল এবং নবনির্বাচিত ও প্রাক্তন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। শপথ গ্রহনের পর কার্যনির্বাহী কমিটির কণ্ঠভোটে উপদেষ্টা মন্ডলি নির্বাচিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সকলের সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশে বর্তমানে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ফান্ড সংগ্রহ করা হয়।

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোঃ ইউএসএ ইন্‌ক এর কার্যকরী কমিটি ২০২২-২০২৩

সভাপতি- মোঃ হোসেন আনোয়ার (আঙ্গুর), সিনিয়র সহ-সভাপতি- সুজন কুমার রায়, সহ-সভাপতি যথাক্রমে এবাদুল হক, সেলিম চৌধুরী, মোঃ আইনুল ইসলাম, পলাশ রায়, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, সাধারণ সম্পাদক- শফিক খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে স্বপন বিশ্বাস, নূরুল হুদা জুয়েল, মোঃ মামুন ভূঁইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম হিরন, কোষাধ্যক্ষ-মোঃ ফাইজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক- শফি উদ্দিন আহমে, যুব ও ক্রিড়া সম্পাদক- ফজলুর করিম তোপা, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- কাজল সরকার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- জাহাঙ্গীর আলম জয়, আইন সম্পাদক- কামাল উদ্দিন, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- আব্দুল্লাহ আল খায়ের তুহিন, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- মাহফুজুর রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- অপরাজিতা কর মনি,দপ্তর সম্পাদক- সাইদুর রহমান পিন্টু, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য যথাক্রমে- মোঃ আলমগীর হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন স্বপন, কাজী হাসিব হাসান এডওয়ার্ড, বাদশা খান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, দেবব্রত চক্রবর্তী, জুবায়ের আহমেদ রানা, কামরুল ইসলাম চৌধুরী রুনু, আলী রেজা গুড্ডু, আরমান হোসেন, শাহাবুদ্দিন ঠাকুর, সমীর ঘোষ, মনিরুজ্জামান মনির, রফিকুল ইসলাম মুন্সি, আনোয়ার হোসেন।

উপদেষ্টা মন্ডলি ঃ বজলুর রহমান, এম রহমান জহির, আক্তার হোসেন, মোঃ জাহেদুল, নুরুল ইসলাম খান, মিজানুর রহমান, মোঃ বেলাল হোসেন, মাহফুজুল হাসান টুপন।

শপথ নিলেন শাহানা হানিফ

(শেষের পাতার পর)

প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ইতিহাসে তিনিই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মুসলিম কাউন্সিলওম্যান। আর মাত্র একদিন পর ১ জানুয়ারি থেকে তার কার্যকাল শুরু হবে। শপথ নেওয়ার সময় তার পিতা চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ, মা রেহানা বেগম, তার ক্যাম্পেইন অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মহামারির কারণে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল সীমিত। কর্মদিবসের প্রতি ঘণ্টায় একজন করে কাউন্সিল মেম্বার শপথ নিয়েছেন। সে হিসেবে শাহানা হানিফের শপথ নেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ২৮ ডিসেম্বর সোমবার বিকেল ৩টা। এর কিছু আগে শাহানা হানিফ তার মা-বাবাকে নিয়ে সিটি হলে পৌঁছেন এবং স্পিকারের একজন প্রতিনিধি তাকে শপথ পাঠ করান। তিনি বাড়ি থেকে যে কুরআন হাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটি স্পর্শ করেই শপথবাক্য উচ্চারণ করেন। শপথের সময় তার মা কুরআন শরীফ ধরে রেখেছিলেন।

উল্লেখ্য, গত জুন মাসে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে নির্বাচিত হওয়ার পরই সিটি কাউন্সিলে তার ইতিহাস সৃষ্টির সূচনা ঘটে, যা গত ২ নভেম্বর মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিক নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয়। নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের তিন প্রজন্মের অভিবাসনে মূলধারার রাজনীতিতে প্রথম সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে শাহানা হানিফের বিজয়। শাহানা হানিফ সিটি কাউন্সিলে ব্রুকলিনের ৩৯ ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করবেন সিটি কাউন্সিলে।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের বিভিন্ন কাজে আরও বেশি করে এগিয়ে যাওয়াকে বেগবান করতে চান শাহানা হানিফ। ব্রুকলিনের মিশ্র জনগোষ্ঠীর এলাকায় শাহানা হানিফ কর্মজীবীসহ সর্বস্তরের লোকজনের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছেন। একজন অভিবাসী পরিবারের নারী হিসেবে লক্ষ্য স্থির করে শাহানা হানিফ তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন।

শাহানা হানিফ চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হানিফের কন্যা। তাদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের নাজিরহাটের পূর্ব ফরহাদাবাদে। শাহানার বিজয়ের মাধ্যমে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের নতুন যাত্রা সূচিত হয়েছে। শাহানা হানিফের বিজয় নিয়ে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদ পরিবেশন করে। টাইমসের প্রতিবেদনে প্রথম একজন মুসলমান নারীর নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়া নিউইয়র্ক সিটির ইমিগ্রান্ট কমিউনিটির ক্ষমতায়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার রাখবে বলে উল্লেখ করা হয়।

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে

(শেষের পাতার পর)

হারে প্রণোদনা পাবেন। ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পযন্ত এ প্রণোদনার হার ছিল ২ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শনিবার জানানো হয়, “মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিবেচনায় বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে সরকারের ২ শতাংশ প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের বিদ্যমান হার বাড়িয়ে ২ দশমিক ৫ শতাংশে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ধিত এ হার চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।”

সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাঠানো রেমিট্যান্সের বিপরীতে প্রথমবারের মতো ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এই নীতি সহায়তার কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ প্রেরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স আহরিত হয়েছে। যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আহরিত রেমিট্যান্সের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ ছিল ২৪ দশমিক ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের আহরিত রেমিট্যান্সের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ বেশি।

জাতীয় পার্টির ৩৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

(শেষের পাতার পর)

পালন করেন নিউইয়র্কে। সংগঠনের সভাপতি হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পদক মোহাম্মদ আবদুল করিমের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, বিশেষ অতিথি উপদেষ্ঠা গিয়াস মজুমদার, আরো বক্তব্য রাখেন জাপার সিনিয়ার সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, জাপার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মুসলিম, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, কোষাধক্ষ্য জি. এম. ইলিয়াস, নিউইয়র্ক স্টেট কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হাসান মিলন, নিউইয়র্ক সিটি কমিটির সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন। সভার শুরুতে দলীয় সংগীত বাজানো হয় এবং গত বৎসর যারা মহামারি করোনায় মৃত্যু বরণ করেন, তাহাদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। জাতীয় পাটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের গরীব মেহনতী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

জাতীয় পার্টির শাসন আমলে দেশের মানুষ জীবনের নিরাপর্ত্তা নিয়ে মুক্ত আকাশের নীচে নির্ভয়ে চলা ফেরা করিত। আজ বর্তমান সরকার সরকারী সকল প্রতিষ্ঠান দখল করার কারনে, দেশে আজ দূর্নীতির মহা উৎসব চলিতেছে, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, এমনকি পরিবারকে জিম্মি করে, ধর্ষণ, রাহাজানি অবাধে চলিতেছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান একটি সুন্দর বাংলাদেশ গঠনের জন্য মুক্তিযোদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। সেইভাবে প্রয়াত নেতা পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনের জন্য কাজ করেছেন। এরশাদ নাই, কিন্তু বাংলার মানুষ প্রতিটি মুহুর্তে তাহাকে স্মরণ করেন। আজ জাতীয় পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যন জিএমকাদের ও মহা সচিব জনাব মজিবুল হক চুন্নু সাহেবের নেতৃত্বে সেই প্রয়াত নেতার আদর্শ বাস্তবায়ন করিবে ইনশাহআল্লাহ। জাতিয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা কোন দিন প্রয়াত নেতার স্বপ্ন ভঙ্গ করিতে দিবে না।

আমরা জাতীয় পার্টির যুক্তরাষ্ট্র শাখা সকল নেতৃবৃন্দ এক এবং ঐক্য, আমাদের মাঝে কোন মত বেদাবেদ নাই। আমাদের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা নেতা পল্লী বন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর মান সম্মান যদি কেহ নষ্ট করে, তাহা আমরা শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে। আমরা সবাই এরশাদ সৈনিক দেশ ও জাতির জন্য এক সাথে কাজ করিব।

রোববার জেবিবিএ'র নর্বাচন

(শেষের পাতার পর)

সর্বমোট ১৫ পদে লড়তে পারবেন। আগামী ৯ জানুয়ারী জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রীটে জেবিবিএর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে নিউইর্য়কে বাঙালী কমিউনিটির আলোচিত ব্যবসায়ী সংগঠন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াই ইনক'র (জেবিবিএ) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'গিয়াস-তারেক' পরিষদ তাদের পরিচিতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

৩০ ডিসেম্বর রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্তরায় এই পরিচিতি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'গিয়াস-তারেক' পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ। তিনি পরিষদের প্রতিটি প্রার্থীকে মঞ্চে আহ্বান করেন এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে পরিষদকে বিজয়ী করতে জেবিবিএর ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জেবিবিএর নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী হয়েছেন মূলধারার রাজনীতিক,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক গিয়াস আহমদ তার বক্তব্যের শুরুতে গিয়াস-তাবেক পরিষদের নির্বাচনী ইশতেহারের ১৪ দফা তুলে ধরেন। এর পর তিনি বলেন, ইতিপূর্বে জ্যাকসন হাইটসের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা তেমন একটা করা হয় নাই। 'গিয়াস-তারেক' পরিষদ নির্বাচিত হলে, বাঙালীর রাজধানী হিসেবে খ্যাত জ্যাকসন হাইটসকে একটি পরিচ্ছন্ন এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করবে। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাবে। তিনি 'গিয়াস-তারেক' পরিষদকে নির্বাচিত করতে সবার সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেছেন।

নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়া সমাচার

বিদায় বছর-২০২১ : সম্প্রচারের অপেক্ষায় ৩টি টিভিসহ বাজারে ৪ পত্রিকা

নিউইয়র্কঃ মহামারী করোনার সময়ে নিউইয়র্কের বাংলা প্রিন্ট আর ইলেক্টনিক মিডিয়াগুলো নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই করোনা পরিস্থিতির শিকারে অনেক মিডিয়া বন্ধ হয়ে গেছে বা অনলাইনে চলে এসেছে। আবার অনেক মিডিয়াও বাজারে এসেছে। বিগত ২০০৬ সালের পহেলা জানুয়ারী প্রকাশিত সাপ্তাহিক হককথা'র প্রিন্ট ভার্সন বন্ধ হয়ে গেলেও পাঠকদের জন্য ২০১৩ সাল থেকেই চলছে অনলাইন ভার্সনের প্রকাশনা। দীর্ঘদিন প্রিন্ট ভার্সন বন্ধ থাকার পর আবার নতুনভাবে প্রকাশনায় এসেছে পত্রিকাটি। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে দেশ, রূপসী বাংলা, সূর্যোদয় আর মুক্তচিন্তা নামের নতুন সাপ্তাহিক। এছাড়াও বংশাই নিউজ, এনসিএন আর আইবিটিভি নামের নতুন আইপি টেলিভিশন চ্যানেল পরীক্ষামূলক সম্প্রচারে আসলেও এই চ্যানেলগুলো এখনো পুরোপুরি চ্যানেল হিসেবে সম্প্রচারে আসেনি। চলছে সার্বিক প্রস্তুতি। খবর ইউএনএ'র।

বিদায় বছর ২০২১ সালে নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়াগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবার নতুন ভাবে সাপ্তাহিক হককথা'র প্রকাশ, সাপ্তাহিক দেশ, রুপসী বাংলা, সূর্যোদয়, মুক্তচিন্তা, বংশাই নিউজ, এনসিএন আর আইবিটিভি নামের নতুন আইপি টিভি চ্যানেলের আগমন আর মিডিয়াকর্মীদের কর্মস্থল পরিবর্তন সহ অনেক মিডিয়া কর্মীর পেশা বদল ছিলো আলোচনায়। এর মধ্যে সাংবাদিক আবিদ রহমান-এর এনসিএন, সুলতানা রহমানের টাইম টিভি ছেড়ে টিবিএন ২৪, সামিউল ইসলামের টাইম টিভি ছেড়ে এন-সিএন-এ যোগদান, নতুন সম্প্রচারে আসা এনসিএন ছেড়ে সাংবাদিক ফরিদ আলম-এর সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা প্রকাশ, নূপুর চৌধুরী'র টিবিএন-২৪ ছেড়ে নতুন সম্প্রচারে আসা আইবিটিভি-তে যোগদান প্রভৃতি ঘটনা ছিলো বিশেষ আলোচনায়। অপরদিকে ঢাকার প্রথম আলো'র উত্তর আমেরিকা সংস্করণ এক বছরের মতো প্রকাশের পর প্রথম আলোর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি ইব্রাহীম চৌধুীর ব্যবস্থাপনায় এখন সাপ্তাহিক প্রথম আলো হিসেবে নতুন ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হচ্ছে।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, উল্লেখিত প্রিন্ট মিডিয়াগুলোর মধ্যে সাপ্তাহিক ঠিকানা, সাপ্তাহিক বাঙালী, সাপ্তাহিক পরিচয়, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, সাপ্তাহিক জন্মভূমি, সাপ্তাহিক আজকাল, সাপ্তাহিক প্রবাস, সাপ্তাহিক হককথা, সাপ্তাহিক প্রথম আলো, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ), সাপ্তাহিক নবযুগ, সাপ্তাহিক সূর্যোদয়, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা, পাক্ষিক জেমিনি, পাক্ষিক পরিবর্তন প্রভৃতি নামের বাংলা মিডিয়া নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এসব পত্রিকাগুলোর প্রায় সবগুলোরই অন-লাইন ভার্সনও রয়েছে এবং সাপ্তাহিক পরিচয় ও সাপ্তাহিক হককথা প্রিন্ট ভার্সন প্রকাশ না করে ই-ভার্সনে প্রকাশিত হচ্ছে। অনলাইন ভার্সনে রয়েছে এখন সময়, দেশবাংলা আর বাংলা টাইমস। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা মিডিয়াগুলোর সবগুলোই এখন পাঠকদের জন্য ফ্রি। অপরদিকে আইপি টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ টাইম টেলিভিশন, টিবিএন২৪, বাংলা টিভি, বাংলা চ্যানেল, এবিটিভি, আইটিভি, চ্যানেল টিটি প্রভৃতি সম্প্রচারিত হচ্ছে। নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)-এর অনুসন্ধানে নিউইয়র্ক থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকা'র তালিকায় দেখা যায় নিউইয়র্কের প্রথম বাংলা পত্রিকা ছিলো সাপ্তাহিক দিগন্ত। আশির দশকে প্রকাশিত 'দিগন্ত' বেশীদিন সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীতে সাপ্তাহিক ঠিকানা, সাপ্তাহিক বাঙালী, সাপ্তাহিক পরিচয়, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা, সাপ্তাহিক প্রবাসী, সাপ্তাহিক গণ বাংলা, সাপ্তাহিক আমার দেশ, সাপ্তাহিক সংবাদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ, সাপ্তাহিক জন্মভূমি, সাপ্তাহিক নতুন প্রবাসী, সাপ্তাহিক কাগজ, সাপ্তাহিক দর্পণ, সাপ্তাহিক পরিবর্তণ, সাপ্তাহিক এখন সময়, সাপ্তাহিক আয়না, সাপ্তাহিক কথা, সাপ্তাহিক হককথা, সাপ্তাহিক ইত্যাদি, সাপ্তাহিক বিদেশ বাংলা, সাপ্তাহিক মুক্তকন্ঠ, সাপ্তাহিক দেশবাংলা, সাপ্তাহিক বাংলা টাইমস, সাপ্তাহিক বর্ণমালা, সাপ্তাহিক আজকাল, সাপ্তাহিক প্রবাস, সাপ্তাহিক প্রথম আলো ইউএসএ, সাপ্তাহিক রানার, সাপ্তাহিক জনতার কন্ঠ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ), সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (উত্তর আমেরিকা সংস্করণ), সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক, সাপ্তাহিক বিজয়, সাপ্তাহিক পৃথিবীর আলো, সপ্তাহিক জালালাবাদ নিউজ, সাপ্তাহিক বাংলা নিউজ, সাপ্তাহিক বর্তমান বাংলা, সাপ্তাহিক দেশকন্ঠ, সাপ্তাহিক পৃথিবীর আলো, সাপ্তাহিক একাত্তুর, সাপ্তাহিক চিত্রালী, সাপ্তাহিক শ্যামল বাংলা, সাপ্তাহিক সন্ধান, সাপ্তাহিক আওয়াজ, সাপ্তাহিক নবযুগ, সাপ্তাহিক শিকড়, সাপ্তাহিক সূর্যোদয়, সাপ্তাহিক মুক্তচিন্তা, দৈনিক বাংলা, পাক্ষিক জেমিনি, পাক্ষিক পরিবর্তন, মাসিক আনন্দ, মাসিক নারী প্রভৃতি নামে বাংলা মিডিয়া প্রকাশিত হয়। তবে নানা কারণেই অধিকাংশ মিডিয়া বন্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন মিডিয়া কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই বন্ধ হয়ে যায়।

রাজনীতি ২০২২

চায়ের আড্ডা চুপচাপ ক্লাবপাড়ায় গুঞ্জন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বাংলাদেশের রাজনীতি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। গেল কয়েক বছরে এ লাইনটি অনেকবার লেখা হয়েছে। জোয়ার-ভাটার দেশে এমনকি এক দশক আগেও এটা ছিল অকল্পনীয়। এমনিতে রাজনীতি নিয়ে এখন মানুষের মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই। এক সময় এখানে ভোট মানে ছিল উৎসব। এখন ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মিশ্র দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও সরকারি দলের প্রার্থীরা বিনা ভোটে উতরে গেছেন।

মনোনয়ন কার্ড পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসেছেন অভিনন্দনে। আর কোথাও কোথাও লড়াই হচ্ছে তীব্র। বলাই বাহুল্য মাঠে আওয়ামী লীগ নেতারাই। কেউ দলের মনোনয়ন পেয়েছেন। কেউ স্বতন্ত্র। এসব এলাকায় ভোটের হারও বেশ ভালো। যদিও ঘরের ভেতরকার এ লড়াইয়ে রক্তপাতও হচ্ছে। মারা যাচ্ছে মানুষ।

যে কথা বলছিলাম রাজনীতি নিয়ে মানুষের আগ্রহ আর আগের মতো নেই। এক সময় গ্রামের চায়ের দোকানগুলো ব্যস্ত থাকতো রাজনৈতিক আড্ডায়। 'এখানে রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ' লিখেও নিস্তার মিলতো না। মুখে চা, হাতে বিড়ি-সিগারেট। উজির-নাজির মারতেন প্রান্তিক এ মানুষগুলো। একধরনের চাঞ্চল্য ছিল সবসময়। আজ যখন নতুন বছর শুরু হচ্ছে তখন গ্রামের চায়ের দোকানগুলো ধারাবাহিকভাবেই চুপচাপ। রাজনীতি নিয়ে আলাপ বলতে গেলে শোনাই যায় না। তবে গেল কিছুদিনে ঢাকার অভিজাত ক্লাবের আড্ডায় রাজনীতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশিষ্ট মানুষদের আড্ডায় ফিরে এসেছে রাজনীতির কথা। বিশেষ করে আমেরিকার কিছু ঘোষণার পর অনেকে বোঝার চেষ্টা করছেন পরিস্থিতি। কী হচ্ছে? আগাম নির্বাচন কিংবা রাজনৈতিক সমঝোতা এমন গুজবও আছে। চীনা রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে বিএনপির প্রকাশ্য অবস্থানও কম বিস্ময়কর নয়। কখনো কখনো টানাপড়েন হয়েছে। তারপরও চীনকে সবসময়ই বিএনপির ঐতিহাসিক মিত্র বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সেটা যে এখন অতীত তা না বললেও চলে। চীন নিয়ে বিএনপির অবস্থান প্রসঙ্গে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ভাষ্যও প্রনিধানযোগ্য। মানবজমিনকে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, "বিএনপি একটি জাতীয়তাবাদী দল। বিএনপি কতৃত্ববাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। যেহেতু চীনা রাষ্ট্রদূত কতৃত্ববাদী রাজনীতির পক্ষ নিয়েছেন, এই সরকারের পক্ষ নিয়েছেন, বিএনপি যেহেতু বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাই তারা এর প্রতিবাদ জানিয়েছে।" তবে বিএনপির বিদেশনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি বলে জানান তিনি।

কেমন হবে ২০২২ সালের রাজনীতি? বিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন বটে। রাজনীতিতো আর জৌতিষশাস্ত্র নয়। ভবিষ্যত দেখা যায় না! কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারেন। দাঁড় করাতে পারেন সম্ভাব্য সমীকরণ। সরকারের মেয়াদ আছে আর দুই বছর। তাই সামনের রাজনীতির একটি নির্ধারক হতে পারে চলতি বছর। এ বছরই কিছুটা হলেও খোলাসা হতে পারে আগামীদিনে কী ঘটবে।

রাজনীতি এমনিতে পুরোই সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে। সহায়ক এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো অবশ্য এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রেখেছে এবং রেখে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে স্টাটাসকোই হবে সম্ভবত ক্ষমতাসীন দলের প্রধান চাওয়া। অর্থাৎ পরিস্থিতি যেমন আছে তেমনই থাকুক। বিশ্লেষকরা মনে করেন, সহসাই এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের সম্ভাবনাও ক্ষীণ। সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম রাজনীতির মাঠে এমন বিরোধী শক্তির উপস্থিতি বলতে গেলে নেইই।

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ নেয়ার অনুমতি চেয়েও পাওয়া যায়নি। তার দল বছরের শেষদিকে কিছুটা নড়াচড়া করছে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেও দুই/একটি জায়গায় মিছিল করার খবর মিলছে। কিন্তু এ আন্দোলনকে নেতারা কোনদিকে নিয়ে যেতে চান বলা মুশকিল। খালেদা জিয়াকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি না দিলে বিএনপির এম-পিরা পদত্যাগের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, সেটি কথার কথাই ছিল। যদিও তাদের সংসদে যোগ দেয়া নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন রয়েছে। বিএনপির লাখ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে রয়েছে মামলা। কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রয়েছে একাধিক মামলা। এসব মামলার বেশিরভাগই নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। নানামুখী চাপে এবং প্রলোভনে দলটির অনেক নেতাই অতীতে নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকতে পারেননি। বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০২২ সালে আন্দোলন কিংবা নির্বাচনের ব্যাপারে বিএন-পির অবস্থান আরও স্পষ্ট হবে।

গত কয়েক বছরে বারবার আলোচনায় এসেছে হেফাজতে ইসলাম। কিন্তু বর্তমানে সংগঠনটি অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়েছে। সংগঠনটির শীর্ষ কয়েকজন নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লামা আহমদ শফীর মৃত্যুর পরই অবশ্য অনেকটা বিভক্ত হয়ে পড়ে কওমি ভিত্তিক সংগঠনটি। এরপর মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী এবং নূর হোসাইন কাসেমীর মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতাও মৃত্যুবরণ করেছেন। দ্বিতীয় সারির নেতাদের প্রায় সবাই এখনো বন্দি। সহসা হেফাজত ঘুরে দাঁড়াতে পারবে এমন সম্ভাবনাও কম। জাতীয় পার্টির এখন রাজ-নীতিতে স্বতন্ত্র অবস্থান নেই বললেই চলে। কেন্দ্রীয় নেতাদের মৃত্যুদণ্ড এবং প্রশাসনিক চাপে জামায়াত ইতিমধ্যে বিপর্যস্ত। ড. রেজা কিবরিয়া এবং নুরুল হক নুরের নেতৃত্বে নতুন দল গণঅধিকার পরিষদ অবশ্য প্রায় সব বিষয়েই সরব। কিন্তু এখনো সম্ভবত দেশব্যাপী এ সংগঠনের ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতিতে অনেকটা নীরবের ফের জাতীয় সরকারের ফর্মুলা হাজির করেছেন জেএসডি সভাপতি আসম রব। তার এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন নুরুল হক নুর।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file
IRS e-file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS

ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY
25th Anniversary 1990 2015

Authorised IRS e-file Provider

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com
যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours

Mon-Thurs	10am-6pm
Friday	11:30am-6pm
Saturday	10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.

Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

---

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়

DR. WALI KHAN
D.D.S.

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

SWM SABOOR WAIZUN MEDICAL

WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।

যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রশ্নে

(৪৬ পাতার পর)

ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বাইডেন প্রশাসন। এটি বাংলাদেশের ওপর প্রথম আমেরিকান নিষেধাজ্ঞা। যা সরকারকে বেশ চাপে ফেলেছে বলে মনে করছেন দেশি- বিদেশি বিশ্লেষকরা। এ নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং কূটনৈতিক অঙ্গনেও উত্তাপ তৈরি হয়েছে। যদিও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

সে সময় মন্ত্রী বলেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়টি দুঃখজনক। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। এ কারণে আমরা বিশ্বাস করি ওই নিষেধাজ্ঞা আমাদের সার্বিক সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

মন্ত্রী মোমেন এ-ও জানিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের ৩ মন্ত্রীকে আলাপ- আলোচনার যে দায়িত্ব দিয়েছেন তারা সেটি করছেন। মন্ত্রী বলেছিলেন আলাপ-আলোচনা করেই তারা এর আনুষ্ঠানিক জবাব পাঠাবেন। এমনি হুট করে উত্তর দেওয়া ঠিক হবে না বলেও সেদিন মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তাছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের হাজারও ঘটনা ঘটার পাল্টা অভিযোগও তুলেছিলেন।

বলেছিলেন, প্রতিবছর তাদের পুলিশ হাজারখানেক লোক মেরে ফেলে, গুলি করে মারে। অর্থাৎ আইনবহির্ভূত হত্যা করে। আমাদের কালেভদ্রে এক-দুইজন মারা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ছয় লাখ লোক নিখোঁজ হয়। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, বাংলাদেশে ১০ বছরে ৬০০ লোক নিখোঁজ হয়েছে। কোথায় ছয় লাখ আর কোথায় ছয় শ? প্রশ্ন রেখে মোমেন বলেছিলেন, আমেরিকায় যে এত লোকজন মারা যায়, এজন্য তাদের সংবাদমাধ্যম খুব বেশি মাথা ঘামায় না। কারণ তারা মনে করে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের লাইন অব ডিউটিতে কাজ করেছে। আমেরিকায় যে ছয় লাখ লোক নিখোঁজ হয়, বা অন্যরা মারা যায়, তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের কারো শাস্তি হয়েছে বলে তিনি শুনেননি দাবি করে বলেছিলেন, যে সংস্থাটির ওপরে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বৈশ্বিক নীতি, অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ দমন- সেটিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শুধু সন্ত্রাসবাদ নয়, মাদক চোরাচালান, সেটিও যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটা বড় ইস্যু। সেটিতেও তারা যুক্তরাষ্ট্রকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করছে। র‍্যাব দুর্নীতি-পরায়ণ নয় এবং টাকা- পয়সা দিয়ে কেউ র‍্যাবকে ব্যবহার করতে পারে না দৃঢ়তার সঙ্গে এমন দাবি করে মন্ত্রী বলেছিলেন, ফলে র‍্যাব দেশের জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর দাবি করে মন্ত্রী বলেছিলেন, ‘কিছু কিছু লোকের প্ররোচ-নায়, কিছু সংস্থা এবং এনজিও’র মিথ্যা তথ্যে কোনো ধরনের আলোচনা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করবো।

রংপুর জেলা এসোসিয়েশনের নির্বাচনে দুলু-উৎপল পরিষদ বিজয়ী

(শেষের পাতার পর)

উৎপল পরিষদ বিজয়ী হয়েছে। নিউইয়র্কে গত ২৬ ডিসেম্বর সংগঠনের দু’বছর মেয়াদী কমিটির নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাসুদ আলম মিঠু। এসময় সহকারী নির্বাচন কমিশনার মোঃ জাফরুল হাসান (টগর) এবং মো: নুরুন্নবি মিয়া (বাদল) উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রমতে কমিটির নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি মোহাম্মদ মিয়া (দুলু), সহ-সভাপতি তপোন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক জাকিউল উদ্দিন উৎপল, সহ সাধারণ সম্পাদক মো. নুরুল আমিন (আমরুল), অর্থ সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম স্বপন, সহ অর্থ সম্পাদক মো. ইবনে মাসুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হাসান আবু সাইদ বিদ্দ্যুৎ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. ওমর ইসলাম, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক কুমকুম আহমদ, প্রচার সম্পাদক জাভেদ জোয়াত পলক, নির্বাহী সদস্য মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. রাজু আহম্মেদ, মো. আনওয়ার হোসেন, জাকিয়া ফেরদৌস (সাথী) ও আফরুজা বেগম (রানী)।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার সময় রংপুর জেলা এসোসিয়েশনের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা সহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাসুদ আলম মিঠু নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নবনির্বাচিত কমিটির সাফল্য কামনা করেন।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration
আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।
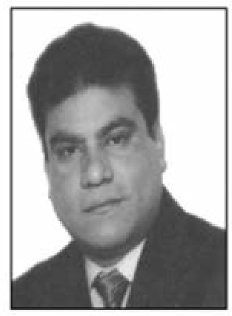
নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।
Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com
RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276
আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ
ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider
ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning & Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১: প্লেইন পোলাও, চিকেন রোস্ট, মিক্সড ভেজিটেবল, সালাড, ডিজার্ট — $ 7.00
প্যাকেজ-২: প্লেইন পোলাও, চিকেন রোস্ট, সামি কাবাব, মিক্সড ভেজিটেবল, সালাড, ডিজার্ট — $ 8.00
প্যাকেজ-৩: প্লেইন পোলাও, চিকেন রোস্ট, গোট অথবা বিফ কারি, মিক্সড ভেজিটেবল, সালাড, ডিজার্ট — $10.00
প্যাকেজ-৪: মটর পোলাও, চিকেন রোস্ট, সামি কাবাব, গোট অথবা বিফ কারি, মিক্সড ভেজিটেবল, সালাড, ডিজার্ট — $11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

সাংবাদিক সালাহউদ্দিন হাসপাতালে

(শেষের পাতার পর)

বাংলা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক, টাইম টিভির অ্যাংকর ও হক কথার সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ লং আইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত ২৯ ডিসেম্বর বুকের বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট অনুভব হওয়ায় এ্যাম্বুলেন্সে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। এখনও তার শরীরের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সোমবার নাগাদ বিভিন্ন টেস্টের ওপর ডাক্তাররা মতামত দিতে পারেন। বোববার জ্বনাব সালাহ উদ্দীন বাংলাপত্রিকাকে বলেন, এখনও তিনি হাসপাতালে রয়েছেন। সোমবার ডাক্তাররা তার চিকিৎসার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি সকলের দোয়া চেয়েছেন।

এদিকে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারন সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম এক বিবৃতিতে তার আশুরোগ মুক্তি কামনায় সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা কামনা করেছেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর

)নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

গীতিকবি রাসেল ও'নীলের মরদেহ উদ্ধার

(শেষের পাতার পর)

ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ৩০ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানাধীন লিচু বাগান এলাকার নিজ বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ডিউটি অফিসার মো. সাইদুর রহমান পরিবারের বরাত দিয়ে বলেন, রাতের খাবার শেষে নিজের রুমে যান মেহবুবুল হাসান রাসেল। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে পরিবারের অন্য সদস্যরা ডাকাডাকির পর দরজা না খোলায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে থাকা অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করছে পুলিশ। তবে তদন্তের পর এর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে বলে জানান মো. সাইদুর রহমান। তিনি বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

রাসেল ও'নীলের লেখা উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে 'দিন বাড়ি যায়', 'সূর্য স্নানে চল', 'মনটা তোমার কেনা' প্রভৃতি।

একসময় সাংবাদিকতায়ও যুক্ত ছিলেন। পরে সাংবাদিকতা ছেড়ে বিজ্ঞাপনী সংস্থায় যুক্ত হন। গানের পাশাপাশি অসংখ্য বিজ্ঞাপনের জিংগেলও লিখেছেন তিনি। তার লেখা অধিকাংশ গানই দলছুট এবং বাপ্পা মজুমদারের গাওয়া।

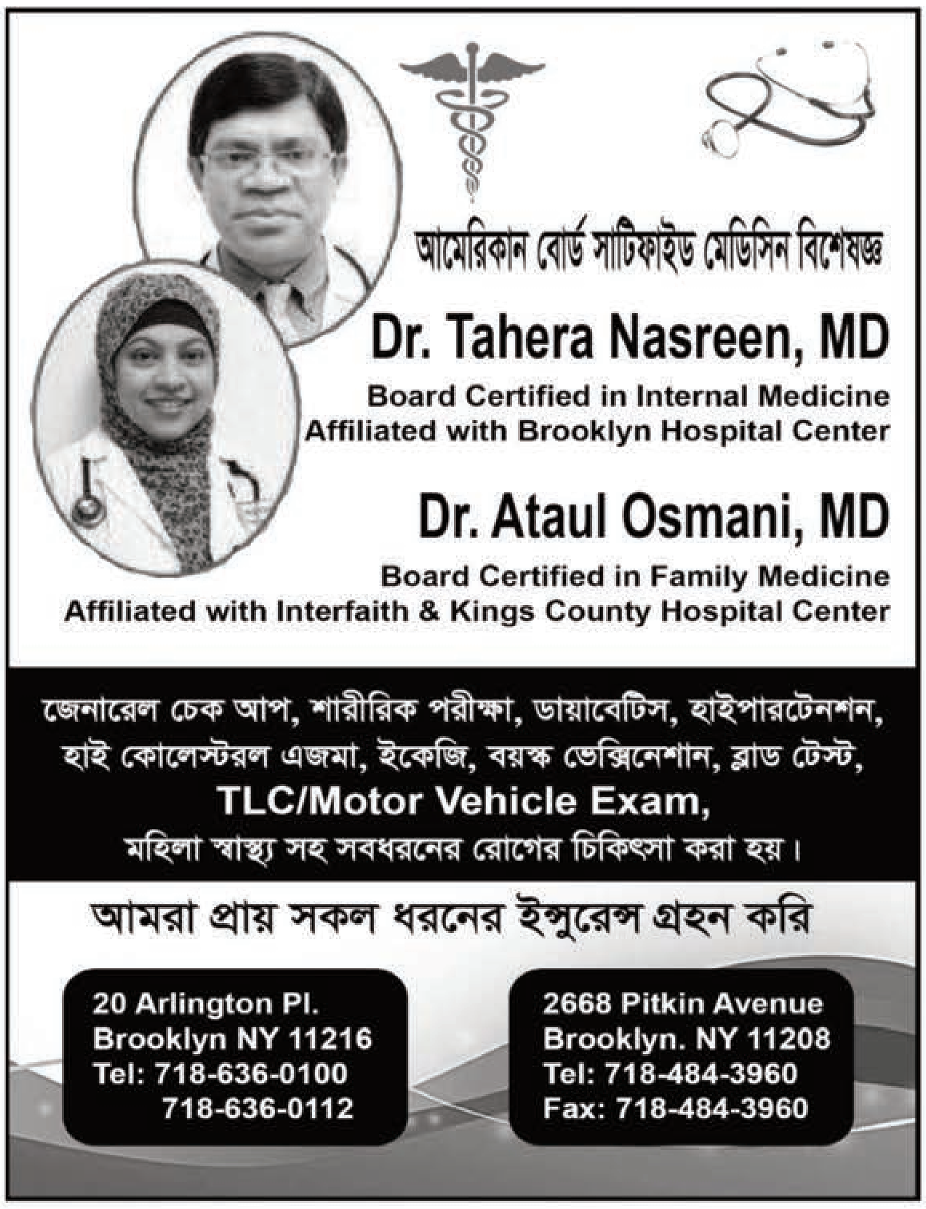

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২

ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮

ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫

ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০

ন-২৯/ডি-০৬

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।

ন-২২/২৯

রুমমেট আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়ে স্ট্রীট সাবওয়ের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পহেলা ডিসেম্বর থেকে তিনজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৩৪-২১৬-৫২০৬

ন-২২/২৯

আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩

ন-২২/২৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮

ন-০৮/১৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)

ন-০৮/১৫

সোফা বিক্রি

উডসাইড এলাকার বাসা বদলের প্রেক্ষিতে একটি বড় সোফা বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৮৬-৪৫৭৭

ডি-১৩/২০

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪

ন-১৫/২২

আবশ্যক

এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর একটি রেষ্টুরেন্টে কাজের জন্য কাউন্টার পার্সন ও কিচেন হেলপার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯২৯-৪৭১-৫৭৪৩

ডি-১৩/২০

রুম ভাড়া

সানিসাইডের ৪৪ স্ট্রীট-এ সেভেন ট্রেন এর ৪৬ ষ্ট্রীট ষ্টেশন থেকে দুই মিনিটের দূরত্ব) একটা বড় রুম শুধুমাত্র একজন অধুমপায়ী ও কর্মজীবি'র কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ৮০০ ইউএস ডলার। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৯৫-৫১৭৯

ডি-১৩/২০

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের এফ ট্রেনের বেলপার্কওয়ে সাবওয়ে ষ্টেশন ও বি৬ বাস স্টপ একই ব্লকের মধ্যে ১ রুমের বাসা ভাড়া হবে। আলাদা লিভিং ও কিচেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৫৯-৫১৪৯ অথবা ৭১৮৫৫২৬৯৩১

অ-২৫/ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact #

934-234-7361

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজ ২১০ প্লেস এবং ৯৩ এভিনিউ-তে একটি বড় এবং একটি ছোট রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হচে চারটি বাসের সযোগ আছে। কিউ-১১০, কিউ-৭৭, কিউ-৩৬, কিউ-১। যোগাযোগ: ৯১৭-২২৬-৪৪২৩ (বাবলু)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ডিসেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় তলায় তিন রুম, ১ বাথরুম, লিভিং রুম, এবং ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযাগে: ৭১৮-৬০০-৬০৫৮

ন-৮/১৫

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস কেসেলহিল সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ বেড রুমের সেমিবেসমেন্ট রুম ভাড়া ও রুমমেট আবশ্যক।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭

বাড়ী ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে (১৪৬৮ হোয়াইট প্লেইন্স রোড, ফাস্ট ফ্লোর) তিন বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাড়া নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৬৭-৮১২৯ অথবা ৭১৮-৫৬১-০৬৯৯

ন-০১/০৮

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার

Bangladesh Center Inc

ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696

Res: 718-931-2509

e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

(শেষের পাতার পর)

বিচারপতি মোস্তফা জামান।

আয়োজক সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি এডভোকেট মো: নাছির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আরিফ আর চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও কুইন্স ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, সংগঠনের উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা, উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব ও উপদেষ্টা এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এ্যাডভোকেট শেখ আখতারুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল ওয়াহেদ, এটর্নী এম আজিজ, এ্যাডভোকেট পর্না ইয়াসমিন, এ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুর রশিদ, এডভোকেট এম এম নুরুজ্জামান বাবু, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক, এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, এডভোকেট নাজনীন নিশী, এডভোকেট বেলাল ভূইয়া, আব্দুর রশিদ, এ্যাডভোকেট মো. সাইদুর রহমান, লায়ন আহসান হাবিব প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন এ্যাডভোকেট সুফিয়ান আহমেদ চৌধুরী। শুরুতেই জাতীয় সংগীত পরিবেশনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ'র পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি বিচারপতি মোস্তফা জামানকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ্যাডভোকেট আবুল কে আজাদ তালুকদার নির্বাচনে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। তিনি নবনির্বাচিত কমিটির সাফল্য কামনা করেন। এসময় নবনির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ ও এ্যাডভোকেট রুবিনা মান্নান, সাধারণ সম্পাদক সাইয়্যেদ মঈন উদ্দিন জুনেল, যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট মোঃ সাইদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট পর্না ইয়াসমিন, কোষাধ্যক্ষ এ্যাডভোকেট মোঃ মাহবুব আলম, দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট সৈয়দ আজহারুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট রেদোয়ানা রাজ্জাক, প্রকাশনা সম্পাদক এ্যাডভোকেট জাহিদুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ব্যারিষ্টার আকমাম খান, কার্যকরী সদস্য এ্যাডভোকেট সুফিয়ান আহমেদ চৌধুরী, এ্যাডভোকেট এম এম নুরুজ্জামান ও এ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান।

পরে নবনির্বাচিত সভাপতি এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক সাইয়্যেদ মঈন উদ্দিন জুনেলের পরিচালনায় পরবর্তী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বাংলাদেশ ল' সোসাইটির বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রশংসা করে নতুন কমিটির শুভকামনা করেন। তারা নির্বাচনে বিজয়ী এবং বিজিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ল' সোসাইটিকে আরও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক সাইয়্যেদ মঈন উদ্দিন জুনেল বাংলাদেশ ল' সোসাইটির সকল সদস্য, নির্বাচন কমিশন, অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতাকারী, কার্যকরী কমিটি সহ সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী মিতা ও বাপ্পী। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইন্ক এর নির্বাচন গত ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বচনে কার্যকরী সদস্যের ৪ টি পদে প্রার্থীদের মধ্যে একজনের মনোনয়ন পত্র বাতিল হ্ওয়ায় এবং অন্যকোন প্রার্থী না থাকায় ৩ জন নির্বাচিত হন। পরবর্তিতে নয়া কার্যকরী কমিটি এই শূন্য পদ পুরণ করবে।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৫

(শেষের পাতার পর)

সেরে গেলাম Starbucks এ। যদিও সকালে এক মগ গরম চা খেয়েই বের হয়েছি কিন্তু নিউইয়র্কের এবারের ঠান্ডায় কাহিল হয়ে গেছি, তাছাড়া মাঝে মাঝে নিজেকে সুখী করা উচিত।

কফির চেয়ে চা আমার বেশি প্রিয়, যত ভালো কফিই হোক সকালে ঘর থেকে বের হবার আগে আর লাঞ্চের পর চিনি ছাড়া দুধ চা আমার চাই চাই। কফির কথা মনে হলেই লন্ডন ব্রীজের Starbucks Cafe এর কফি Avi Marble Arch এর Marks & Spencer এর নিজস্ব পধভব এর কফির কথা মনে পড়ে, খুব বেশি মনে পড়ে। বিশেষ করে এই অসুস্থ করে দেয়া উইন্টারে। কী সুন্দর গন্ধ, স্বাদ আর রঙ ছিল। খুব খুব মিস করি। ইংল্যান্ড অনেক অনেক মিস করি কিন্তু এখন অন্তত ইংল্যান্ড গেলেও ওই দুটো জায়গায় আর যাব না কোন দিন। প্রিয় জিনিস থেকে দূরেই থাকা উচিত, কাছে গেলে তার কুৎসিত রূপটা যদি চোখে পড়ে? তারচেয়ে থাক না আমার এক মুঠো সুখের স্মৃতি।

যাই হোক, কফির অর্ডার দিয়ে একটু ঘুরেফিরে দেখলাম, দরজা পাশেই ছোট একটা বুক শেলফ, যে কেউ চাইলে বই ডোনেট করতে পারবে আবার ওইখানে রাখা বই থেকে নিজের পছন্দ মতো বই নিয়েও যেতে পারবে। দারুণ না আইডিয়াটা! আরেক কর্নারে আরেকটা বাকেট রাখা যেখানে যে কেউ শুকনো খাবার রেখে দিতে পারবে, নিয়েও যেতে পারবে।

ক্যাশ কাউন্টারের পাশেই একটা দেয়ালে ছোট ছোট স্টিকি নোটে কাস্টমাররা নিজেদের অনুভূতি লিখে রেখে দেয়। আমিও লিখেছি।

"Bala kintu beshi bala na, missing London Starbucks". আমি সিলেটি ফুরি। তোরা সিলেটি। মাততাম ফারি নাইনি;)

আমি শিওর প্রথম বাংলিশ লাইনটা কেউ বুঝবে না কিন্তু আমার ভীষণ ভীষণ মজা লাগল ওই দুষ্টামীটা করে। নিয়ে আসার মতো কোন বই পেলাম না।

কফি হাতে বের হয়ে রওনা দিলাম সাবওয়ের দিকে, মলে একটা শপে কিছু জিনিস রিটার্ন করতে। খুব একটা তাড়াহুড়ো ছিল না, গুগল ম্যাপ দেখে পথ চলছিলাম। পথে একজন সিকিউরিটির কাজে নিযুক্ত এক মহিলা নিজে থেকেই থামিয়ে জিজ্ঞেস করল আমার কোন হেল্প লাগবে কি না? বললাম আই এ্যাম গুড। বলে নিজের পথেই যাচ্ছিলাম উনি আবার ডেকে জিজ্ঞেস করল হোয়ার আর ফ্রম বাংলাদেশ শুনে বলল আর কোন হেল্প লাগবে কি না, কিসে কাজ করি, কই থাকি, বাচ্চাকাচ্চা আছে কি না? মহিলা পাকিস্তানি, তার নিজের দুইটা ছেলে, বড় ছেলে কলেজে, ছোটটা স্কুলে, বরও জব করে, স্কুলের পাশেই এক বেড রুমর এপার্টমেন্টে থাকে। দেখে মনেই হয় না এত বড় দুইটা বাচ্চার মা। সেটা বলতেই হাসিমুখে ধন্যবাদ দিল। তার কথা বলার খুব আগ্রহ ছিল। হয়তো আরও কিছুক্ষণ কথা বললে খুশি হতো। বেচারা এই প্রচন্ডরকম শীতের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাজ করছে, হয়তো কথা বলার কেউ পায় না এই ব্যস্ত শহরে।

কথা শেষে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেনে চেপে মলে গেলাম। জিনিসটা ফেরত দিলাম কিন্তু মন মতো কিছু না পেয়ে আবার ফিরে এলাম। ফেরার পথে সেই মহিলা আবার ডেকে দাঁড় করাল, নিজের ফোন নং দিয়ে বলল, যদি মন খারাপ হয়, কখনো কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে তাহলে যেন তাকে কল দেই!! ভীষণ ভীষণ অবাক হয়ে তার ফোন নংটা সেইভ করলাম। তাকে ধন্যবাদ দিলাম, সে আমার হাসির খুব প্রশংসা করল। এটা ঠিক ছুটির দিনটা অসম্ভব ব্যস্ততায় গেলেও গতকাল দিনটা বেশ উপভোগ করেছি।

ফিরে গেলাম আগের বিল্ডিংয়ে কিন্তু অন্য ফ্লোরে। ওখানে কাজ শেষ করে ফিরে এলাম নিজের ঠিকানায়। ফেরার আগে অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ সাইকেলিং করলাম, অনেক অনেক বছর পর, বেশ ভালো লাগল।

মহিলাকে হয়তো কোনদিন কল দেয়া হবে না। যে শহরে চেনা মানুষ অচেনা হয়ে যায়, বিশ্বাস আস্থা, পরম নিভ্ভরতা আর শ্রদ্ধার মানুষ অপ্রিয় অশ্রদ্ধার হয়ে যায় সে শহরের পথ চলতি এক অচেনা মহিলাকে কিভাবে বিশ্বাস করি!? কিভাবে আপন ভাবি!?

আজকাল রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করে, আমি ছাড়া আমি আর কিছুতেই বিশ্বাস করিনা।

নয়া আকর্ষণে জমে উঠছে ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার

(শেষের পাতার পর)

উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । বাংগালি অধ্যুসিত ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার এলাকায় করোনা ঝড় ছিনিয়ে নিয়েছে অনেক প্রাণ। বহু পরিচিত মানুষ। বাংলাদেশীদের বিজন্যাস সেন্টার হিসাবে খ্যাত স্টারলিং বাংলা বাজার এভিনিউতে একসময় নেমে এসেছিলো সুনসান নীরবতা। বিজন্যাস এসোসিয়েশনের প্রাণবন্ত প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দীন প্রাণ হারিয়েছেন করোনায়। ২৪ ঘন্টা খোলা থাকা প্রিমিয়াম সুপারমার্কেট, খলিল বিরিয়ানী হাউজ, আ-লআকসা রেস্টুরেন্ট, আলআকসা সুপারমার্কেট সহ প্রাণ চাঞ্চচল্যে ভরপুর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নেমে এসেছিলো কবরের নিস্তব্ধতা। সব প্রাণচাঞ্চল্য যেন থেমে গিয়েছিলো এক অদৃশ্য শক্তির বংশীবাদনে। কিন্তু কথায় বলে -টীইম ইজ দ্য বেস্ট হিলার। সময় সবকিছুই ঠিক করে দেয়। সময়ের স্রোতে ভেসেই আবারো প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে একসময়ের মৃত্যুপুরি ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের এই বিপনী এলাকায়। ভীড় বেড়েছে বিপনীগুলিতে। সরকারী বিধিনিশেধ কমে আসায় আড্ডায় আড্ডায় সরগরম হয়ে উঠেছে রেস্তোঁরাগুলো।

পেন্ডামিকের সময় বন্ধ হয়েগিয়েছিলো পার্কচেস্টার ওভালের এপেলবিজ রেস্টুরেন্টটি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এখন নতুন একটি চেইন রেস্টুরেন্ট "হুক এন্ড রিল" চালু হয়েছে এই একই জায়গায় ৭৫ মেট্রোপলিটান ওভালে। ওভালের আরো একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান "পোর্টাবেলা"সাইন টানিয়ে দিয়েছিলো "গোয়িং আউট অব বিজন্যাস" শিরোনামে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক বাংলা পত্রিকাকে জানিয়েছেন, তারা তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছেন। তারা থাকবেন এবং আরো নতুন উদ্যমে ব্যবসা চালু করবেন এখানে।

প্যান্ডামিক পরবর্তীতে নতুন নতুন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে পার্কচেস্টারে। ইতোমধ্যে বৃহত পরিসরে চালু হয়েছে খলিল বিরিয়ানী হাউজ। একই মালিকানায় ১১ এপ্রিল চালু হয়েছে আরো একটি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান "খলিল পিৎজা এন্ড গ্রিল"। ২৯ অক্টোবর ১৪৫৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোডে চালু হয়েছে খলিল সুপার মার্কেট।স্টারলিংয়ের বিজন্যাস জায়ান্ট আল আকসা গ্রুপ ১৪১৬ ইউনিয়ন পোর্ট রোডে খুব শীঘ্রই চালু করতে যাচ্ছে নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান "আল আকসা হালাল চাইনিজ"। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক আলী হায়দার জানান, রেস্টুরেন্টের ডেকোরেশন সহ ৯৫%। কাজ শেষ। ছোটখাট কিছু আনুষ্ঠানিকতা সেরে খুব শীঘ্রই তারা প্রতিষ্ঠানটি উদ্ধোধন করবেন।২০৫২ ম্যাকগ্রো এভিনিউতে চালু হয়েছে ফারহান চৌধুরির মালিকানায় জয়া ট্রেয় গার্ডেন এন্ড ইলেক্ট্রনিকস"। স্বপন তালুকদারের উদ্যোগে ১৪০২ ইউনিয়ন পোর্ট রোডে ২৪ সেপ্টেম্বর উদ্ধোধন হয়েছে সুন্দরবন হালাল মিট এন্ড সুপার মার্কেট। ২১১৩ বাংলা বাজার এভিনিউ এর দু তলায় ইমরান শাহ রনের মালিনায় ২৬ নভেম্বর উদ্ধোধন হয়েছে প্রিন্টিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ''ঢাকা ডিজিটাল প্রিন্টিং"। ক্যাসলহিল সাবওয়ে স্টেশনের নীচে ২১৬০ ওয়েস্টচেস্টার এভিনিউতে ৮ অক্টোবর উদ্ধোধন হয়েছে তরুন ব্যবসায়ী জাকির আহমেদের মালিকানায় "স্পাইস আপ সুইটস এন্ড রেস্টুরেন্ট। ১৩০৯ ক্যাসল হিল এভিনিউতে নভেম্বরে উদ্ধোধন হয়েছে "ক্যাসল ফ্যাশন"। এছাড়াও অক্টোবরে বাংলা বাজার এভিনিউতে সোনালী এক্সচেন্জ সংলগ্ন স্হানে উদ্ধোধন হয়েছে"রূপসীবাংলা ফ্যাশন হাউস"। আরো উদ্ধোধনের অপেক্ষায় রয়েছে "বারী সুপার মার্কেট"।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শেফ খলিলুর রহমান জানান, বলা যায় ধ্বংস স্তুপের মধ্য থেকে গা ঝাড়া দিয়ে করোনায় ভয়াবহতা কাটিয়ে এই এলাকাটি আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। ফিরে এসেছে প্রাণ চাঞ্চল্য। গড়ে উঠছে নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এবছর করোনায় সংক্রমন কমে আসলে ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার এলাকা পরিণত হবে একটি আকর্ষনীয় বিপনী কেন্দ্রে।

সতর্কীকরণ: সীসা থাকতে পারে
সিঁদুরে সীসা থাকতে পারে, যা শিশুদের মধ্যে শেখা ও আচরণের সমস্যা তৈরি করতে পারে, গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত এবং বন্ধ্যাত্ব ঘটাতে পারে।
ব্যবহার করার পরে আপনার হাত ধুয়ে নিন।
শিশুদের থেকে দূরে থাকুন।
আপনি যদি সিঁদুর ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার ডাক্তারকে রক্তে সীসার উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য বলুন।
আরো তথ্যের জন্য **311** নম্বরে ফোন করুন বা **nyc.gov/leadfree** দেখুন।
NYC Health
Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc কমিশনার

শিশু বিশেষজ্ঞরা এখন COVID-19 টিকা সুপারিশ করেন 5-17 বছর বয়সীদের জন্য।
COVID-19 টিকা কি আমার শিশুর জন্য নিরাপদ?
FDA এবং CDC ফাইজার COVID-19 টিকা নিরাপদ বলে মনে করে এবং 5-17 বছর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করেছে।
COVID-19 টিকা জীবন বাঁচায়। আপনার শিশুকে টিকা দেওয়ান।
COVID-19 টিকা সম্পর্কে আরো জানতে nyc.gov/covidvaccine এ যান
অথবা 212-268-4319 নম্বরে কল করুন।
NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY
NYC Health
Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc কমিশনার

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 3 // 2022

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রশ্নে ব্লিনকেনকে মোমেনের চিঠি

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জবাব পাঠিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন। সূত্রমতে, সেই চিঠিতে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদকসহ আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ ও অ্যাকশনের বিস্তারিত তুলে ধরেছেন মন্ত্রী। সেইসঙ্গে দুঃসাহসিক এসব কাজে এলিট ফোর্স র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)সহ অন্য বাহিনীগুলোর অবদানের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিনি। গত ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ তুলে র‌্যাব'র ৭ কর্মকর্তার (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সীর কার্যকরী কমিটিরশপথ গ্রহণ

নিউজার্সীঃ গত ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার জুমআ নামাজের পর প্যাটারসনের জালালাবাদ জামে মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সীর নব নির্বাচিত "সেলিম খালিক-সালেহ গণী" পরিষদের শপথ গ্রহন ও দোয়া মাহ-ফিল অনুষ্ঠিতত হয়।

বিদায়ী সভাপতি হান্নান হোসেনের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে অষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে কার্যকরী কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠকরান বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ নোমান কাশেমী সাহেব।

নবনির্বাচিত সাধারন সম্পাদক সালেহ গণীর পরিচালনায় ও সভাপতি সেলিম খালিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন প্যাসাইক কাউন্টি সুপ্রিম কোর্ট মনোনীত স্পেশাল জাজ স্টুয়ার্ট রেজার, প্যাসাইক কাউন্টি শেরিফ অফিসার নার্ট হাফাসা.

বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুফতি ফাতেহুল ইসলাম, মাওলানা মুফতি শিব্বির আহমদ, প্রবীন মুরব্বী রমজান আহমদ, নব নির্বাচিতট্রেজারার মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত প্রমুখ.

অষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্যাটারসনের প্রবীন মুরব্বী খলিলুর রাজা চৌধুরী, এনামুল বারী মজনু, শামসুল ইসলাম, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, ফয়জুর রহমান ফটিক, আব্দুস সালাম, আক্কাস আলী, বাবুল আহমদ, মনসুর আহমদ, আন-হার মিয়া, মোহাম্মদ রশীদ দিদার, আব্দুর রকিব চুন্নু সহ শতাধিক বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি সেলিম খালিক তার বক্তব্যে তার পরিষদের পক্ষ থেকে ফাউন্ডেশনের সকল সদস্য, ভোটার, সমর্থক সহউপস্হিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেন। বিশেষ করে তার পরিষদের নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান মনসুর আহমদ, এনামুল বারী মজনু, আনহার মিয়া, হারুন মিয়া সহযারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং সকল ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বফাউন্ডেশনের সংবিধান মোতাবেক পালন করার জন্য সকলের সহযোগীতা ও দোয়া কামনা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব নিউজার্সীর ২০২২ সালের নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যারা হলেন, সভাপতি সেলিম খালিক, সহসভাপতি আবু সুফিয়ান, সাধারন সম্পাদক সালেহ গণী, সহ সাধারন সম্পাদক ফয়সাল আহমদ, ট্রেজারার মোহাম্মদ আব্দুলমুহিত, সহকারী ট্রেজারার মোহাম্মদ চান মিয়া, সদস্য হামিদ আলী, সিরাজ মিয়া, আলাউদ্দিন আহমদ (সাজা মিয়া) , মুছাব্বিরআলী, খলকু মিয়া। পরিশেষে দোয়া ও শিরনী বিতরনের মাধ্যমে অষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.
IATA Accredited
Approved Travel Agent
AUTHORIZED e-file PROVIDER
২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)
Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!
We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation
লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+
নাটোর শাড়ী ঘর
Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান্য কাপড়ের বিশাল সমাহার
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

বেসিক ইসলামিক সেন্টারের নতুন কমিটি গঠিত

নিউইর্য়ক: বেসিক ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)'র সাধারণ সভা গত ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের স্থানীয় মলিনায়তনে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল খালেক। পরিচালনা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাকিম মিয়া। অর্থ সম্পাদকের রির্পোট পেশ করেন হামিদুল হক।

সাধারণ সম্পাদক তার প্রতিবেদনে বৈশ্বিক মহামারীতে বিপদগ্রস্থ ভাইদের সহযোগিতা, মৃত ব্যক্তিদের জানাজা ও দোয়া, কুরআন ক্লাশসহ নিয়মিত বৈঠনের বিবরণ দিয়ে বলেন, প্রবাসে তথা নিউইয়র্কে ব্যস্ততম সময় পার করে স্ত্রী-সন্তানদের সময় দেওয়ার পর যতটুকু সময় একজন সাধারণ সম্পাদকের দেওয়া দরকার তা আমি দিতে পারিনা। আমার সকল ব্যর্থতা ও ভূলের জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করেন এবং সংগঠনকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ প্রতিবেদনের উপর প্রশ্ন ও পরামর্শ দিয়ে বক্তব্য রাখেন, গোলাম সারোয়ার, শেখ এস আলী, মোস্তেফা কামাল, রুহুল আমিন সিদ্দিকি, খবির উদ্দিন ভূইয়া, মো: ফখরুল ইসলাম মাছুম, শামীম কাদেরী, একেএম তারেক, আবুল খায়ের মোল্লা, আব্দুল্লাহ আল মুমন. কামাল হোসেন, তরারক আহমেদ, জামাল হোসেন, আবুল কালাম, সামসুদ্দীন, আলমসহ আরো অনেকে। এছাড়া বাফেলো থেকে জুমে সভাপতি নাজমুল হক সাধারণ সম্পাদক আল আমিন লিপুসহ প্রায় ৪০জন সদস্য অংশগ্রহন করেন।

সাধারণ সভা শেষে বিগত কমিটির সভাপতি আব্দুল খালেক ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাকিম মিয়া সহ ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International
Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES American Airlines
DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ‘গিয়াস-তারেক’ ও ‘টুকু-মুনির’ পরিষদ

রোববার জেবিবিএ'র নর্বাচন

গিয়াস আহমেদ

তারেক হাসান খান

বাংলাপত্রিকা রিপোর্ট: জেবিবিএ-এর দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে দুটি পরিষদ লড়াইয়ে মুখোমুখি দাড়িয়েছে। ‘গিয়াস-তারেক’ পরিষদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ‘টুকু-মুনির’ পরিষদ। প্রায় সাড়ে চারশত ভোটারের নির্বাচনে জেবিবিএর সদস্যরা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মাহবুবুর রহমান টুকু

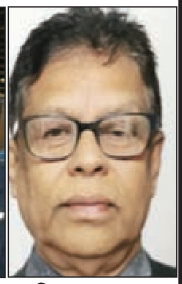
মুনির হাসান

নয়া আকর্ষণে জমে উঠছে ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার

হাবিব রহমান: গত বছর নিউইয়র্ক সিটিতে যখন প্যান্ডামিকের সংক্রমন ছিলো সর্বোচ্চে তখন থেকেই ব্রঙ্কস এলাকাটি ছিল আলোচনায়। প্রথমেই লক ডাউন ঘোষণা হয় এই এলাকায়।দীর্ঘ সময় পর্যন্ড় আক্রান্তের শীর্ষে ছিলো ব্রঙ্কস। গভর্নর এবং সিটি মেয়র তাদের প্রাত্যাহিক ব্রিফিংয়ে এই এলাকাটি নিয়ে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৫

বালা কিন্তু বেশি বালা না

গতকাল ম্যানহাটনে দুইটা appoint-ment ছিল, একটা সকালে আরেকটা সন্ধ্যেয় একই বিল্ডিং কিন্তু আলাদা ফ্লোরে। তো প্রথম কাজটা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

শপথ নিলেন শাহানা হানিফ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : পবিত্র কুরআনে হাত রেখে শপথ নিলেন নিউইয়র্ক সিটির প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল মেম্বার শাহ-না হানিফ। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ইতিহাসে তিনিই প্রথমবারের মতো নির্বাচিত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী। গত ২৮ ডিসেম্বর পবিত্র কুর-আন হাতে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। গত ২ নভেম্বর অনু-ষ্ঠিত সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। ১৬২৫ সালে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোঃ ইউএসএ ইন্‌ক এর কার্যকরী কমিটির শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে গত ২১ ডিসেম্বর ২০২১ ইং রোজ রবিবার রাত ৮.০০ টায় জ্যামাইকাস্থ পানসী রেস্টুরেন্ট-এ নবনির্বাচিত কমিটি ২০২২-২৩ এর শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সাংবাদিক সালাহউদ্দিন হাসপাতালে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ বাংলাদেশে প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রণোদনা বাড়ানো হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২২ থেকে প্রবাসীরা ২ দশমিক ৫ শতাংশ (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বাংলাদেশ ল’ সোসাইটি ইউএসএ’র নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে শপথ নিলেন প্রবাসে বাংলাদেশী আনিজীবীদের সংগঠন বাংলাদেশ ল’ সোসাইটি ইউএসএ’র নবনির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তারা। গত ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এ বর্ণিল শপথ আয়োজনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়। সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি ল’ সোসাইটির মিলন মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

ওজন কমাতে লেবু পানি নাকি মেথি জিরা?

আজকের এই দিনে ওজন কমাতে আমরা কত কিছুই না করে থাকি। অনেকেই ওজন কমাতে ডায়েট, (বাকি অংশ ০০ পাতায়)

রংপুর জেলা এসোসিয়েশনের নির্বাচনে দুলু-উৎপল পরিষদ বিজয়ী

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন রংপুর জেলা এসোসিয়েশন ইনকের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। নির্বাচনে মোহাম্মদ মিয়া (দুলু) এবং জাকিউল উদ্দিন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

জাতীয় পার্টির ৩৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্কঃ গত ১লা জানুয়ারী ২০২২ সাল, রোজ শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকায় এষ্টোরিয়ার বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট এ ৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জাতীয় পাটি, যুক্তরাষ্ট্র শাখা যথাযথ সম্মানের সহিত (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বিনোদন

গীতিকবি রাসেল ও’নীলের মরদেহ উদ্ধার

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : রাসেল ও’নীল নামে পরিচিত জনপ্রিয় গীতিকবি মেহবুবুল হাসান রাসেলের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com